ধবলগিরি ও নক্ষত্র লোক

[illegible]

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ প্রণীত

ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক।

শ্রীসত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ইংরাজী ১৯২৬ সাল।

৺কাশীধাম, রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

পরমহংস প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ কৃত অন্যান্য গ্রন্থ—

১।	আর্য্যজাতিবর্ণাশ্রমবিবেক	॥০ আনা
২।	প্রেতদর্শন	।০ „
	ঐ হিন্দীসংস্করণ	।০ „
৩।	ভগবৎপ্রেম	৵০ „
৪।	আর্য্যসন্ধ্যাপদ্ধতি	⁄১০ „

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুবাক্যকার্য্যালয়।

পোঃ দাসের জঙ্গল, জিলা ফরিদপুর।

বড় বড় পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়।

আভাষ।

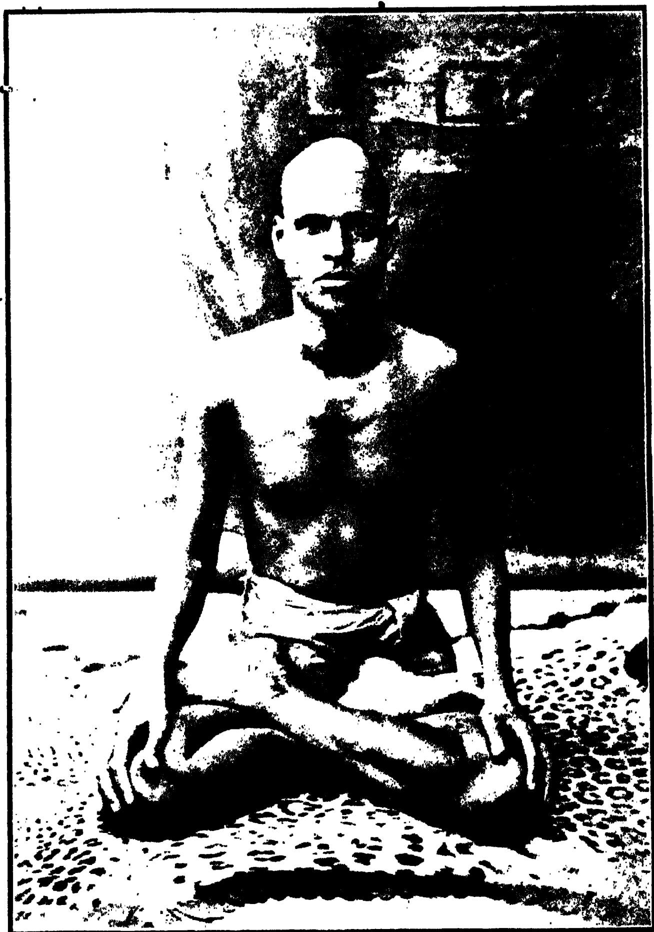
আমি মীডিয়ম্ দ্বারা প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতাম এবং মীডিয়ম্‌কে পাহাড়ে পর্ব্বতে পাঠাইয়া যোগীদিগের অনুসন্ধানও করিতাম। দৈবযোগে ধবলগিরির একজন যোগীর সঙ্গে মীডিয়মের দেখা হয়। সেই যোগী আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরির নানা স্থানের দৃশ্য দেখাইতেন এবং ধবলগিরির অন্যান্য যোগীদিগের সঙ্গে মীডিয়ম্‌কে পরিচয় করাইয়া দিতেন। যোগীরা মীডিয়ম্‌কে নানাপ্রকার বিভূতি দেখাইতেন। এবং মীডিয়ম্‌কে নক্ষত্রলোকে লইয়া গিয়া নক্ষত্রলোকের দৃশ্য দেখাইতেন ও নক্ষত্রলোকের যোগীদিগের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেন। ধবলগিরির যোগীদিগের দ্বারা ধ্রুবলোক ও চন্দ্রলোকের যোগীদিগকে আমাদের পৃথিবীতে আনাইয়া আমাদের দেশের সাধারণ লোককে দেখাইব বলিয়া চেষ্টা করিতে ছিলাম। এই চেষ্টার প্রারম্ভ হইতেই আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন পড়িতে লাগিল। বারংবার বিঘ্ন পড়িতে থাকায় আমাদের কার্য্যসিদ্ধির অসম্ভাবনা দেখিয়া যোগীরা অলৌকিক উপায়ে আমার মীডিয়ম্ বালকটীকে ধবলগিরিতে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ বালকটীকে লইয়া যাইতেই আমার সমস্ত উদ্যম ও চেষ্টার ইতি হইল।

যোগীরা প্রত্যহ মীডিয়ম্‌কে যাহা দেখাইতেন, আমি তাহা নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতাম। ১৪ চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে মীডিয়ম্ দ্বারা ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোকের যে সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া নোট বহিতে লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম, আজ তাহাই প্রাকৃত ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিলাম।

মীডিয়মস্বরূপ বিজ্ঞান-নেত্র দ্বারা যাহা কিছু দেখিয়াছি, কর্ণ দ্বারা যাহা কিছু শুনিয়াছি, বাক্‌দ্বারা যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে, অতিরঞ্জিত করিয়া কিছুই বর্ণনা করা হয় নাই। এ হেতু এই গ্রন্থের কোন কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ ভাব থাকিয়া যাওয়ায় আরও জানিবার অপেক্ষা রহিয়া গিয়াছে। যথার্থ নিয় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অপেক্ষাদোষের নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। ইতি—

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।



ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক।



ধবলগিরি হিমালয়পর্ব্বতের অংশবিশেষ। ধবলগিরিতে অনেকগুলি পর্ব্বতস্তর আছে; এই পর্ব্বতস্তরগুলি সর্ব্বদা তুষারাবৃত থাকায় অতি শুভ্র দেখায় বলিয়া পর্ব্বতস্তরগুলিকে ধবলগিরি বলা হয়। হিমালয়ের স্বনামখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেষ্ট নামা শৃঙ্গদ্বয় এই ধবলগিরি পর্ব্বতেরই শৃঙ্গবিশেষ। কাঞ্চনজঙ্ঘা সমুদ্র-গর্ভ হইতে ২৮১৪৬ ফিট্ ও এভারেষ্ট ২৯০০০ ফিট্ উচ্চ। স্যর্ জর্জ্জ এভারেষ্ট নামক একজন ইংরেজ এভারেষ্ট শৃঙ্গটীর উচ্চতা নিরূপণ করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারেই এই শৃঙ্গটীর নাম মাউণ্ট এভারেষ্ট হইয়াছে। মাউণ্ট এভারেষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত। ধবলগিরি নেপাল ও সিকিমের উত্তরে এবং তিব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত।

ধবলগিরি।

ধবলগিরি দার্জ্জিলিং হইতে সাড়ে তিন শত মাইল দূরে। দার্জ্জিলিং হইতে ধবলগিরি যাইবার রাস্তা আছে। রাস্তাটী দার্জ্জিলিং হইতে সিকিম ও নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী চিয়াভঞ্জন-পর্ব্বতের উপর দিয়া ধবলগিরি গিয়াছে। দার্জ্জিলিং হইতে সিকিম রাজ্যের মধ্য দিয়া চিয়াভঞ্জনপর্ব্বত পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাস্তা আছে; চিয়াভঞ্জন হইতে পা-পথ (লোকের চলাচল দ্বারা যে পথ হয়) গিয়াছে। ধবলগিরির পশ্চিমদিকে কৈলাসপর্ব্বত অবস্থিত। কৈলাস-পর্ব্বত ও ধবলগিরির মাঝখানে চন্দ্রলোক দেখিবার একটী অদ্ভুত যন্ত্র আছে। ধবলগিরি ও কৈলাসপর্ব্বতে বড় বড় সুরঙ্গ আছে।

ধবলগিরির রাস্তা।

কোন কোন সুরঙ্গ শত মাইলেরও অধিক লম্বা হইবে। ধবলগিরি ও কৈলাসপর্ব্বত কোনও রাজার রাজ্যের অন্তর্গত নয়। সেখানে সাধারণ লোকের অধিকার নাই। ধবলগিরি ও কৈলাসপর্ব্বতে যোগী ও দেবতারা বাস করেন। যোগীরা বাস করেন বলিয়া ধবলগিরি ও কৈলাস-পর্ব্বতে কোনরূপ হিংসা নাই; তথায় বাঘে হরিণে এক সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে।

ধবলগিরি ও কৈলাসপর্ব্বতে যোগী ও দেবতার বাস।

নির্ব্বিকল্পসমাধি* হইতে যোগীদিগের, অণিমা মহিমা লঘিমা গরিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিত্ব ও বশিত্ব এই আট প্রকার সিদ্ধি † বা ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যাঁহার যত অধিক সময় নির্ব্বিকল্পসমাধি হয়, তাঁহার ততোধিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। নির্ব্বিকল্পসমাধিমগ্ন যোগীর দশসহস্র বৎসরও ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যোগীরা নির্ব্বিকল্পসমাধিতে থাকিয়াও অপরের আগমনাদি বার্ত্তা জানিতে পারেন। যোগীরা সঙ্কল্পবলে যে কোনও বস্তু রচনা করিতে পারেন। যোগীদিগের সঙ্কল্প দুই প্রকার; এক দৃঢ়, অপর অদৃঢ়। দৃঢ়সঙ্কল্প সত্যসঙ্কল্প নামে ও অদৃঢ়সঙ্কল্প মায়া-সঙ্কল্প নামে কথিত হয়। যোগীদিগের সত্যসঙ্কল্প-রচিত বস্তুগুলি চিরস্থায়ী হয়, আর মায়াসঙ্কল্প বা যোগমায়া-রচিত বস্তুগুলি অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যায়। আকাশাদি (আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী) পঞ্চভূত যোগীদিগের আজ্ঞাকারী হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

যোগীর শক্তি।

* সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া সূক্ষ্মদেহের ব্রহ্মতালুতে গিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লয়ের নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি।

† অণিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা।
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং চাষ্টসিদ্ধয়ঃ॥

ভিন্ন যোগীরা যোগসিদ্ধিবলে না করিতে পারেন, সংসারে এমন কোনও কার্য্য নাই। বিষয়সুখের তুলনায় অণিমাদি সিদ্ধির সুখ শ্রেষ্ঠ হইলেও সমাধিসুখের তুলনায় অতীব তুচ্ছ। এইজন্যই, যোগীরা অণিমাদির সুখে লিপ্ত হন না, সর্ব্বদাই সমাধিতে মগ্ন থাকেন। যোগীরা ইচ্ছা করিলে কল্প পর্য্যন্ত শরীর রাখিতে পারেন। যোগীরা ইচ্ছা করিয়া শরীর ত্যাগ না করিলে, তাঁহাদের শরীর পতন হয় না। যোগীরা ইচ্ছা করিয়া দেখা না দিলে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। যোগীরা পায়ে হাটিয়া কোথাও যান না, কোনও স্থানে যাইতে হইলে শূন্যমার্গে যাইয়া থাকেন। একজন যোগী আরও দুইজনকে সঙ্গে লইয়া শূন্যমার্গে গমনাগমন করিতে পারেন। যোগীরা সূক্ষ্মদেহ লইয়া গ্রহনক্ষত্রলোকে যাতায়াত করিতে পারেন। এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে যাইবার কালে যোগীদিগের উল্কাবেগের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন হইয়া থাকে। যোগীরা সূক্ষ্মদেহে এক মিনিটের মধ্যে পাঁচ কোটি মাইলেরও অধিক যাইতে পারেন। বহুদিনের যোগীরা স্থূলদেহ লইয়াও নক্ষত্রলোকে যাইতে পারেন। ধবলগিরিতে এমন অনেক প্রাচীন যোগী আছেন, যাঁহারা স্থূলদেহ লইয়া চন্দ্র-ধ্রুবাদি লোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

যোগীদিগের গমনাগমন।

লোকালয়ের আশ্রমের ন্যায় ধবলগিরির যোগীদিগের আশ্রম নয়, যোগীরা যে স্থানে থাকেন সেই স্থানই তাঁহাদের আশ্রম। যোগীরা আশ্রমের নীচে পাথরের মধ্যে থাকেন; কোন কোনও যোগী আশ্রমের উপরেও থাকেন। যোগীরা পাথরের মধ্য হইতে যখন আশ্রমের উপরে উঠেন, তখন পাথর ফাটিয়া ফাঁক্ হইয়া যায়, আবার ফাঁক্টী বুজিয়া গিয়া পাথরখানা যেরূপ সেইরূপই হইয়া থাকে। পৃথিবীর

যোগীদিগের আশ্রম।

উপর দিয়া গমনাগমনের ন্যায় যোগীরা পাথরের মধ্য দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারেন। যোগীরা কেহই কাহারও সঙ্গে বাস করেন না, একাকী বাস করিয়া থাকেন। ধবলগিরির সকল যোগীর আশ্রমেই একটী করিয়া ফলের গাছ আছে; কোন কোনও যোগীর আশ্রমে দুই তিনটীও আছে। যোগীরা সকলেই আপন আপন গাছের ফল খাইয়া থাকেন; কেহই অপর কাহারও গাছের ফল খান না। ধবলগিরিতে এমন ফলের গাছ আছে যে, তাহার একটী ফল খাইলে ছয় মাসের মধ্যে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে না। যোগীদিগের সমাধিভঙ্গ হইলেই ফল খাইতে হয়। সমাধিকালে মন ও প্রাণ লয় হয় বলিয়া মন ও প্রাণের ধর্ম্ম—ক্ষুৎপিপাসার অভাব হইয়া থাকে। অল্পদিনের যোগীরই ফল খাইতে হয়, বহুদিনের যোগীর কিছুই খাইতে হয় না।

যোগীদিগের আহার।

দেবতারাও স্ত্রীপুরুষের মৈথুন হইতে জন্মিয়া থাকেন। দেবতাদের আকৃতি মানুষের মত; তাঁহাদের রূপ অতি সুন্দর। দেবতারা সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। দেবতারা পাথরের নীচে সুরঙ্গের মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। মানুষের ন্যায় দেবতারাও স্বজনবর্গের সহিত বাস করেন। দেবতাদেরও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাদের শরীরে আকাশের অংশ অধিক বলিয়া দেবতাদের জরা ব্যাধি হয় না। দেবতাদের শরীর কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও কল্পক্ষয়ের পূর্ব্বে শরীর ত্যাগ করিতে পারেন না। দেবতারা শূন্য-পথে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দেবতাদেরও অণিমাদি সিদ্ধি আছে। যোগীদিগের ন্যায় দেবতাদের অণিমাদি

দেবতা।

দেবতার শক্তি।

সিদ্ধিগুলি নির্ব্বিকল্পসমাধি হইতে জাত নয়; তাঁহাদের সিদ্ধিগুলি স্বভাবজাত অর্থাৎ জন্ম হইতে প্রাপ্ত। দেবতাদের অণিমাদি শক্তির সীমা আছে। দেবতাদের অণিমাদি শক্তি নির্ব্বিকল্পসমাধি হইতে জন্মে না বলিয়া দেবতাদের অণিমাদি শক্তির বৃদ্ধি হয় না। যোগীদিগের অণিমাদি শক্তির সীমা নাই। যোগীদিগের অণিমাদি শক্তি নির্ব্বিকল্পসমাধি হইতে জন্মে বলিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দেবতারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ভ্রমণ করিতে পারেন; তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় গ্রহ-নক্ষত্রাদি লোকে যাইতে পারেন না। দেবতাদের নির্ব্বিকল্পসমাধি হয় না। নির্ব্বিকল্পসমাধি ভিন্ন স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহকে বাহির করিবার ক্ষমতা জন্মে না বলিয়া দেবতারা যোগীদিগের ন্যায় স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহকে বাহির করিতে পারেন না। যোগীরা দেবতাদের অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারেন; দেবতারা যোগীদিগের অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারেন না। যোগীরা ইচ্ছা করিয়া দেখা না দিলে দেবতারাও তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না। দেবতারা ভোগী, যোগীরা বিরাগী; দেবতারা মায়া-বদ্ধ জীব, যোগীরা মায়া-মুক্ত মহাপুরুষ। যোগীরা দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ।

দেবতা ও যোগীর মধ্যে প্রভেদ।

যে ব্যক্তিকে মেস্‌মেরিজম্ করা হয় তাহাকে মীডিয়ম্ বলে। যে ব্যক্তি মেস্‌মেরিজম্ করে তাহাকে মেস্‌মেরাইজকারী বলে। মেস্‌মেরিজম্ দ্বারা মীডিয়মের মনোময়কোষ স্থূল-দেহ হইতে বাহির হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। মীডিয়মের মনোময়কোষকে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ বলা হয়। বস্তুতঃ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষই সূক্ষ্ম-

মীডিয়ম্।

দেহের প্রকৃত স্বরূপ। মেস্‌মেরিজমের শক্তি দ্বারা সূক্ষ্মদেহের প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়কোষ স্থূলদেহ হইতে বাহির হইতে পারে না, কেবলমাত্র মনোময়কোষই বাহির হইয়া থাকে। এই মনোময়-কোষই মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ বা মনোময়কোষের ছায়ার ন্যায় সূক্ষ্ম আকার আছে এবং সূক্ষ্মদেহে স্থূলদেহের অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আছে। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহটী একটী ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় দেখাইয়া থাকে। যোগী, দেবতা ও প্রেতাত্মা ভিন্ন অপর কেহই মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে দেখিতে পায় না। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে, চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেখা শুনা প্রভৃতি কার্য্যগুলি হয়। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে প্রাণময়-কোষ না থাকায় হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলি হয় না। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ তড়িদ্বেগে শূন্যমার্গে গমনাগমন করিয়া থাকে। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ বা মনোময়কোষের শূন্যমার্গে ভ্রমণকালে মীডিয়মের বিজ্ঞানময়কাষের সহিত মনোময়কোষের বৃত্তির (মনের বৃত্তি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তির) সংযোগ থাকে। মীডিয়মের মনোময়কোষ পাঁচ কোটি মাইল দূরে গেলেও, বিজ্ঞানময়কোষের সহিত মনোময়-কোষের বৃত্তির সংযোগ থাকে বলিয়া মীডিয়মের মনোময়কোষ পাঁচ কোটি মাইল দূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখিতে পায়। সেই প্রকার, মীডিয়মের মনোময়কোষ পাঁচ কোটি মাইল দূরের শব্দ স্পর্শ রস ও গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। মনোময়কোষও যাহা অনুভব করে, বিজ্ঞানময়কোষও তাহা অনুভব করে। বিজ্ঞানময়-কোষের বৃত্তির (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তির) সংযোগ ভিন্ন মনোময়কোষ কিছুই দেখিতে শুনিতে পারে না এবং মনোময়কোষের বৃত্তির সংযোগ ভিন্ন বিজ্ঞানময়কোষও কিছুই দেখিতে শুনিতে পারে না। বিজ্ঞানময় ও মনোময় এই উভয়

মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ।

কোষের সংযোগেই দেখাশুনা প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে, এক কোষের অভাবে কোনই কার্য্য হয় না। মীডিয়মের বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়-কোষ বা সূক্ষ্মদেহের কার্য্য-কলাপের দ্রষ্টারূপে থাকে। মীডিয়মের মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষের অধীন থাকে, আর বিজ্ঞানময়কোষ মেস্‌মেরাইজকারীর আদেশাধীন থাকে।

মেস্‌মেরাইজকারী মীডিয়ম্‌কে পরিচালনা করে। (মীডিয়ম্ শব্দ মীডিয়মের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বোধক।) মীডিয়ম্ যাহা কিছু দেখে শুনে, তাহা স্বভাবতঃই মেস্‌মেরাইজকারীকে বলিয়া থাকে। মীডিয়ম্ মেস্‌মেরাইজকারীর বশীভূত বলিয়া মীডিয়ম্ যাহা কিছু দেখে বা শুনে, তাহা মেস্‌মেরাইজকারীকে না বলিয়া থাকিতে পারে না। মেস্‌মেরাইজকারীর প্রেরণায়ই মীডিয়ম্ যোগী বা প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে অর্থাৎ মেস্‌মেরাইজকারী মীডিয়ম্‌কে যাহা বলিতে বলে, মীডিয়ম্ তাহাই যোগী বা প্রেতাত্মাকে বলিয়া থাকে। মেস্‌মেরাইজকারীর প্রেরণা ভিন্ন মীডিয়ম্‌কে কদাচিৎ কোন [illegible]ার উত্তর দিতেও দেখা যায়।

মীডিয়ম্ দ্বারা কথোপকথন।

মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না বলিয়া মীডিয়ম্ সূক্ষ্মদেহে বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না; মীডিয়ম্ মনোবৃত্তিদ্বারা যোগী বা প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। মীডিয়ম্ সমভাষাবিৎ যোগী বা প্রেতাত্মার কথা শ্রবণ করিয়া বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় মেস্‌মেরাইজকারীকে বলিয়া থাকে। এবং মেস্‌মেরাইজকারীর কথা শ্রবণ করিয়া মনোবৃত্তি দ্বারা যোগী বা প্রেতাত্মাকে বলিয়া থাকে। মীডিয়ম্ অন্যভাষাবিতের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া অন্যভাষাবিৎ যোগী বা প্রেতাত্মারা মনোবৃত্তি দ্বারা মীডিয়ম্‌কে তাঁহাদের মনের কথা বলিয়া থাকেন। মীডিয়ম্

মনোবৃত্তি সংযোগে তাঁহাদের মনের কথা ধারণ করিয়া বাগ্দ্বারা আপনভাষায় মেস্‌মেরাইজকারীকে বলিয়া থাকে। সকল ভাষাবিত্তের মনোগত ভাষার স্বরূপ এক বলিয়া মীডিয়ম্ মনোবৃত্তি সংযোগে অন্যভাষাবিৎ যোগী বা প্রেতাত্মার কথা ধারণ করিয়া বুঝিতে সক্ষম হয় এবং অন্যভাষাবিৎ যোগী বা প্রেতাত্মাও মনোবৃত্তি সংযোগে মীডিয়মের কথা ধারণ করিয়া বুঝিতে সক্ষম হন। মীডিয়ম্ দ্বিভাষীবৎ মেস্‌মেরাইজকারী ও যোগী বা প্রেতাত্মার মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তার আদানপ্রদান করিয়া থাকে। এইরূপেই মীডিয়ম্ দ্বারা যোগী বা প্রেতাত্মার সহিত মেস্‌মেরাইজকারীর কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মীডিয়ম্ * মেস্‌মেরাইজকারীর একটী চেতন যন্ত্র বিশেষ।

মীডিয়মরূপ যন্ত্র।

মীডিয়ম্‌রূপ যন্ত্র দ্বারা মেস্‌মেরাইজকারী দেখে শুনে ও বলে। মীডিয়ম্‌রূপ যন্ত্র দ্বারা মেস্‌মেরাইজকারী পাঁচ কোটি মাইল দূরের কথাটিও এক সেকেণ্ডের অষ্টমাংশের মধ্যে শুনিতে পায়। মীডিয়ম্‌রূপ যন্ত্র দ্বারা মেস্‌মেরাইজকারী পাঁচ কোটি মাইল দূরের যোগীর সঙ্গেও পার্শ্বস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। যেমন, তারহীন-টেলিগ্রাফ্‌বিৎ তারহীন-যন্ত্র দ্বারা দেখে শুনে ও বলে; সেইরূপ, মেস্‌মেরাইজকারী মীডিয়ম্‌রূপ যন্ত্র দ্বারা দেখে শুনে ও বলে। তারহীন-টেলিগ্রাফ্‌বিত্তের যন্ত্রটি জড়, আর মেস্‌মেরাইজকারীর যন্ত্রটি চেতন। জড়-যন্ত্র দ্বারা দেখিতে শুনিতে ও বলিতে পারিলে, চেতন-যন্ত্র দ্বারা দেখিবে শুনিবে ও বলিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

---

* মীডিয়মের বিশেষ বিজ্ঞান মৎকৃত প্রেতদর্শনে দেখ।

লোকমুখে শুনিতে পাইতাম, যোগীরা পাহাড়ে পর্ব্বতে থাকেন। এ কথায় আমারও বিশ্বাস হইত। আমি মাঝে মাঝে মীডিয়ম্‌কে পাহাড়ে পর্ব্বতে পাঠাইয়া যোগীদিগের অনুসন্ধান করিতাম। আমি ইংরেজী ১৯১২ সালের ২৮শে মে তারিখে মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরি পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ ধবলগিরি গিয়া ধবলগিরিপর্ব্বতের দৃশ্য বর্ণনা করিলে পর, আমি মীডিয়ম্‌কে কোনও যোগীর খোঁজ করিতে বলিলাম। মীডিয়ম্ খুঁজিয়া বলিল "একজন মানুষ দেখা যাইতেছে; তাঁহার একপার্শ্বে আগুন জ্বলিতেছে।" আমি মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাঁহাকে দেখিতেছ, তিনি মানুষ কি প্রেতাত্মা?" মীডিয়ম্ বলিল, "প্রেতাত্মা নয়, মানুষ। কারণ, তাঁহার সাম্‌নে আগুন জ্বলিতেছে। প্রেতাত্মারা আগুনের কাছে থাকে না।" আমি মীডিয়ম্‌কে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিলাম। মীডিয়ম্ তাঁহার নিকটে গেল। তিনি মীডিয়ম্‌কে সূক্ষ্মদেহে যাইতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিয়া আসিলে?" মীডিয়ম্ তাঁহাকে বলিল "একজনে বিজ্ঞানবলে আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি যোগবলে অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।" সেই ব্যক্তি মীডিয়মের সহিত আলাপ করিতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই ব্যক্তি সাধারণ পুরুষ নয়, একজন যোগী হইবেন। কেননা, যোগী ভিন্ন সাধারণ লোকে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে না; এমন কি, মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে দেখিতেও পায় না।

সূত্রপাত।

মীডিয়ম্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভারতবর্ষে যাইয়া আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন কি না?" তিনি বলিলেন, "আমি যোগবলে স্থূলদেহ লইয়া দুইশত মাইলের অধিক যাইতে পারি না।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বয়স কত?" তিনি বলিলেন,

"আমার বয়স ৩২ বৎসর; এখানে তিন বৎসর যাবৎ আছি।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "তিন বৎসরে এত উন্নতি হওয়া সম্ভব কি?" তিনি বলিলেন, "এখানে আসার পূর্ব্বেও আমি অনেকদিন হইতে যোগাভ্যাস করিতাম। অদ্য যাও, প্রত্যহ আসিও।" আমি মীডিয়ম্‌কে বলিলাম, "মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আস।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

মহাত্মা রজনীকুমার।

এই মহাত্মার গৃহাশ্রমের নাম, রজনীকুমার দাস। ক্ষত্রিয়কুলে ইঁহার জন্ম হয়; ইঁহার জন্মস্থান, কালিবন। গ্রাম কালিবন যে বঙ্গদেশের কোন্ জিলার অন্তর্গত, তাহা বলিতে পারিলাম না। মহাত্মা রজনীকুমার ধবলগিরির যোগীদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ যোগী। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরির নানাস্থানের দৃশ্য দেখাইতেন এবং ধবলগিরির যোগীদিগের সঙ্গে মীডিয়মকে পরিচয় করাইয়া দিতেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়ম্‌কে যোগীদিগের সঙ্গে দেখা না করাইয়া দিলে মীডিয়ম্ কোনও যোগীর সঙ্গে দেখা করিতে পারিত না। মহাত্মা রজনীকুমারের অনুগ্রহেই আমরা ধবলগিরির ৩৩ জন যোগী ও তিন জন যোগিনীর দেখা পাই। আমরা ইং ১৯১২ সালের ২৮শে মে হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মহাত্মা রজনীকুমারের সঙ্গ-সুখ লাভ করি। তাঁহার উদারতার গুণে এই তিন মাসের মধ্যে ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই পরে বলা যাইতেছে।

২৯শে মে মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরিতে মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে গিয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিল। মহাত্মা তাঁহার কথামত মীডিয়ম্‌কে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে শূন্যপথ দিয়া একটী স্থানে লইয়া গিয়া দুইটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখাইলেন। মূর্ত্তি দুইটীর এত তেজঃ যে, মূর্ত্তি দুইটীর দিকে তাকাইতেই মীডিয়মের চক্ষুঃ ঝলসিয়া গেল; মীডিয়ম্ আর মূর্ত্তি দুইটীর দিকে তাকাইতে পারিল না। মূর্ত্তি দুইটী দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অস্থ যাও।" আমি মীডিয়ম্‌কে চলিয়া আসিতে বলিলাম। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

ধবলগিরিতে দুইটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি।

৩০শে মে মীডিয়ম্‌কে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মার আশ্রমে সুন্দর একটী ফলের গাছ আছে। গাছটীর পাতা ছুঁচকাণা, ফল সাদা। মহাত্মা সেই গাছের ফল খাইয়া থাকেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া আকাশ-পথে * তাঁহার আশ্রম হইতে কয়েক মাইল দূরে একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে মীডিয়ম্‌কে একটী শিবের মূর্ত্তি দেখাইলেন। শিবের মূর্ত্তির সাম্‌নে একটী ষাঁড়ের মূর্ত্তি আছে। শিবের মূর্ত্তিটী লিঙ্গমূর্ত্তি নয়, মানবাকারমূর্ত্তি। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে শিবের মূর্ত্তিটীকে প্রণাম করিতে বলিলেন। মীডিয়ম্ শিবের মূর্ত্তিটীকে

ধবলগিরিতে শিবের মূর্ত্তি।

---

* মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরির দৃশ্য দেখাইবার সময়ে, তিনি স্থূলশরীরেই মীডিয়ম্‌কে লইয়া শূন্য-পথে গমনাগমন করিতেন।

প্রণাম করিল। পরে, মাহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

মহাত্মা ও মীডিয়ম্‌ আসিয়া আশ্রমের উপরে দাঁড়াইতেই মহাত্মার সাম্‌নে দিয়া পাথর ফাটিয়া ফাঁক্‌ হইয়া গেল। মহাত্মা ফাঁকের মধ্য দিয়া পাথরের নীচে গেলেন। মহাত্মা নীচে যাইতেই ফাঁক্‌টী বুজিয়া গেল। আবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পাথর ফাটিয়া ফাঁক্‌ হইল। মহাত্মা ফাঁকের মধ্য দিয়া আসিয়া আশ্রমের উপরে উঠিলেন। মহাত্মা উপরে উঠিতেই ফাঁক্‌টী বুজিয়া গিয়া পাথরখানা যেমন ছিল তেমনই হইয়া রহিল। মীডিয়ম্‌ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পাথরের নীচে কেন গিয়াছিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "নীচে দেবতারা আছেন, তাঁহাদের নিকটে হুকুম লইতে গিয়াছিলাম—তোমাকে ধবলগিরির সব বস্তু দেখাইতে পারিব কি না। তোমাকে সব দেখাইতে পারিব।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্‌ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রম হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরির বস্তু দেখাইতে দেবতার আদেশ।

৩১শে মে মীডিয়ম্‌ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্‌ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন কি না?" মহাত্মা বলিলেন, "যিনি তোমাকে পাঠান, তাঁহার কথা ও তাঁহার সঙ্গিগণের * কথা বলিতে পারি।" আমরা মহাত্মা রজনীকুমারকে আমাদের অতীত

---

* আমার কয়েকজন বন্ধু প্রত্যহ আমার সঙ্গে মেস্‌মেরিক্‌-বৈঠকে বসিত।

ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিলাম। তিনি তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন।

তারপর মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ৬ মাইল দূরে একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে মীডিয়ম্‌কে ৬০০ হাত লম্বা একটী বস্তু দেখাইলেন। বস্তুটী দেখিতে সাঁপের মত, উহার মুখটী মানুষের মুখের মত। মুখটী চক্‌মক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখানে একজন ইংরেজ পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। এইটী যে কি বস্তু তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। তিনি এই বস্তুটীকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতে পারেন নাই, কেহ পারিবেও না।"

ধবলগিরিতে সাঁপের ন্যায় একটা বস্তু।

ইংরেজ-পরিব্রাজকের ধবলগিরি হইতে বস্তু আনিবার চেষ্টা।

মহাত্মা মীডিয়মকে বস্তুটী দেখাইয়া একজন যোগীর আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই যোগী পর্ব্বতগুহার মধ্যে পাথরের খোদান ঘরে থাকেন। তাঁহার বয়স শত বৎসরের অধিক; তিনি বাঙ্গালী। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আগামী কল্য এই সাধুর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করাইয়া দিব। আলাপ করাইবার পূর্ব্বে ইঁহার হুকুম লইতে হইবে। সাধুকে প্রণাম কর।" মীডিয়ম্ সেই বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া সেই বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

বাঙ্গালী মহাত্মা।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "প্রত্যহ ১২ মিনিটের মধ্যে তোমাকে দুইটী নূতন স্থান দেখাইব। তোমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, জল খাও।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে সাত গণ্ডূষ জল খাওয়াইলেন। মীডিয়ম্ যখন জল খাইতে ছিল

তখন মীডিয়মের স্থূলদেহেও ঢোক্ গিলিতে দেখা গেল। জল খাইয়া মীডিয়মের শরীর খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অদ্য যাও।" মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১লা জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া, গতকল্য যে বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালী-মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। বাঙ্গালী-মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। তিনি মীডিয়ম্‌কে বর্ত্তমান ভারতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মীডিয়ম্ তাঁহাকে ইংরেজ-রাজত্বের কথা কিছু বলিল। তিনি বলিলেন, "ইংরেজ-রাজত্ব আর বেশীদিন * নয়, সাড়ে তিন শত বৎসর আছে। পরে, বাঙ্গালীরাই ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করিবে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল † "আপনি ভারতে গিয়া আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন কি না?" তিনি বলিলেন "আগে কিছু দেখে শুনে নেও, পরে যাওয়া যাইবে। অদ্য যাও।"

ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব।

---

* যোগীদিগের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর হইল মুসলমানেরা ভারতে আসিয়াছে। কাজেই, ভারতবর্ষ দুই হাজার বৎসর হইতে পরাধীন হইয়াছে। অতএব, দুই হাজার বৎসরের তুলনায় সাড়ে তিন শত বৎসর বেশী দিন নয়।

† আমিই মীডিয়ম্ দ্বারা যোগীদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিতাম। আমি মীডিয়ম্‌কে যাহা বলিতে বলিতাম, মীডিয়ম্ তাহাই যোগীদিগকে বলিত। ভাষার শৃঙ্খলা ও সাধারণের গ্রন্থবোধের সুবিধার জন্য মীডিয়মকে মুখ্য করিয়া "মীডিয়ম্ বলিল" বলিয়া লেখা হইল।

মহাত্মা রজনীকুমার বাঙ্গালী-মহাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়মকে লইয়া অন্য একটী স্থানে গেলেন। সেইস্থানে একটী ছোট পুকুর আছে। চারিদিক্ হইতে বরফ-গলা-জল আসিয়া পুকুরের মধ্যে পড়িতেছে। পুকুরের এক পারে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি পাখী বসিয়া রহিয়াছে। পাখীগুলি খুব বড় বড়; এক একটী ওজনে প্রায় আধ মণ করিয়া হইবে।

ধবলগিরিতে বড় বড় পাখী।

মহাত্মা পুকুরের পারে একখানা খড়ের আসনের উপরে পদ্মাসনে বসিলেন এবং মীডিয়মকে তাঁহার এক পার্শ্বে বসাইলেন। পরে, মহাত্মা চোখ বুজিয়া শূন্যমার্গে মীডিয়মকে লইয়া পুকুর-পার হইতে তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। মহাত্মা আশ্রমে আসিলে পর মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "প্রেতলোকের একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী প্রেতাত্মা আপনাকে দেখিতে চাহেন; আপনি আদেশ দিলে, তাঁহাদিগকে একদিন আপনার কাছে লইয়া আসিতে পারি।" মহাত্মা বলিলেন "আজকাল নয়, সময় মত বলিব। আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া কতক-দূর শূন্যে উঠিয়া মীডিয়মকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ অতি বেগে আসিয়া স্থূলদেহে প্রবেশ করিল। প্রবেশকালে সূক্ষ্মদেহের ধাক্কা লাগিয়া মীডিয়মের স্থূলদেহ চম্‌কিয়া উঠিল।

২রা জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া বাঙ্গালী-মহাত্মার নিকটে গেলেন। বাঙ্গালী-মহাত্মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া একটী সাঁপ্ বাহির করিলেন এবং মীডিয়মের মাথায় হাত দিয়া আর একটী সাঁপ বাহির করিলেন। পরে মীডিয়মের গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার

সব ব্যাধি বাহির করিয়া দেওয়া হইল।" বাঙ্গালী-মহাত্মা যখন মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে হাত বুলাইতেছিলেন, তখন মীডিয়মের স্থূলদেহ শিহরিয়া উঠিয়া ছিল। বাঙ্গালী-মহাত্মা মীডিয়মের হাতে একটী শ্বেতপাথরের হনুমানমূর্ত্তি দিলেন। মীডিয়ম্ মূর্ত্তিটী হাতে লইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইটী কি?" তিনি বলিলেন, "যখন তোমাদের নিকটে যাইব তখন এই মূর্ত্তিতে যাইব।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা কি করিয়া বুঝিব যে, আপনি এই মূর্ত্তি ধরিয়া গিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আগে কোন প্রকার নিশানা দিয়া জানাইব। অদ্য যাও।"

ধবলগিরিতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি।

মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়ম্‌কে বাঙ্গালী-মহাত্মার আশ্রম হইতে ৯ মাইল দূরে একটী স্থানে লইয়া গেলেন। সেইস্থানে একখানা স্বচ্ছ পাথরের উপরে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি আঁকা আছে। রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তির নিকটে সুন্দর একটী গাছ আছে; গাছের উপরে সুন্দর সুন্দর দুইটী পাখী বসিয়া রহিয়াছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "সত্যযুগে এখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়াছিলেন, দ্বাপরে তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।" (অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ ধবলগিরিতে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হন, কোনও যোনি হইতে উৎপন্ন হন নাই। তিনি সত্য ও ত্রেতাযুগে ধবলগিরিতে তপস্যা করেন, দ্বাপরে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে লীলা করেন।) মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীকৃষ্ণ মানুষ কি ভগবান্?" মহাত্মা বলিলেন, "যোগবলে সকলেই ভগবান্ হইতে পারে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কত সাধু মহাত্মা আছেন?" মহাত্মা বলিলেন "অনেক আছেন, ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে। আগে উপর দেখাইব, পরে নীচে দেখাইব।" (অর্থাৎ মহাত্মা প্রথমতঃ মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরিপর্ব্বতের উপরের বস্তু দেখাইবেন

পরে পাথরের নীচের বস্তু দেখাইবেন।) মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "পাথরের নীচেও কি পূর্ব্বেকালের লোক আছেন?" মহাত্মা বলিলেন, "অনেক আছেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "অশ্বত্থমা আছেন কি?" মহাত্মা বলিলেন, "তিনি অমর, তিনিও আছেন; পরে সব দেখিতে পাইবে।" এই কথার পর মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে প্রাচীনকালের লোক।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর,—তোমাকে কিছু খাওয়াইব কি না?" মহাত্মার এ কথা মীডিয়ম্ আমাকে জানাইল। আমি মীডিয়ম্‌কে বলিলাম, "মহাত্মা তোমাকে খুব খাওয়াইতে পারেন।" মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে এক টুক্‌রা শিকড় খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ শিকড়ের একটু খাইয়া বলিল, "বড়ই মিষ্ট, আর খাইতে পারিতেছি না।" মহাত্মা বলিলেন, "বাকীটুক্ রাখিয়া দাও।" মীডিয়ম্ শিকড়ের টুক্‌রাটী পাথরের উপরে রাখিয়া দিয়া মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই শিকড়ের কি গুণ?" মহাত্মা বলিলেন, "ইহাতে খুব শক্তি বাড়ে।" মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে কয়েক কোষ জল খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ একটী ঘটী বাহির করিলেন। সেই ঘটীর মধ্যে মীডিয়ম্‌কে ভরিয়া বলিলেন, "যখন ঘটীটি ভাঙ্গিয়া দিব তখন তুমি চলিয়া যাইবে।" মহাত্মা ঘটীটি পাথরের উপরে ফেলিয়া দিলেন। ঘটীটি ভাঙ্গিয়া গিয়া পাথরের সঙ্গে মিশিয়া গেল। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৩রা জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে যাইতেছিল। মীডিয়ম্ কিছুদূর গেলে পর, মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে

তাঁহার কোলে বসাইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া খরম পায়ে দিলেন। খরমের বৌলা নাই তথাপি তাঁহার পায়ে দিতেই লাগিয়া রহিল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধবলগিরি হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "এখানে সাধারণ লোক আসিতে পারে না বলিয়া তিনি লোকশিক্ষার জন্য বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।"

ধবলগিরিতে দুর্গামূর্ত্তি।

মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ৯ মাইল দূরে একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে একটী দুর্গামূর্ত্তি আছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দুর্গামূর্ত্তিটী দেখাইয়া বলিলেন, "তোমরা যে দেবীর পূজা কর, এইটী সেই দেবীর মূর্ত্তি।" হঠাৎ দুর্গামূর্ত্তিটী ঘুরিতে লাগিল এবং এপাশে ওপাশে যাইতে লাগিল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তর মূর্ত্তিটী কি প্রকারে চলিতেছে? ইহার কি জীবন আছে?" মহাত্মা বলিলেন, "না, আমি যোগবলে মূর্ত্তিটীকে ঘুরাইতেছি।" দুর্গামূর্ত্তিটীর নিকটে তালগাছের ন্যায় তিনটী গাছ আছে। গাছ তিনটীর ডাল নাই, বড় বড় পাতা আছে। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই গাছের কি গুণ?" মহাত্মা বলিলেন, "যিনি এখানে থাকেন, তিনি এই গাছ তিনটীর ফল খাইয়া থাকেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "সকল যোগীরই কি ফলের গাছ আছে?" মহাত্মা বলিলেন, "হাঁ, সকলেরই আলাদা আলাদা ফলের গাছ আছে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যিনি থাকেন তিনি কোথায়?" মহাত্মা বলিলেন, "তিনি নীচে আছেন। আগামী কল্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার বয়স কত?" মহাত্মা বলিলেন, "সোয়াশ' বছর, তিনি হিন্দুস্থানী।" এই কথার পর,

মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে একটী বরফাবৃত স্থানে লইয়া গেলেন। সেইস্থানে রাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে, আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। স্ত্রীমূর্ত্তিটীর বগল পর্য্যন্ত পাথরের নীচে আছে, বগলের উপরের ভাগ দেখা যাইতেছে। স্ত্রীমূর্ত্তিটী রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে হাত যোড় করিয়া আছে। হঠাৎ স্ত্রীমূর্ত্তিটী পাথরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার পাথরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মহাত্মা ইহাও যোগবলে দেখাইলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সমস্ত মূর্ত্তি কে তৈয়ারী করিয়াছে?" মহাত্মা বলিলেন, "আপনা হইতেই হইয়া রহিয়াছে।" এই কথার পর মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর—তোমাকে ফল খাওয়াইব কি না?" মহাত্মার এই কথা মীডিয়ম্ আমাকে জানাইতে, আমি মীডিয়মকে বলিলাম, "মহাত্মা তোমাকে যাহা খাইতে দিবেন, তাহাই তুমি খাইতে পার।" আমার এই কথায় মহাত্মা একটু হাঁসিয়া মীডিয়মকে কয়েকটী ছোট ছোট ফল খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ পাঁচটী ফল খাইল, * আর বেশী খাইতে পারিল না। ফল খাইবার সময়ে মীডিয়মের স্থূলদেহেও ওষ্ঠ নড়া চিবান ঢোক্‌গিলা প্রভৃতি খাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ফলের কি গুণ?" মহাত্মা

যোগীর শক্তি বলে মীডিয়মের ফল খাওয়া।

---

* মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ কোনও বস্তু ধরিতে বা খাইতে পারে না। কিন্তু, যোগীদিগের যোগশক্তি বলে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ যে কোন বস্তু ধরিতে ও খাইতে পারিত। মীডিয়ম্ যখন সূক্ষ্মদেহে ফলমূলাদি খাইত, তখন

বলিলেন, "তুমি নিজেই ইহার গুণ বুঝিতে পারিবে।" ফল খাইয়া মীডিয়মের শরীর খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়মকে (মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে) একটী পাখী তৈয়ারী করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি বসিবে (অর্থাৎ স্থূলশরীরে প্রবেশ করিবে) তখন মানুষ হইয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা পাখীটিকে উড়াইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ পাখীরূপে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল। স্থূল-শরীরে প্রবেশকালে মীডিয়ম্ একটু চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল, "পাখী নাই।" পরে মীডিয়ম্‌কে মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলাম।

৪ঠা জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে যাইতেছিল। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রম হইতে ৫ মাইল দূরে থাকিতেই মহাত্মা তাঁহার আশ্রম হইতে হাত বাড়াইয়া * মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পদ্মাসন করাইয়া বলিলেন, "আগে আগে চল।" মীডিয়ম্ পদ্মাসনে বসিয়া আগে আগে শূন্যমার্গে যাইতে লাগিল। মহাত্মা পদ্মাসনে বসিয়া মীডিয়মের পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন। এই ভাবে গিয়া

হিন্দুস্থানী মহাত্মা।

মহাত্মা ও মীডিয়ম্ গতকল্য মহাত্মা যে হিন্দুস্থানী যোগীর সঙ্গে মীডিয়ম্‌কে দেখা করাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, সেই হিন্দুস্থানী যোগীর আশ্রমে পৌছিল। সেই হিন্দুস্থানী মহাত্মা তাঁহার আশ্রমের উপরে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

মীডিয়মের স্থূলদেহে, ওষ্ঠ নড়া চিবান ঢোক্‌গিলা প্রভৃতি খাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহের খাওয়ায় মীডিয়মের স্থূলদেহেরও পুষ্টিসাধন হইত।

* যোগসিদ্ধি বলে মহাত্মা রজনীকুমার তাঁহার হাত পাঁচ মাইল লম্বা করিয়াছিলেন।

তাঁহার মাথার উপরে একটী সাঁপ ফণা বিস্তার করিয়া আছে। তাঁহার মাথা হইতে ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। মীডিয়ম্ হিন্দুস্থানী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। হিন্দুস্থানী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।" হিন্দুস্থানী মহাত্মা বলিলেন, "আর কি চাও? ভারতের খবর কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "আজকাল ভারতে ইংরেজের রাজত্ব। হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইতেছে, ভারতের বড়ই দুরবস্থা।" হিন্দুস্থানী মহাত্মা বলিলেন, "আর বেশী দিন নয়, ৪০০ শত বৎসরের মধ্যেই হিন্দুর রাজত্ব হইবে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভারতে গিয়া আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন কি না?" হিন্দুস্থানী মহাত্মা বলিলেন, "পারি।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাইবেন?" হিন্দুস্থানী মহাত্মা বলিলেন, "যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন যাইব।" এই কথা বলিয়া হিন্দুস্থানী মহাত্মা পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি নীচে গেলেন কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "তিনি নীচেই থাকেন, তোমাকে দেখা দিবার জন্যই উপরে উঠিয়াছিলেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি নীচে থাকেন কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "যাঁহারা বহুকাল যাবৎ আছেন তাঁহারা নীচেই থাকেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "নীচে কত আছেন?" মহাত্মা বলিলেন, "বহু আছেন, ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া হিন্দুস্থানী মহাত্মার আশ্রম হইতে অন্য একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে একটী ঝরণা আছে। ঝরণার জল নীচের দিকে বহিয়া যাইতেছে। ঝরণার ধারে কয়েকটী পক্ষিজাতীয়

ভারতে হিন্দুর রাজত্ব।

ধবলগিরিতে পক্ষিজাতীয় পৈশাচী।

পৈরী * আছে। পৈরীগুলি দেখিতে ছোট ছোট মানুষের মত। উহাদের পাখীর ডানার ন্যায় দুইটী করিয়া ডানা আছে। উহারা উড়িতে পারে এবং নাচিতেও পারে। পৈরীগুলি দেখিয়া মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইগুলি কি?" মহাত্মা বলিলেন, "পৈরী।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে একটী দিতে পারেন কি?" মহাত্মা বলিলেন, "না, ইহারা শোভার জন্য রহিয়াছে।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিলেন পর, মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "আপনারা আমাদিগকে যাহা দেখাইতেছেন তাহা লোকের নিকট বলিলে. লোকে আমাদিগকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দেয় ও আমাদিগকে পাগল বলে।" মহাত্মা বলিলেন, "এই প্রকার যাহারা বলে, তাহারা মূর্খ; তাহারা সংসারের কিছুই জানে না। কতকগুলি বই পড়িলেই বিদ্বান হয় না। তোমরা এই সব প্রকাশ করিতে পার, ইহাতে লোকের অনেক উপকার হইবে। তোমাদিগকে তিন বৎসর দেখাইব। যাহা দেখিতেছ তাহা লিখিয়া রাখিও।" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনারা থাকিতে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের এত দুরবস্থা হইতেছে কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "সময় আসিতেছে, সমস্ত পৃথিবীতে একধর্ম্ম স্থাপন করিব, কিছু সময়

সমস্ত পৃথিবীতে একধর্ম্ম।

---

* এই পক্ষিজাতীয় পৈরী ভিন্ন আরও এক প্রকারের পৈরী আছে, তাহারা অপদেবতা। তাহাদের আকৃতি অবিকল মানুষের ন্যায়, তাহাদের রূপ অত্যন্ত সুন্দর। মানুষের মত তাহারা কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। তাহাদের শূন্যপথে ভ্রমণাদি কতকগুলি অলৌকিক শক্তি আছে। তাহারা পাহাড়ে পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

বাকী * আছে। মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদিগকে (অর্থাৎ স্থূলশরীর সহ মীডিয়ম্‌কে ও আমাকে) ধবলগিরিতে লইয়া আসিতে পারেন কি না?" মহাত্মা বলিলেন, "আমি রাস্তা বলিয়া দিতে পারি। আমি দার্জ্জিলিং হইয়া আসিয়াছিলাম। সময় মত বলিয়া দিব।—তোমরা ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের দেখা পায় নাই। তোমরা বিবাহ করিও না, তাহা হইলে আর আমাদের দেখা পাইবে না। তোমাদের কর্ম্মফল কোনও অংশে খারাপ থাকিলে, ভাল করিয়া দিব।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়মের হাত পা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কাছিমের হাত-পা করিয়া মীডিয়ম্‌কে একটী কাছিম তৈয়ারী করিলেন। পরে একটী ঝরণা রচনা করিয়া সেই ঝরণার জলে কাছিমটীকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ঘরে যাইবা মাত্র মানুষ হইয়া যাইবে।" মীডিয়ম্ কচ্ছপরূপে ঝরণার জলের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। মেস্‌মেরিক্ বৈঠকঘরে আসিবা মাত্র মীডিয়ম্ "কাছিম নাই" বলিয়া চম্‌কিয়া উঠিল। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহে প্রবেশ করিলে পর, মীডিয়ম্‌কে মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলাম।

৫ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; ৯ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া

---

* ইংরেজী ২৩০০ সালে ধবলগিরি হইতে কয়েকজন মহাপুরুষ লোকালয়ে আসিবেন। সেই সময়ে ইংরেজ ফরাসী চীনা জাপানী মুসলমান প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত জাতিই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। তখন সমস্ত পৃথিবীতে এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মমতই থাকিবে না। সমস্ত পৃথিবীতে একধর্ম্ম হইতে এখনও ৩৭৫ বৎসর বাকী আছে।

গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া একটী ফুলের ঠোঙ্গা (ফুলের পাঁপ্‌ড়ি রচিত দোনা) হইতে মীডিয়মকে মধু খাইতে দিয়া বলিলেন, "ইহা ভারতবর্ষের মধু, এখানে মধু হয় না।" মীডিয়ম্ মধু খাইলে পর, মীডিয়মের মুখে শূন্য হইতে জল পড়িতে লাগিল। মীডিয়ম্ হা করিয়া জল খাইল। পরে মহাত্মা মীডিয়মকে একখানা আসনে বসাইয়া মীডিয়মকে আগে আগে যাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ শূন্যপথে আগে আগে যাইতে লাগিল। মহাত্মা একখানা আসনে বসিয়া, মীডিয়ম্ হইতে একটু নীচে থাকিয়া মীডিয়মের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে গিয়া মীডিয়ম্ ও মহাত্মা একটী পুকুর-পারে দাঁড়াইলেন। সেই পুকুরের পশ্চিম পারে সুন্দর সুন্দর দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটীর মধ্যে সুন্দর সুন্দর দুইটী মূর্ত্তি আছে। একটী লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, আর একটী সরস্বতীর মূর্ত্তি। হঠাৎ পুকুরের চারি পারে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি গাছ দেখা গেল; গাছের ডালে বসিয়া নানা রঙ্গের পাখী ডাকিতেছে। ক্ষণপরে গাছ ও পাখীগুলিকে আর দেখা গেল না। মহাত্মা ইহা যোগবলে দেখাইলেন। মহাত্মা বলিলেন, "যোগবলে যাহা দেখাইব তাহা তখনই অদৃশ্য হইয়া যাইবে।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া অন্য একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে একটী বড় গাছ আছে। গাছটীর নীচে কাল পাথরের একটী মন্দির আছে। মন্দিরের চারি চালে চারিটী সাঁপ আছে, আর মন্দিরের চূড়ায় একটী সাঁপ আছে। সাঁপগুলি যেন মন্দিরের উপরে উঠিতে উঠিতে পাথর হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের দুই পাশে দুইটী ষাঁড়ের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের মধ্যে একজন যোগীর শ্বেতপাথরের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ধবলগিরিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি।

যোগীর শরীর পাথরে পরিণত।

মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখানে একজন সাধু ছিলেন। তাঁহার আত্মা (জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম-শরীর) বাহির হইবার কালে তাঁহার শরীর (স্থূলদেহ) শ্বেতপাথর হইয়া গিয়াছে, আর এই মন্দিরাদি হইয়া গিয়াছে।" মীডিয়ম্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার শরীর কিরূপে পাথর হইল?" মহাত্মা বলিলেন, "তাঁহার সংকল্প বলে পাথর হইয়াছে।" মীডিয়ম্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরাদি কিরূপে হইল?" মহাত্মা বলিলেন, "মন্দিরাদিও তাঁহার সঙ্কল্প বলে হইয়াছে। তিনি * সূক্ষ্মদেহ লইয়া এই পাহাড়েই থাকেন। তিনি মুক্ত-আত্মা, তাঁহার সঙ্গেও তোমাকে দেখা করাইয়া দিব।" মহাত্মার এই কথার পর, মীডিয়ম্‌ (অর্থাৎ মীডিয়মের দেহস্থ বিজ্ঞানময়-কোষ) তাহার সূক্ষ্মদেহকে (অর্থাৎ মীডিয়মের মনোময়কোষকে) ও মহাত্মা রজনীকুমারকে সেই যোগীর মূর্ত্তির নিকটে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে মহাত্মা মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে লইয়া পাথরের মধ্য হইতে তাঁহার আশ্রমের উপরে উঠিয়া বলিলেন, "আমি একজনকে সঙ্গে লইয়া পাথরের ভিতর দিয়া আসা যাওয়া করিতে পারি।" মীডিয়ম্‌ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে কিছু দিতে পারেন কি—যিনি আমাকে পাঠান তাঁহার জন্য লইয়া যাইতে পারি?" মহাত্মা বলিলেন, "তুমি কিছুই ধরিতে পার না। তোমার শরীরে কিছুই নাই।" (অর্থাৎ মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে প্রাণময় কোষ না থাকায় মীডিয়ম্‌ সূক্ষ্মদেহে কিছুই ধরিতে পারে না।) এই কথার পর মহাত্মা

যোগীর সূক্ষ্মদেহে অবস্থান।

---

* এই মহাত্মা নির্ব্বাণ মুক্তি না লইয়া সূক্ষ্মদেহে জীবন্মুক্ত অবস্থায় কল্প পর্য্যন্ত থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কল্পশেষে তাঁহার সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের নাশ হইয়া তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তি হইবে।

মীডিয়মকে কাল এক টুক্‌রা শিকড় খাইতে দিলেন। মীডিয়মের কিছুই খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি মহাত্মার কথায় মীডিয়ম্‌ শিকড়ের একটু খাইল। শিকড় খাইতেই মীডিয়মের আপাদমস্তক বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া একটী বল তৈয়ারী করিলেন। বলটী ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "যখন তুমি শরীরে প্রবেশ করিবে, তখন বল দুইভাগ হইয়া যাইবে আর তুমি মানুষ হইয়া যাইবে।" মীডিয়ম্‌ বলরূপে অতি বেগে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল। স্থূলশরীরে প্রবেশকালে বলটী দুইভাগে ফাটিয়া গেল। মীডিয়মের স্থূলশরীর একটু উপর দিকে লাফাইয়া উঠিল।

৬ই জুন মীডিয়মের সামান্য জ্বর হয়, তথাপি মীডিয়মকে ধবলগিরি পাঠাই। মীডিয়ম্‌ ধবলগিরি যাইতে লাগিল। ৫০০ শত মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। মীডিয়ম্‌ মহাত্মাকে তাহার জ্বরের কথা বলিল। মহাত্মা মীডিয়মকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আজ আর কিছুই দেখাইব না, তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্‌ অতিবেগে * আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল। স্থূলশরীরে

* যে দিন আমি মীডিয়মকে ধবলগিরি হইতে আনিতাম, সেইদিন মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহের ধবলগিরি হইতে আসিয়া স্থূলদেহে প্রবেশ করিতে এক সেকেণ্ড লাগিত, আর যে দিন মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে পাঠাইয়া

প্রবেশকালে সূক্ষ্মদেহের ধাক্কা লাগিয়া মীডিয়মের স্থূলশরীর একটু উপর দিকে লাফাইয়া উঠিল।

মহাত্মা রজনীকুমারের ঔষধ খাইয়া সেই দিনই মীডিয়মের জ্বর ভাল হইয়া গেল।

৭ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; ৯ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার মাথার উপরে বসাইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা তাঁহার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর কেমন আছে?" মীডিয়ম্ বলিল, "খুব ভাল আছে।" মীডিয়মের এই কথায় মহাত্মা একটু হাঁসিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ১৭ মাইল দূরে একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে একটী ঝরণা আছে, ঝরণা হইতে সর্ব্বদা জল উঠিতেছে। ঝরণার জল যেন টক্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। চারি দিক্ হইতে বরফ-গলা-জল আসিয়া ঝরণার জলের সঙ্গে মিলিয়া নীচের দিকে যাইতেছে। ঝরণার কাছে দুইটী ফলের গাছ আছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখানে একজন সাধু থাকেন, তিনি এই ঝরণার জল ও এই গাছ দুইটীর ফল খাইয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহার সঙ্গে তোমাকে আলাপ

দিতেন, সেইদিন মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ ধবলগিরি হইতে অতিবেগে আসিয়া আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই স্থূলদেহে প্রবেশ করিত। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ এত বেগে আসিত যে, স্থূলদেহে প্রবেশ করিবার সময়ে সূক্ষ্মদেহের ধাক্কা লাগিয়া মীডিয়মের স্থূলদেহ একটু উপর দিকে লাফাইয়া উঠিত।

করাইয়া দিব।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সেদিন যে বলিয়াছিলেন—যে মহাত্মার শরীর পাথর হইয়া গিয়াছে তাঁহার আত্মার সঙ্গে (সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে) আলাপ করাইয়া দিবেন, তাঁহার সঙ্গে কবে আলাপ করাইয়া দিবেন?" মহাত্মা বলিলেন, "তাঁহার আত্মার খোঁজ পাওয়া গেল না।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে ঝরণার নিকট হইতে ১২ মাইল দূরে অন্য একটী স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে দুই জন যোগীর দুইটী শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি দুইটী পরস্পর একহাত ব্যবধানে পাশাপাশি বসিয়া আছে; মূর্ত্তি দুইটী বসার উপরেই পাঁচ হাত করিয়া উচা হইবে। মূর্ত্তি দুইটীর সাম্‌নে কয়েক ছড়া পাথরের মালা পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মালার মধ্যে একছড়া মালা খুবই সুন্দর। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইল এই দুই জনের মুক্তি হইয়াছে। তখন ইঁহাদের শরীর পাথর হইয়া গিয়াছে।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইঁহাদের আত্মা (সূক্ষ্মদেহ) কোথায়?" মহাত্মা বলিলেন, "ইঁহাদের আত্মা (সূক্ষ্মদেহ) নাই।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "মুক্তি হইলে কিরূপ অবস্থা হয়?" মহাত্মা বলিলেন, "যাঁহাদের মুক্তি হয় তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকটে থাকেন।" এই কথার পর মহাত্মা একটী লাফ দিয়া পাথরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। আবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উপরে উঠিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নীচে গিয়াছিলেন কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "আমার আশ্রমে যাওয়ার রাস্তা আছে কি না দেখিতে গিয়াছিলাম,—রাস্তা আছে।" পরে মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

দুইজন যোগীর শরীর শ্বেত-পাথরে পরিণত।

আশ্রমে আসিলেন পর, মীডিয়ম্ আপনা হইতেই মহাত্মার নিকটে কিছু খাইতে চাহিল। মীডিয়ম্ ইচ্ছা করিয়া খাইতে চাহিল বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে কিছুই খাইতে দিলেন না। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে "রোজ রোজ থায় না" এই কথা বলিয়া মীডিয়মের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন। জল ছিটাইয়া দিতেই মীডিয়মের শরীর খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে সুপারির ন্যায় ছোট একটী কাল ফল * তৈয়্যরী করিলেন। পরে মহাত্মা "আয় আয়" করিয়া ডাকিতেই মহাত্মার নিকটে একটী পাখী আসিল। মহাত্মা পাখীটিকে ফলটী খাওয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "যখন পাখী মুখ হইতে ফল ফেলিয়া দিবে তখন মানুষ হইয়া যাইবে।" মহাত্মা পাখীটিকে হাত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। পাখীটি চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছু দূরে আসিয়া পাখীটি মুখ হইতে ফলটী ফেলিয়া দিল। ফলটী ফেলিয়া দিতেই মানুষ (অর্থাৎ মীডিয়ম্) হইয়া গেল। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৮ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল ; ৭ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে যেন উড়াইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "প্রেতলোকের যে পরিচিত প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে—আমাকে উপরে (প্রেতলোকের উপরের স্তরে) তুলিয়া

---

* মহাত্মা রজনীকুমার যোগবলে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে ফল, কচ্ছপ, পাখী প্রভৃতি তৈয়ারী করিলেও মীডিয়মের দেখিতে শুনিতে কোনও বাধা হইত না।

দেও।" * মহাত্মা বলিলেন, "তোমরা যে উপরে তুলিয়া দিতে পার, একথা যে প্রেতাত্মা শুনিবে সেই উপরে উঠিতে চাহিবে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ভারত হইতে অনেকে এমেরিকায় গিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এমেরিকার অনেকে হিন্দুও হইয়াছে তাহারা সকলেই কি হিন্দু হইবে?" মহাত্মা বলিলেন, "আজ কাল নয়, পরে সকলেই হিন্দু হইবে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রীশ্চিয়ান্ ও মুসলমানদিগকে হিন্দু করা যায় কি?" মহাত্মা বলিলেন "ক্রীশ্চিয়ান্‌কে হিন্দু করা ভাল, মুসলমানকে হিন্দু করা ভাল নয়।"† মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে বলিয়াছিলেন,—ভারত স্বাধীন হইলে পর, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই হিন্দু হইবে। মুসলমানদিগকে হিন্দু না করিলে তাহারা কি প্রকারে হিন্দু হইবে?" মহাত্মা বলিলেন, "মুসলমানেরা হিন্দুর আচার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া আপনা হইতেই হিন্দু হইবে।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ১৮ মাইল উপরে একটী পর্ব্বতস্তরে গেলেন। সেই পর্ব্বতস্তরে একজন যোগীর একটী কাল পাথরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী খুব মোটা ও বেঁটে। মূর্ত্তিটীর ভুঁড়ি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মূর্ত্তিটীর মাথায় জটা আছে, বুকে ও কপালে চন্দনের দাগ আছে, গলায় একছড়া

একজন যোগীর শরীর কাল পাথরে পরিণত।

---

* আমি মীডিয়ম্ দ্বারা প্রেতলোকের নিম্নস্তরের কয়েকজন প্রেতাত্মাকে প্রেতলোকের উপরের স্তরে তুলিয়া দিয়াছিলাম। আমাদের পরিচিত প্রেতাত্মারা ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা সকলেই উপরের স্তরে উঠিতে চাহিত।

† গ্রন্থকর্ত্তার মতে,—যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া হিন্দু করা ভাল।

গারা আছে। মূর্ত্তিটীর সাম্‌নে একটী পাথরের ঢোলক আছে। মহাত্মা মীড়িয়ম্‌কে বলিলেন, "ইনি সাধনায় খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। ৭০০ শত বৎসর হইল ইঁহার সমাধি হইয়াছে। ইনি নীচে আসিতে আসিতে ইঁহার শরীর কাল পাথর হইয়া গিয়াছে।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কেন নীচে আসিতেছিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "ইনি নীচে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ইঁহার আত্মা কোথায় আছে?" মহাত্মা বলিলেন, "অনেক উপরে আছে, ভগবানের কাছে আছে।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ইঁহার আর জন্ম হইবে কি না?" মহাত্মা বলিলেন, "না, সমাধি * হইলেই মুক্তি হইয়া যায় আর জন্ম হয় না।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া সেই স্থান হইতে ৯ মাইল দূরে অন্য একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে একটী গাছ আছে। গাছটীর কেবল পাতাই দেখা যাইতেছে, আর সব বরফে ঢাকা। গাছটীর উপরে কয়েকটী পাখী বসিয়া রহিয়াছে। গাছটীর কিছু দূরে একটী শ্বেতপাথরের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী সাড়ে তিন হাত। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "ইনি জগদ্ধাত্রী দেবী, তোমরা যে দেবীর পূজা কর। আমি মূর্ত্তি পূজা করি না।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।

আশ্রমে আসিলেন পর, মীডিয়ম্ আজও আপনা হইতে মহাত্মার নিকটে থাকিতে চাহিল। মীডিয়ম্ আপনা হইতে থাইতে চাহিল বলিয়া মহাত্মা কিছুই থাইতে না দিয়া একটী ফুঁ দিয়া মীডিয়ম্‌কে উড়াইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

* এস্থলে যোগীদিগের আত্মার দেহত্যাগের নাম সমাধি।

৯ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; কিছু দূর যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার কোলে বসাইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মালার কোপীন পরিলেন। মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে একটী ত্রিশূল টানিয়া বাহির করিলেন। ত্রিশূল দেখিয়া মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইটী কি?" মহাত্মা বলিলেন, "এইটী আমার ভাই।" এই বলিয়া মহাত্মা ত্রিশূলটীকে তাঁহার কাঁধের উপরে রাখিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ২২ মাইল দূরে একটী স্থানে গেলেন। সেই স্থানে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে। গাছগুলিতে অনেক ফল ফলিয়া রহিয়াছে; ফলগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। গাছগুলির উপরে অনেকগুলি পক্ষিজাতীয় পৈরী আছে।

পৈরী দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া, গত পরশু (৭ই জুন) মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে যে যোগীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, সেই যোগীর আশ্রমে গেলেন। আশ্রমের মধ্যে দুইটী ফলের গাছ আছে; একটী ঝরণা আছে। ঝরণার কিনারে নানারঙের অনেক পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। আশ্রমের চারিদিক-ই ফাঁকা, গাছ পালা নাই। আশ্রমটী দেখিতে খুব সুন্দর। আশ্রমের একটী গাছের তলায় সেই যোগী ত্রিশূল কাঁধে করিয়া চোখ বুজিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার বড় বড় দাড়ি আছে। তাঁহার মাথায় এক ছড়া হীরার মালা জড়ান আছে। তিনি উলঙ্গ থাকেন। তাঁহার বয়স সাড়ে পাঁচ শত বৎসর। তিনি বাঙ্গালী। ক্ষত্রিয় কুলে তাঁহার জন্ম হয়। মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্ দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই একঝাঁক পাখী আসিয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমের একটী গাছের উপরে

দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মা।

বসিল। দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মা তাঁহার ত্রিশূলটী পাথরের উপরে ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিশূলটী পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া রহিল। একটী সাঁপ আসিয়া ত্রিশূলের উপরে উঠিয়া ত্রিশূলের মধ্যে চলিয়া গেল। সাঁপটীকে আর দেখা গেল না। ত্রিশূলের মাথায় আগুন জলিয়া উঠিল। ত্রিশূলের মধ্য হইতে নানারঙের জল বাহির হইতে লাগিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের উপরে একটী চড় মারিলেন। চড় মারিতেই পাথরের উপরে ধপ্ করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল। আগুনের মধ্য হইতে একটী সাদা পাথরের মূর্ত্তি বাহির হইল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা আর একটী চড় মারিতেই মূর্ত্তিটী কতকগুলি বড় বড় সূঁচ হইয়া গেল। আবার একটী চড় মারিতেই সূঁচগুলি একগোছা চুল হইয়া গেল। চুলগোছা একটী জটা হইল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা জটাটী তাঁহার মাথায় জড়াইলেন। মাথায় জড়াইতেই জটাটী সাঁপ হইয়া গেল। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে বলিলেন, "ইনি আজ আর বিভূতি দেখাইবেন না, আগামী কল্য আরও দেখাইবেন।" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মহাত্মা-রজনীকুমারের সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে বলিলেন, "ইনি আগামী কল্য তোমার সঙ্গে আলাপ করিবেন।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। আশ্রমের একটু দূরে থাকিতেই মহাত্মা তাঁহার ত্রিশূলটী পাথরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। মহাত্মাও আশ্রমে আসিলেন মহাত্মার ত্রিশূলটীও পাথরের মধ্য দিয়া আসিয়া আশ্রমের উপরে উঠিল।

মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "যাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, তিনি ত্রিশূল খুব ভালবাসেন।" এ কথার পর মহাত্মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া একটী সাঁপ বাহির করিয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "সাঁপটী ধর।" মীডিয়ম্

সাপটী ধরিতেই একটী শিকড় হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "শিকড়টী খাও।" মীডিয়ম্ শিকড়ের একটু খাইল। শিকড়টী খুব মিষ্ট ছিল বলিয়া মীডিয়ম্ বেশী খাইতে পারিল না। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে কয়েক কোষ জল খাওয়াইলেন। জল খাওয়ার পরে মীডিয়মের শরীর খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। তারপর মহাত্মা পাথরের উপরে একটী কিল মারিয়া একটী সাদা ডিম্ব বাহির করিলেন। সেই ডিমের মধ্যে মীডিয়ম্‌কে ভরিয়া, "ডিমটী কাককে দিয়া খাওয়াইব" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তামাসা করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা ডিমটী উপরদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। যোগমায়া-কৃত-ডিমেবদ্ধ মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১০ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; অর্দ্ধেক পথ যাইতেই মহাত্মা হংসীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে পদ্মাসন করাইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "দুই দিন পর এক দিন প্রশ্ন করিতে পারিবে, রোজ রোজ নয়।" এই কথার পরে, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার কাছে ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা আপনাদের কৃপা প্রার্থী।" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আচ্ছা।" (অর্থাৎ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা আমাদের প্রতি কৃপা রাখিলেন।)

তারপর ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে একটী ত্রিশূল টানিয়া বাহির করিলেন। ত্রিশূলটী পাথরের উপরে ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিশূলটী পাঁচটী ত্রিশূল হইয়া পাথরের উপরে দাঁড়াইল। আবার ত্রিশূল পাঁচটী মিলিয়া গিয়া একটী ত্রিশূল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার দুই পাশ দিয়া দুইজন বীরপুরুষ ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া পাথরের মধ্য হইতে উঠিল। গতকল্য ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমের একটী গাছের উপরে যে পাখীর ঝাঁক্ আসিয়া বসিয়াছিল, সেই পাখীর ঝাঁকে তীর ছুঁড়িয়া বীরপুরুষ দুইজনে দুইটী পাখী মারিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার হাতে আনিয়া দিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাখী দুইটীকে একত্র করিয়া পাখী দুইটীর গায়ে একটী ফুঁ দিলেন। ফুঁয়েতে আগুণ বাহির হইল। পাখী দুইটী সজীব হইয়া উড়িয়া গেল। বীরপুরুষের একজন পাথরের নীচে চলিয়া গেল আবার আসিয়া উপরে উঠিল। পরে অন্য জন পাথরের নীচে গেল আবার উপরে উঠিল। বীরপুরুষ দুইজনে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার সাম্‌নে গিয়া বসিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বীরপুরুষ দুইজনের মাথায় হাত দিতেই বীরপুরুষের একজন ডুগী ও একজন তবল হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা ডুগী-তবল বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। একখানা পাথর আসিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার সাম্‌নে পড়িল। পাথরখানা একটী পুতুল হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বাজাইতে লাগিলেন আর পুতুলটী নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে পুতুলটী পাথরের নীচে চলিয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা ডুগী-তবল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ডুগী-তবল পাথরের নীচে চলিয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার সামনে একটী বাঘ আসিয়া দাঁড়াইল। বাঘটী কুকুর হইয়া গেল। কুকুরটী বেশী

দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার বিভূতি প্রদর্শন।

হইল। বেজী সাঁপ হইয়া গিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে কামড়াইয়া দিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। সাঁপটী গিয়া তাঁহার আসনের উপরে বসিল। একটু পরে আশ্রমের একটী গাছ হইতে একটী ফল পড়িল। ফল পড়িতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা উপরে উঠিলেন, আর সাঁপটী গিয়া গাছে চড়িল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আগামী কল্য আরও হইবে।" এই বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আজ মহাত্মা রজনীকুমার ভুলক্রমে ত্রিশূল না লইয়াই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে ত্রিশূল বাহির করিতে দেখিয়া তাঁহার ত্রিশূলের কথা মনে পড়ায় তিনি তখনই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে ত্রিশূল আনিতে চলিয়া গেলেন। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা অদৃশ্য হইলেন পর মহাত্মা ত্রিশূল লইয়া পাথরের মধ্য হইতে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমের উপরে উঠিয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "ত্রিশূল না লইয়া আসিলে ইনি (২য় বাঙ্গালী মহাত্মা) সামনে আসিতে দেন না।"

এই কথার পর মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে একটী স্থানে গেলেন। সেইস্থানে চন্দ্রলোক দেখিবার একটী যন্ত্র আছে। যন্ত্রটী একটী গোলাকার হ্রদের ন্যায় দেখায়। যন্ত্রটীর পরিধি ৪২ মাইল। যন্ত্রটী পারদের ন্যায় এক প্রকার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। যন্ত্রের তরল পদার্থের মধ্যে চন্দ্রের পৃথিবীর প্রতিবিম্ব পড়িয়া চন্দ্রের পৃথিবীকে খুব বড় দেখায়। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যন্ত্রের তরল পদার্থের উপর দিয়া পারে হাটিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে, মহাত্মার পা তরল পদার্থের বসিয়া যাইতেছিল, আবার পা তুলিবামাত্র বসস্থানটী তরল পদার্থে যাইতেছিল। কিন্তু মহাত্মার পায়ে তরল পদার্থ লাগিয়া গেল না।

ধবলগিরিতে চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্র।

মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যন্ত্রের মধ্যস্থানে গিয়া মীডিয়ম্‌কে যন্ত্রের মধ্যে তাকাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ যন্ত্রের মধ্যে তাকাইয়া একটা পৃথিবীর দৃশ্য দেখিতে পাইল এবং অনেকগুলি বড় বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "চন্দ্রের মধ্যে যে পৃথিবী তাহাই দেখা যাইতেছে।" মীডিয়ম্ চন্দ্রের পৃথিবীর দৃশ্য দেখিতে লাগিল,—আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রের পৃথিবীতেও বড় বড় পাহাড় আছে, বড় বড় সমুদ্রও আছে। চন্দ্রের পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা দেখা যাইতেছে। (অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবীর গোলার্দ্ধের অর্দ্ধভাগ দেখা যাইতেছে।) চন্দ্রের পৃথিবীতে অনেক জীবজন্তু দেখা যাইতেছে। চন্দ্রলোকের মানুষগুলিকে পিপীলিকার ন্যায় ছোট ছোট দেখা যাইতেছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "যে মানুষগুলি দেখিতেছ, তাহারা আমাদের হাতের তিন হাত লম্বা; তাহাদের রঙ্ খুব সাদা। আমরা চন্দ্রের যে উজ্জ্বল আলোটা দেখিতে পাই, চন্দ্রের লোকেরা সেই আলোটা দেখিতে পায় না। (অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, চন্দ্রের পৃথিবীকে যে উজ্জ্বল দেখায় ও চন্দ্রের পৃথিবী হইতে যে কিরণ ছড়াইয়া পড়ে তাহা চন্দ্রলোকবাসীরা জানে না।) চন্দ্রলোকে হিন্দুধর্ম্ম নয়, অন্য ধর্ম্ম। চন্দ্রলোকেও যোগী আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করিতে পারি না। যাঁহার কাছে তোমাকে নিয়া গিয়াছিলাম, তিনি আলাপ করিতে পারেন; আরও অনেকে পারেন। চন্দ্রলোকেও জাহাজ আছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি নাই, অন্যান্য বিষয়ে তাহারা অনেক উন্নত। চন্দ্রলোকের বাড়ী-ঘর আমাদের দেশের ন্যায় নয়, অন্য প্রকার। আমাদের দেশের ন্যায় চন্দ্রলোকেও

চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রের পৃথিবীর দৃশ্য।

মহাত্মা রজনীকুমার কর্ত্তৃক চন্দ্রলোকের বিবরণ।

চন্দ্রলোকে জাহাজ।

রাজা প্রজা আছে। চন্দ্রলোকে আমাদের দেশের ন্যায় আইন কানুন (আইনের বই ও আদালতাদি কাছারী) নাই। আমি চন্দ্রলোকের সব বিষয় জানি না।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া সেই যন্ত্রের মধ্য হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিলেন পর, মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "আজ খুব দেখাইলেন।" মহাত্মা বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত কিছুই দেখ নাই ; এ ত অতি সামান্য *। তোমাদের দুইজনেরই দেখিবার খুব ইচ্ছা। তোমরা দুইজনে শরীর লইয়া আসিলেও দেখিতে পারিবে। যোগীমাত্রেই দেখিতে পারিবে, অন্য লোকে দেখিতে পারিবে না।" এই কথার পর মহাত্মা মীডিয়মকে এক টুকরা শিকড় খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "আমার খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" মহাত্মা বলিলেন, "এই সব জিনিস দেখিয়া তোমার খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।—তোমার অত্য দেরি হইয়া গিয়াছে, তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা একটী শামুক বাহির করিলেন। সেই শামুকের মধ্যে মীডিয়মকে ভরিয়া শামুকটী উপরদিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন। যোগমায়া-রচিত-শামুকেবদ্ধ মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১১ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল ; ১০ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়মকে এক প্রকার আসন করাইয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "কাল যে সাধুর নিকটে তোমাকে নিয়া গিয়াছিলাম, আজ তাঁহার নিকটে যাইব

* যেখানে, চন্দ্রলোক দেখিবার এমন অদ্ভুত যন্ত্রটী অতি সামান্য বস্তু, সেখানে (ধবলগিরিতে) না জানি কত কি আশ্চর্য্য বস্তু রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

না; অন্যত্র চল।" মীডিয়ম্ বলিল, "তিনি আজ যাইতে বলিয়াছেন।" মহাত্মা বলিলেন, "তবে, তাঁহার নিকটেই চল।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়, মীডিয়ম্ মহাত্মার হাতে ত্রিশূল না দেখিয়া মহাত্মাকে বলিল, "আজ ত্রিশূল লইলেন না?" মীডিয়ম্ ত্রিশূলের কথা মনে করিয়া দিতে মহাত্মা ত্রিশূল লইলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার কোলে বসাইলেন। মহাত্মা রজনীকুমার দুই হাতের মধ্যে ত্রিশূল লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে বলিল, "আপনি চন্দ্রলোকের কথা বলুন।" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, দুই দিন পরে চন্দ্রলোকের কথা বলিব।" এই কথা বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে দুইটী হাতী বাহির করিলেন। হাতী দুইটীর শুঁড় দুইটী সাপ বিশেষ। হাতী দুইটী নিশ্বাস ফেলিতেই কতকগুলি ফুল পড়িল। ফুল পড়িতেই হাতী দুইটী অদৃশ্য হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা সেই ফুলের একটী হইতে নানা রংয়ের অনেকগুলি ফুল বাহির করিলেন। যতগুলি ফুল বাহির করিলেন সব ফুলগুলি দুই হাতের মধ্যে লইলেন। ফুলগুলি হাতের মধ্যে লইতেই একছড়া মালা হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা ফুলের মালাছড়া মীডিয়মের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "অস্তু যাও।" এই বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন।

মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের কাছে গেল। মহাত্মা মীডিয়মের গলায় মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালা কোথায় পাইলে?"

মীডিয়ম্ বলিল, "ঐ মহাত্মা দিয়াছেন।" মহাত্মা মীডিয়মের গলা হইতে মালাছড়া তুলিয়া লইলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মালাছড়া নিলেন কেন?" মহাত্মা বলিলেন, "ইহা মালা নয়, ইহাতে অনেক প্রকার জিনিস আছে।" এই কথা বলিয়াই মহাত্মা মালাছড়া হাতের মধ্যে গুটাইয়া ফেলিলেন। হাতের মধ্যে গুটাইয়া ফেলিতেই মালাছড়া সাঁপ হইয়া গেল। মহাত্মা সাঁপটী তাঁহার মাথায় জড়াইয়া রাখিলেন।

পরে মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্রের নিকটে গেলেন। আজ মহাত্মা যন্ত্রের মধ্যস্থলে না গিয়া যন্ত্রের এক পার্শ্বে পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া মীডিয়মকে যন্ত্র-মধ্যে চন্দ্রলোকের দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। মীডিয়ম্ দেখিতে লাগিল,—আজ চন্দ্রের পৃথিবীতে অনেক পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের মধ্যে অনেক ঝরণা আছে, ছোট ছোট নদীও আছে। আজ চন্দ্রের লোকগুলিকে কিছু বড় দেখা যাইতেছে। এখন চন্দ্রলোকে দিনের বেলা। মহাত্মা বলিলেন, "চন্দ্রের পৃথিবীতে অন্য চন্দ্র আলো দিয়া থাকে। চন্দ্রলোকেও অনেক যোগী আছেন। সাধুরা যোগবলে চন্দ্রলোকের যোগীদিগের সঙ্গে কথা বলিতে পারেন। চন্দ্রের লোকেরা আমাদিগকে দেখিতে পায়। (অর্থাৎ চন্দ্রলোকবাসীরা আমাদের পৃথিবীর লোককে দেখিয়া থাকে।) মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চন্দ্রের লোকেরা আমাদিগকে কিরূপে দেখিতে পায়?" মহাত্মা বলিলেন, "তাহারা আমাদের এই পৃথিবী দেখিবার জন্য একটী যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। সেই যন্ত্র দিয়া তাহারা সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া থাকে। আমাদের এই যন্ত্রটী সত্যযুগের। এই প্রকার যন্ত্র আর কোনও পৃথিবীতে

চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্রে ২য় দিবস।

চন্দ্রলোকে আমাদের পৃথিবী দেখিবার যন্ত্র।

নাই। চন্দ্রলোকের যন্ত্রটী অল্পদিনের। সেই যন্ত্রটী ধাতু কাচ প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারী। মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সেইরূপ যন্ত্র তৈয়ারী করিবার প্রণালী বলিয়া দিতে পারেন কি?" মহাত্মা বলিলেন, "আমি জানি না কিপ্রকারে তৈয়ারী করিতে হয়। তোমরা মাথা খাটাইয়া তৈয়ারী করিতে পার।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "সূর্য্যেও কি লোক আছে?" মহাত্মা বলিলেন, "সূর্য্যেও লোক আছে। সূর্য্যলোক দেখিবার যন্ত্র নাই।

সূর্য্যলোকে মানুষ।

আরও উচুদরের (অর্থাৎ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা হইতেও উন্নত) সাধুর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিব। তাঁহাদের নিকট হইতে সূর্য্যলোকের খবর পাওয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যন্ত্রের নিকট হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা, গতকল্য মীডিয়মকে যে শিকড়টী খাইতে দিয়াছিলেন, সেই শিকড়টী মীডিয়মকে খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ শিকড় খাইয়া শিকড়ের কোনই স্বাদ পাইল না কিন্তু, মীডিয়মের বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। তারপর মহাত্মা 'আয়' 'আয়' করিয়া ডাকিতেই মহাত্মার নিকটে প্রকাণ্ড একটী ষাঁড় আসিল। ষাঁড়ের কপালে বাঙলা অক্ষরে লেখা ছিল—শ্রীরজনীকুমার দাস, কালিবন।

ষাঁড়ের কপালে মহাত্মা রজনীকুমারের নাম।

মহাত্মা মীডিয়মকে ষাঁড়ের পিঠে বসাইয়া মীডিয়মের হাতে একটী ত্রিশূল দিয়া বলিলেন, "ত্রিশূলটী আমার ষাঁড়কে দিও।" ষাঁড়টী মীডিয়মকে লইয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। যতই আসিতে লাগিল ষাঁড়টী ততই ছোট হইয়া যাইতে লাগিল। কিছুদূর আসিলে পর, মীডিয়ম্ ত্রিশূলটী ষাঁড়কে দিল। ত্রিশূলটী দিতেই ষাঁড়টীকে আর দেখা গেল না। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১২ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; ১০ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্কে বলিলেন, "গতকল্য ষাঁড়ের মাথায় আমারই নাম ছিল। অপর কাহাকেও বলিও না।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্কে কোলে বসাইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ৯ মাইল দূরে একটী স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে কাল পাথরের একটী গণেশ-মূর্ত্তি আছে। গণেশমূর্ত্তির সাম্নে সুন্দর একটী ফুলের বাগান আছে। বাগানে অনেক রকমের ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলগুলি বরফের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে।

ধবলগিরিতে গণেশ-মূর্ত্তি।

গণেশের মূর্ত্তিটী দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়ম্কে সেইস্থান হইতে ১৯ মাইল দূরে আর একটী স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে একটী পুকুর আছে। পুকুরের পশ্চিম পারে ছোট একটী গাছ আছে। গাছটীর পাতার উপর পিঠে সাঁপের ন্যায় ছবি আছে। গাছটীর ফল লাল ও সুপারীর ন্যায় ছোট। পুকুরের দুইপারে ২৬ জন যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই উলঙ্গ। তাঁহাদের সকলের বয়সই ৫০০ শত বৎসরের অধিক। মহাত্মা মীডিয়ম্কে বলিলেন, "ইহারা ইচ্ছা করিলে (অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি বলে) মানুষকে মারিতেও পারেন এবং বাঁচাইয়া রাখিতেও পারেন। ইহারাই ভারত জয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। (অর্থাৎ এই যোগীদিগের তপোবলেই ভারতে হিন্দুর রাজত্ব হইবে।) ইহারা এই পুকুরের জল একেবারে শুকাইয়া দেন, আবার লইয়া আসেন। ইহারা ইচ্ছা করিলে, এখান হইতে জল ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জলে ডুবাইয়া দিতে পারেন।" মহাত্মা এই কথা বলিতেই পুকুরটীর জল

একসঙ্গে ২৬ জন যোগী।

একেবারে শুকাইয়া গেল। আবার একটু পরে এত জল হইলে যে, সেই যোগীদিগের মাথার উপরে জল উঠিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "এই সাধুদের সঙ্গে অন্যদিন আলাপ করাইয়া দিব।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া সেই পুকুর পার হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা শরীর লইয়া এখানে আসিতে পার কি না?" মীডিয়ম্ বলিল, "যদি আপনি দার্জ্জিলিং হইতে আমাদিগকে লইয়া আসেন তাহা হইলে আসিতে পারি।" মহাত্মা বলিলেন, "আমি এক জনকে আমার আসনে বসাইয়া লইয়া আসিতে পারি। দার্জ্জিলিং হইতে ধবলগিরি সাড়ে তিন শত মাইল। তোমাদিগকে রাস্তা বলিয়া দিব, তোমাদের আসিতে কোনই কষ্ট হইবে না।—আচ্ছা, কিছুদিন পরে তোমাদিগকে এখানে লইয়া আসার বন্দোবস্ত করিব।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "মঙ্গল গ্রহের খবর বলিতে পারেন, এমন যোগী খুঁজিয়া দিবেন।" মহাত্মা মীডিয়মের এই কথায় কোনও উত্তর না করিয়া পাথরের মধ্য হইতে একটী ত্রিশূল বাহির করিয়া ত্রিশূলের মাথায় একটী গদি লাগাইলেন। পরে সেই ত্রিশূলের উপরে মীডিয়মকে বসাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১৩ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; অর্দ্ধেক রাস্তা যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মকে দুইটী ফল ও এক ক্রোষ জল খাওয়াইলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কয়েক জন বন্ধু ধবলগিরিতে আসিতে চাহেন,

আপনি তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবেন কি না?" মীডিয়মের এ কথ
মহাত্মা একটু হাঁসিয়া বলিলেন, "তোমরা এমন এক একটি প্রশ্ন ক
যে, মুস্কিলে পড়িয়া যাই।—এখানে সকলে আসিতে পারে না।"

ধবলগিরিতে অসুরের মূর্ত্তি।

কথার পর মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আ
হইতে ২১ মাইল দূরে একটী গোল মাঠের স্থ
স্থানে গেলেন। সেই মাঠের একপাশে ক
পাথরের একটী বিকটাকার মূর্ত্তি আছে। মহাত্মা মীডিয়মকে মূর্
দেখাইয়া বলিলেন, "এইটী অসুরের মূর্ত্তি। এখানে অসুরের য
হইয়াছিল।" মাঠের মাঝখানে শ্বেত-পাথরের একটী গোল স্তম্ভ আ

স্তম্ভমধ্যে যোগীর বাস।

স্তম্ভটী প্রায় ২৫ হাত উচু হইবে। স্তম্ভের কো
দরজা নাই। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া স্ত
নিকটে যাইতেই স্তম্ভের পূর্ব্বদিক্ দিয়া একটী দর
হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া সেই দরজা দিয়া স্তম
ভিতরে গেলেন। স্তম্ভের ভিতরে যাইতেই মীডিয়মের অত্যন্ত
করিতে লাগিল। স্তম্ভের ভিতরটী একটী গোলাকার কোঠা বিশে
সেই কোঠার মধ্যে একজন যোগী চোখ বুজিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছে
তাঁহার বয়স ৭০০ শত বৎসর। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "সাধু
প্রণাম কর।" মীডিয়ম্ সেই যোগীকে প্রণাম করিতেই সেই যোগী ডানহ
তুলিয়া মীডিয়মকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলে
অন্য দিন এই সাধুর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করাইয়া দিব।" মহা
এই কথা বলিতেই স্তম্ভের পূর্ব্বদিকের দরজাটী বন্ধ হইয়া গিয়া স্তম
উত্তরদিক্ দিয়া আর একটী দরজা হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম
লইয়া সেই দরজা দিয়া স্তম্ভের বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতে
দরজাটী বন্ধ হইয়া গেল।

মহাত্মা ও মীডিয়ম্ স্তম্ভের বাহিরে আসিয়া আকাশ-পথে একখানা কাঠের গাড়ি দেখিতে পাইল। গাড়িখানা দুইটী পাথরের মানুষমূর্ত্তিতে দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণের দিকে বায়ুবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আকাশপথে কাঠের গাড়ি কিরূপে চলিতেছে?" মহাত্মা বলিলেন, "কৈলাস পর্ব্বত হইতে একজন সাধু ধবলগিরি-আসিতেছেন, তাঁহার যোগশক্তি বলে গাড়িখানা চলিতেছে।" দেখিতে দেখিতে গাড়িখানা আসিয়া ধবলগিরিতে নামিল। গাড়িখানা নামিতেই একটী ভীষণশব্দ হইল।

আকাশ-পথে কাঠের গাড়ি।

মহাত্মা মাঠের মধ্য হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া অন্য একটী স্থানে গেলেন। সেইস্থানে একটী চৌকোণা বাগিচা আছে। বাগিচার চারি কোণে লাল, সাদা, সবুজ ও হলুদ্ এই চারি রঙের চারিটী গাছ আছে। যে গাছের যে রঙ্, সেই গাছের পাতারও সেই রঙ্। বাগিচার পশ্চিমদিকে একটী শ্বেতপাথরের দেওয়াল আছে। দেওয়ালটী বাগিচার পশ্চিমোত্তর কোণের ও পশ্চিমদক্ষিণ কোণের গাছের সঙ্গে লাগিয়া আছে। দেওয়ালের উপরে কয়েকটী পক্ষিজাতীয় পৈরী বসিয়া আছে।

বাগিচার মাঝখানে ছোট একটী গোল পুকুর আছে। পুকুরের মধ্যে অনেক প্রকারের হীরা আছে। হীরক খণ্ডগুলি জলের মধ্যে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বড় একখণ্ড গোল হীরা খুবই ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। হীরক খণ্ডগুলি পুকুরটীর জল আলো করিয়া রাখিয়াছে। বাগিচা দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

পুকুরের মধ্যে হীরক খণ্ড।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আমি গান করি তুমি গান শুনিয়া পরে যাইও।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা একটী

বাদ্যযন্ত্র ও একটা সাপ বাহির করিলেন। মহাত্মা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন; সাঁপটী নাচিতে লাগিল। গান শেষ হইতেই সাঁপটী পাথরের নীচে চলিয়া গেল। সাঁপটী নীচে যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমারের ন্যায় মীডিয়মের রূপ হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়মের পায়ে একজোড়া বোলাশূন্য খরম পরাইয়া দিলেন, হাতে কি একটা কাল জিনিস দিয়া দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের রূপে চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছুদূর আসিলে পর, মীডিয়ম্ একটা প্রজাপতি হইয়া গেল। মীডিয়ম্ প্রজাপতিরূপে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১৪ই জুন মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; অর্দ্ধেক রাস্তা যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার বামপার্শ্বে বসাইয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, পাথরের মধ্য হইতে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার মাথাটী বাহির হইয়া আছে। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীরটী বাহির করিয়া আশ্রমের উপরে উঠিয়া বসিলেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমের একটী গাছের নিকট হইতে ছোট ছোট কয়েকটী গরু বাহির হইল। গরুগুলি বিড়াল হইয়া গেল। বিড়ালগুলি পিঁপড়া হইয়া গেল। পিঁপড়াগুলি একটী একটী করিয়া পাথরের মধ্যে চলিয়া গেল।

এই সমস্ত বিভূতি দেখাইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে চন্দ্র-লোকের কথা বলিতে লাগিলেন,—"চন্দ্রলোকের মানুষ আমাদের হাতের তিন হাত। তাহাদের রঙ্ খুব পরিষ্কার। তাহাদের ভাষা অন্য প্রকার। (অর্থাৎ সেইরূপ ভাষা আমাদের পৃথিবীতে নাই।) চন্দ্রলোকেও অনেক যোগী আছেন। চন্দ্রলোকে আমাদের দেশের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্য নাই। আমাদের পৃথিবী হইতে দেখিয়া দেখিয়া চন্দ্রলোকবাসীরা অনেক প্রকার কলকব্জা তৈয়ারী করিয়াছে। বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছে, রেলওয়ে শীঘ্রই তৈয়ারী করিবে। তাহারা আমাদের এই পৃথিবী দেখিবার জন্য একটী যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। সেই যন্ত্রদ্বারা তাহারা আমাদের পৃথিবীর সব দেখিতেছে। চন্দ্রলোকে একজন রাজা, এক ধর্ম্ম, এক ভাষা। (অর্থাৎ চন্দ্রলোকের সমস্ত পৃথিবীর উপরে কেবল মাত্র একজনই রাজা, একটী মাত্র ধর্ম্ম ও একটী মাত্র ভাষা।) চন্দ্রলোকে বার মাসই শীত। চন্দ্রলোকে আমাদের দেশের ন্যায় পাকা বাড়ী নাই; মাটীর দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীর ঘর। রাজার বাড়ীতেও মাটীর দেওয়াল। চন্দ্রলোকে আমাদের দেশের ন্যায় এত ফল নাই, অনেক কম। আমাদের পৃথিবীতে যে সূর্য্যে আলো দেয় চন্দ্রলোকেও সেই সূর্য্য আলো দিয়া থাকে। চন্দ্রলোক হইতে আমাদের এই পৃথিবী কাল-স্থলের ন্যায় দেখায়। আগামী কল্য আরও বলিব", এই কথা বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। নীচে যাইতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার ন্যায় একটী সাদা পাথরের মূর্ত্তি আশ্রমের উপরে উঠিয়া বসিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা অনেক প্রকার রূপ বদলাইতে পারেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মা কর্ত্তৃক চন্দ্রলোকের বিবরণ।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

১৫ই জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা মন্ত্র-পাঠ করিতেছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ দেরি করিয়া আসিয়াছ। যিনি চন্দ্রলোকের খবর দেন, আজ তিনি দিবেন না। সাড়ে দশটার পরে আসিলে সেই দিন আর দেখাইব না। —প্রসাদ খাও।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে কি একটা কষালু জিনিস খাওয়াইলেন। ত্রিশূল দিয়া পাথর খুঁড়িয়া জল বাহির করিয়া মীডিয়মকে জল খাওয়াইলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়মকে অনেক দূরে একটী মূর্ত্তি দেখাইলেন। মূর্ত্তিটার মুখ সাদা, সমস্ত শরীর লাল, চুল কাল। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আগামী কল্য এই মূর্ত্তিটার বিষয় বলিব।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে ছোট একটী পাখী তৈয়ারী করিয়া একটী গাছের উপরে বসাইয়া গাছটী ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু দূরে গিয়া গাছটী নীচের দিকে চলিয়া যাইবে।" মীডিয়ম্ পাখীর রূপে গাছের উপরে বসিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছু দূর আসিলে পর, গাছটী নীচের দিকে চলিয়া গেল। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

আমার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া ১৬ই জুন হইতে ২৮শে জুন পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য বন্ধ ছিল।

২৯শে জুন মীডিয়মকে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, আশ্রমের উপরে একটী ত্রিশূল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মীডিয়ম্ ত্রিশূলটী দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এতদিন

আমাদের কার্য্য বন্ধ থাকায় মহাত্মা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মীডিয়ম্ ত্রিশূলটীকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ত্রিশূলটী পাথরের নীচে চলিয়া গেল। মীডিয়ম্ মনে মনে মহাত্মার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া মীডিয়ম্‌কে চলিয়া আসিতে ইসারা করিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৩০ শে জুন মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া মহাত্মার ত্রিশূলটী ও খরম জোড়া দেখিতে পাইল। মীডিয়ম্ ত্রিশূল ও খরম জোড়াকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ত্রিশূলটী পাথরের নীচে চলিয়া গেল। মীডিয়ম্ মহাত্মার খরম জোড়ার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মহাত্মা ক্ষমা করিলেন। মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে দশটী আঙ্গুল দেখাইয়া পরদিন রাত্রি ১০ টার মধ্যে মীডিয়ম্‌কে যাইতে ইসারা করিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

১লা জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের শরীর কেমন আছে?" মীডিয়ম্ বলিল, "ভাল আছে।" মহাত্মা বলিলেন, "আমাদের নিকটে হুকুম না লইয়া তোমাদের কার্য্য বন্ধ করা অন্যায় হইয়াছে।" আমরা মহাত্মার নিকটে ক্ষমা চাহিতে মহাত্মা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। মহাত্মা পেঁয়াজের মত একটী ফল বাহির করিয়া ফলটী দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আগামী কল্য ইহা খাওয়াইব।" এই কথার পর মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী ত্রিশূলের উপরে বসাইয়া ত্রিশূলটী পাথরের উপরে ছাড়িয়া

দিলেন। ত্রিশূলটী মীডিয়মকে লইয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া ত্রিশূলটী অদৃশ্য হইয়া গেল। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২রা জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া একটী কাল ঢিবি দেখিতে পাইল। মীডিয়ম্ ঢিবিটীকে প্রণাম করিতেই মহাত্মাকে দেখিতে পাইল। মহাত্মা মীডিয়ম্কে বলিলেন, "তোমার আসিতে দেরি হইয়াছে আজ দেখাইব না।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা গতকল্য যে ফলটী কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেই ফলটী মীডিয়ম্কে খাওয়াইলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে কিছুদূর আসিয়া মীডিয়ম্কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৩রা জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্কে দেখিয়া বলিলেন, "আজ ৭ মিনিট দেরিতে আসিয়াছ।" আমি তখনই ঘড়ীটিতে দেখিলাম,— ১০টা বাজিয়া ৭ মিনিট হইয়াছে। মহাত্মা মীডিয়ম্কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, একটী ত্রিশূল দাঁড়াইয়া আছে। ত্রিশূলটী খুব লাল দেখা যাইতেছে। ত্রিশূলটী যেন ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে। মীডিয়ম্ ত্রিশূলটীকে প্রণাম করিতে ত্রিশূলটীই যেন ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন আস নাই কেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "যিনি আমাকে পাঠান তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া ছিল বলিয়া আসিতে পারি নাই।" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা

বলিলেন, "আমাদিগকে বলিয়া যাইতে হয়।" আমরা ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার নিকটে ক্ষমা চাহিলাম। তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলেন। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিবে?" মীডিয়ম্ বলিল, "চন্দ্রলোকের দৃশ্য দেখিব।" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "তবে সেই যন্ত্রের নিকটে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্রের নিকটে গেলেন মহাত্মা রজনীকুমার ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্রে তৃতীয় দিবস।

২য় বাঙ্গালী মহাত্মা যে কি ভাবে মীডিয়মকে লইয়া যন্ত্রের নিকটে গেলেন, মীডিয়ম্ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা যন্ত্রের ধারে পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া যন্ত্র মধ্যে মীডিয়মকে চন্দ্রলোকের দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। চন্দ্রের পৃথিবীতে একটী শ্বেতপাথরের মন্দির দেখাইলেন। একটী সমুদ্র দেখাইলেন। সমুদ্রের জল নড়ে না, জমিয়া বরফ হইয়া আছে। অনেকগুলি পাহাড় দেখাইলেন; পাহাড়-গুলির চারিপাশ সাদা দেখাইতেছে। একটী ফুলের বাগান দেখাইলেন। বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রলোকবাসীরা আমাদের পৃথিবী দেখিবার জন্য যে যন্ত্রটী তৈয়ারী করিয়াছে, আজ সেই যন্ত্রটী দেখা যাইতেছে। সেই যন্ত্রের নিকটে মানুষও দেখা যাইতেছে। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা সেই যন্ত্রটী দেখাইয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "ঐ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রের লোকেরা আমাদের এই পৃথিবীতে আসিবার রাস্তা ঠিক্ করিতেছে, তাহারা বিমানে (এরোপ্লেনে) অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াওছে। এমন দিন আসিবে, তাহারা আমাদের পৃথিবীতে নামিতে পারিবে।

চন্দ্রলোকবাসীর আমাদের পৃথিবীতে আসিবার চেষ্টা।

এই কথার পর ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাহাড়ের উপরে তাঁহার স্থূল-শরীর রাখিয়া সূক্ষ্মশরীরে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে উপর দিকে উঠিতে লাগিলেন। আধ মিনিটের মধ্যে একটী নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের * নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। আলো-মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা ও মীডিয়মের ছায়া দুইটী করিয়া হইয়া গেল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা ও মীডিয়মের সূক্ষ্ম-শরীরের উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের ভিতরে একটী করিয়া ছায়া পড়িল, আর নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের আলো পড়িয়া আলো-মণ্ডলের বাহিরে একটী করিয়া ছায়া পড়িল। নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের নিকট হইতে নক্ষত্রের পৃথিবী নীচের দিকে দেখা যাইতেছে। নক্ষত্রের পৃথিবীর পাহাড় ও সমুদ্র দেখা যাইতেছে। এই নক্ষত্রটী চন্দ্রের নিকটে। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নক্ষত্রের † মধ্যে প্রবেশ করিবে কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "করিব।"

মীডিয়ম্‌কে লইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার নক্ষত্রলোকে গমন।

---

* নক্ষত্রের আলো-মণ্ডল—নক্ষত্রের পৃথিবীর মৃত্তিকাদি পদার্থ স্বচ্ছ বলিয়া নক্ষত্রের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া পৃথিবী হইতে একটা উজ্জ্বল আলো কতক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া সেই উজ্জ্বল আলোটাও গোলাকার হয়। সেই গোলাকার উজ্জ্বল আলোটাকে নক্ষত্রের আলো-মণ্ডল বা আলোক-মণ্ডল বলে।

† নক্ষত্র—নক্ষত্রের পৃথিবী সহ আলো-মণ্ডলের নাম নক্ষত্র। আমরা নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের আলোটাকেই নক্ষত্র বলিয়া দেখিয়া থাকি।

২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া নক্ষত্রের পৃথিবীতে গিয়া নামিলেন। আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া যাইবার কালে আলোর তেজে মীডিয়মের একটু কষ্ট বোধ হইতেছিল। নক্ষত্রের পৃথিবীতে নামিয়া মীডিয়মের আর কষ্ট বোধ হয় নাই। সেই নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে সূর্য্য খুব তেজঃ দেখাইয়া থাকে। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে নক্ষত্রের পৃথিবীতে এক প্রকার জন্তু দেখাইলেন। সেইরূপ জন্তু আমাদের পৃথিবীতে নাই। সেই জন্তুগুলা কেবল হাওয়া খাইয়া থাকে। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এই পৃথিবীতে মানুষও আছে।"

নক্ষত্রের পৃথিবীতে বায়ুভুক্‌ জন্তু।

এই কথা বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া সেই নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। আধ মিনিটের মধ্যে একটী আলো-মণ্ডল-গহ্বরের * মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সেই আলো-মণ্ডল-গহ্বরের মধ্যে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তিন রঙ্গের তিনটী গোলাকার উজ্জ্বল বস্তু দেখাইলেন। এক একটী বস্তু আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় বড়

নক্ষত্রলোকে তিনটী গোলাকার উজ্জ্বল বস্তু।

* আলো-মণ্ডল-গহ্বর—নক্ষত্রের পৃথিবীর কোন কোনও স্থান অস্বচ্ছ থাকায় নক্ষত্রের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া সেই অস্বচ্ছ স্থান হইতে আলো বিকিরণ হয় না। এই হেতু, নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের মধ্যে কোন কোন স্থান তেজোহীন থাকে। আলো-মণ্ডলের মধ্যের এই তেজোহীন স্থানকে গর্ত্তের ন্যায় দেখায়। আলো-মণ্ডলের মধ্যের এই গর্ত্তকে আলো-মণ্ডল-গহ্বর বলে।

এই স্থলে, এই গোলাকার বস্তু তিনটী একযোগে থাকায় বস্তু তিনটীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া বস্তু তিনটীর একটী

হইবে। বস্তু তিনটী আমাদের পৃথিবী হইতে পাঁচ কোটী মাইল দূরে।

ভারতে জলপ্লাবন ও ইংরেজ রাজত্বের অবসান।

মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই তিনটী কি?" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "এই তিনটী আমাদের পৃথিবীর ক্ষতির জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে। ইংরেজী ২৩০০ সালে * এই তিনটী ফাটিয়া গিয়া তিনটী সমুদ্রের ন্যায় হইবে। তখন ভারত ৭ দিন পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ থাকিবে। সেই সমুদ্র সকলেই দেখিতে পাইবে। সেই সময়ে ভারত হইতে ইংরেজের রাজত্ব যাইবে। বাঙ্গালীরা ভারতের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিবে।" এই কথা বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্কে লইয়া সেই আলো-মণ্ডল গহ্বর হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে আসিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্কে লইয়া চন্দ্রলোক দেখিবার যন্ত্রের নিকট হইতে তাঁহার

আলো-মণ্ডল হইয়াছে। বস্তু তিনটী গোল বলিয়া বস্তু তিনটীর সংযোগ স্থলের মাঝখানটা ফাঁকা রহিয়াছে। সেই ফাঁকা স্থানে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া সেই ফাঁকা স্থান হইতে আলো বিকিরণ না হওয়ায় আলো-মণ্ডলের মধ্যে সেই ফাঁকের সমপরিমাণ স্থান তেজোহীন হইয়া রহিয়াছে। বস্তু তিনটীর আলো-মণ্ডলের মধ্যের এই তেজোহীন স্থানই আলো মণ্ডল-গহ্বর।

* মহাত্মারা যে বলিয়াছেন,—"ইংরেজ-রাজত্ব আর সাড়ে তিনশত বৎসর আছে," "৪০০ চারিশত বৎসরের মধ্যেই হিন্দুর রাজত্ব হইবে," "সমস্ত পৃথিবীতে একধর্ম্ম স্থাপন করিতে আর অল্পদিন বাকী আছে" তাহা ইংরেজী ২৩০০ সালের এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন।

আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আমি শরীর (স্থূল-শরীর) লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে পারি না। আমি জানি,—ধবলগিরি হইতে কয়েক জন যোগী শরীর লইয়া চন্দ্রলোকে গিয়াছেন। চন্দ্রলোকেও এমন যোগী আছেন যাঁহারা শরীর লইয়া আমাদের এই পৃথিবীতে আসিতে পারেন *। —অদ্য যাও, অন্য দিন আরও দেখাইব ও বলিব।" এই বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে লইয়া আসিয়া ৫ মাইল দূর হইতে একজন স্ত্রী মহাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ মেয়ে সাধুর নিকটে যাও।"

স্ত্রী মহাত্মা।

মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গেল। মহাত্মা শূন্য-পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই স্ত্রী মহাত্মার সামনে ধপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কোথা হইতে আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছি।" স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমাকে একজনে এখানকার একজন মহাত্মার নিকটে পাঠাইয়া থাকেন, সেই মহাত্মা আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে থাক। তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত মায়া হইয়াছে। আমার নিকট থাকিলে, আমি তোমার

---

* ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, চন্দ্রলোকে স্থূলশরীর লইয়া যাইতে পারেন, এমন যোগী আমাদিগকে খুঁজিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন।

শরীর লইয়া আসিব।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা ভারতবর্ষের লোক-দিগকে নক্ষত্রলোকের অনেক খবর দি। পরে আসিব।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমিও তোমাদিগকে নক্ষত্রলোকের অনেক খবর দিব।" মীডিয়ম্ বলিল, "এখানে আমিও আসিব আর যিনি আমাকে পাঠান তাঁহাকেও আপনার আনিতে হইবে।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমি তাহাকে রাস্তা বলিয়া দিব, সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করিব। আমি তাহাকে লইয়া আসিব না (অর্থাৎ শূন্যপথে লইয়া যাইবেন না)।" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনি একবার বাঙলায় চলুন।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমি সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারি না। সাধারণ লোককে দেখা দিলে আমি আর এখানে আসিতে পারিব না।" এই কথার পর স্ত্রী মহাত্মা একখানা লাল কাপড় পরিয়া মীডিয়মকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এই ছেলেটী আমাকে দেও।" মহাত্মা বলিলেন, "এখন আমি দিতে পারি না।" স্ত্রী মহাত্মা মহাত্মার এই কথায় কোনরূপ উত্তর না করিয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী মহাত্মার বয়স সাড়ে তিন শত বৎসর। তাঁহার চুল পাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার মাথায় জটাও আছে। তিনি উলঙ্গ থাকেন। তিনি ৫২ বৎসর বয়সের সময়ে সংসার ত্যাগ করেন। যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন তখন তাঁহার ছেলে মেয়েও ছিল। তিনি বাঙ্গালী। তাঁহার অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) বংশে জন্ম হয়। জুনাগড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল।

মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন "মেয়ে সাধু তোমাকে রাখিতে চান, তুমি থাকিবে কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "থাকিব। আর যিনি আমাকে পাঠান, তাঁহাকেও আনিতে হইবে।"

মহাত্মা বলিলেন, "তাহাকেও নিয়া আসিব।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে আরও স্ত্রী মহাত্মা আছেন কি?" মহাত্মা বলিলেন, "আরও দুই জন আছেন। তাঁহাদের একজন ভারতবর্ষের লোক, আর একজন ভারতবর্ষের নয়।" মীডিয়ম্ বলিল, "গাইডিং প্রেতের* সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হইয়াছে। আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রেতাত্মাকে গাইডিং প্রেত করিতে চাই।" মহাত্মা বলিলেন, "তাহাকে ছাড়িও না। তাহা হইলে, সে তোমাদের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিবে। অন্য যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৪ঠা জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মার ত্রিশূলটী আশ্রমের উপরে দাঁড়াইয়া আছে। মীডিয়ম্ ত্রিশূলটীকে প্রণাম করিতেই মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া মীডিয়ম্কে বলিলেন, "আজ আমার কাজ আছে, কোথায়ও যাইব না। তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা একটী আংটির উপরে মীডিয়মকে বসাইয়া আংটিটী ছাড়িয়া দিলেন। আংটিটী মীডিয়মকে লইয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া আংটিটী একটী পাহাড়ের উপরে থামিয়া পড়িল। মীডিয়ম্ আংটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে মীডিয়মের পা আংটিতে আটকাইয়া গেল। এইরূপ মায়াসঙ্কটে পড়িয়া মীডিয়ম্ আংটিটীকে নমস্কার করিল। নমস্কার

---

* প্রেতলোকের যে প্রেতাত্মা মীডিয়মের প্রেতলোকে বিচরণাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে তাহাকে গাইডিংপ্রেত বলে। (প্রেতদর্শন দেখ)।

করিতেই মীডিয়মের পা আংটি হইতে ছাড়িয়া গেল। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৫ই জুলাই মীডিয়ম্ প্রেতলোকে যাইয়া গাইডিংপ্রেতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। এমন সময়ে, মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মশরীরে প্রেতলোকে গিয়া গাইডিংপ্রেতের সম্মুখ হইতে মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। গাইডিংপ্রেত ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ একখানা আসন বাহির করিয়া সেই আসনের উপরে মীডিয়মকে বসাইলেন। আসনের মধ্যে মীডিয়মের চেহারা দেখা যাইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়মের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া দিলেন, মাথায় কতকগুলি জটা লাগাইয়া দিলেন, জটার উপরে একটী সাঁপ জড়াইয়া দিলেন, হাতে একটী ত্রিশূল দিলেন, পায়ে একজোড়া খড়ম পরাইয়া দিলেন, গায়ে ভস্ম মাখিয়া দিলেন। এইরূপে মীডিয়মকে যোগীর বেশে সাজাইয়া মহাত্মা আপনিও একছড়া মালা গলায় পরিলেন, মাথায় একটী সাঁপ জড়াইলেন, হাতে একটী ত্রিশূল লইলেন, পায়ে একজোড়া বৌলাশূন্য খড়ম পরিলেন, গায়ে ভস্ম মাখিলেন। পরে, মীডিয়মের আসনের উপরে বসিয়া মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে পশ্চিম দিকে ১৩ মাইল দূরে গিয়া একটী গাছের তলায় দাঁড়াইলেন। সেই গাছটীতে অনেকগুলি সাঁপ আছে। মহাত্মা মীডিয়মকে প্রণাম করিতে বলিলেন। মীডিয়ম্ প্রণাম করিতেই গাছটীর সামনে ধপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মা মীডিয়মকে আবার প্রণাম করিতে বলিলেন। মীডিয়ম্ পুনরায় প্রণাম করিতে পাথরের মধ্য হইতে একজন

ীর্ঘকায় মহাপুরুষ বাহির হইলেন। এই মহাপুরুষের বয়স প্রায় দুই সহস্র বৎসর। আমাদের পরিচিত যোগীদিগের মধ্যে ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমরা াঁহাকে যোগেশ্বর বলিতাম।

যোগেশ্বর।

মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া খুব হাঁসিতে লাগিলেন। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমারকে তাঁহার বামপার্শ্বে ও মীডিয়ম্‌কে তাঁহার ডানপার্শ্বে বসাইয়া মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছ? কেন আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের নিকটে সমস্ত খবর জানিবার জন্য বাঙ্‌লা হইতে একজনে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" যোগেশ্বর বলিলেন, "আমরা সব খবর দিব।—যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি কিছু জানেন! আমরা যে এখানে আছি, তিনি কি প্রকারে জানিলেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। কেবল মেস্‌মেরিজম্‌বিদ্যা জানেন, যে উপায়ে আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনারা এখানে আছেন, এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি আমাকে এখানে পাঠান। দৈবযোগে এই মহাত্মার (মহাত্মা রজনীকুমারের) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।" যোগেশ্বর বলিলেন, "আচ্ছা"।

এই কথার পর, যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে খুব বড় একটা নদী দেখাইলেন। নদীর জল উপরদিকে চলিতেছে। নদীর মধ্য হইতে ধূম উঠিতেছে। নদীর ভিতরে নানা রঙ্গের মার্ব্বেল পাথর আছে। ক্ষণপরে নদীটিকে আর দেখা গেল না। যোগেশ্বর একখানা পাথরের উপরে হিন্দিতে এক পংক্তি কি লিখিয়া পাথরখানা তাঁহার আশ্রমের গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিলেন। কি যে লিখিলেন, মীডিয়ম্ হিন্দি না জানায় তাহা বুঝিতে পারিল না। যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনখানা চাহিলেন।

মীডিয়ম্ তাহার আসনখানা যোগেশ্বরকে দিল। আসনখানা দিতে যোগেশ্বর মীডিয়মের প্রতি অত্যন্ত খুশী হইলেন। একটু পরে আবার মীডিয়ম্‌কে আসনখানা ফিরাইয়া দিলেন। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে একটী ফল খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ ফলটী খাইল। ফলের মধ্য হইতে সাদা একটী বীচি বাহির হইল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "বীচিটী পুঁতিয়া দেও।" মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমের এক পার্শে বীচিটী পুঁতিয়া দিল। যোগেশ্বর বলিলেন, "তোমার জন্য গাছ হইয়া থাকিবে; তোমার ইচ্ছামত ফল খাইতে পারিবে। অদ্য যাও, আগামীকল্য আসিও।" এই বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বরের পিছে পিছে কতকগুলি সাঁপও পাথরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। যোগেশ্বরের অনেকগুলি সাঁপ আছে।

মীডিয়মের জন্য যোগেশ্বরের ফলের গাছ সৃষ্টির সংকল্প।

কানপুরে যোগেশ্বরের জন্ম হয়। যোগেশ্বর ৫০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ধবলগিরিতে যান। যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ভাই ও ভগ্নী ছিল, স্ত্রী পুত্র ছিল না। যোগেশ্বর পশ্চিম দেশীয় লোক হইয়াও অতি সুন্দর বাঙ্‌লা বলেন। যোগেশ্বর কিছুদিন বঙ্গদেশেও ছিলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া ময়দানের ন্যায় একটী স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। একজন দেবতা আসিয়া মহাত্মাকে প্রণাম করিলেন। মীডিয়ম্ দেবতার মাত্র হাত দুইখানিই দেখিতে পাইল, অন্য কোন অঙ্গ দেখিতে পাইল না। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?" মহাত্মা বলিলেন, "ইনি একজন দেবতা, তোমরা যেই দেবতার পূজা

দেবতাদর্শন।

কর।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কোথায় থাকেন?" মহাত্মা বলিলেন, "ইনি সর্ব্বত্রই থাকেন।— আমি তোমার সঙ্গে গিয়া তোমাকে পৌঁছাইয়া দিতেছি" মহাত্মা এই কথা বলিতেই মীডিয়মের জটা ত্রিশূলাদি যোগীর বেশটা আর দেখা গেল না। মহাত্মা মীডিয়মকে সঙ্গে লইয়া প্রায় দেড় শত মাইল আসিয়া মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৬ই জুলাই মীডিয়ম্ প্রেতলোকে যাইতেছিল। মীডিয়ম্ ২০ মাইল যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মের পূর্ব্বদিনের আসনখানার ন্যায় একখানা আসন বাহির করিয়া মীডিয়মকে বসিতে দিলেন। একটী পাথরের গ্লাসে একটী ফলের সরবৎ করিয়া মীডিয়মকে খাওয়াইলেন। সরবৎ খাইয়া মীডিয়মের শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "স্ত্রী সাধু তোমাকে যাইতে বলিয়াছেন। তিনি তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন, তাঁহার নিকটে চল।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া তিন মাইল দূর হইতে স্ত্রী মহাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া আকাশ-পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গেল। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে দেখিয়া বড়ই খুসী হইলেন। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আমি তোমার জন্য ব্যস্ত হইয়া তোমাকে চারিদিকে খুঁজিতেছিলাম।" এই কথা বলিয়া স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে একটী ফুল খাওয়াইলেন। ফুল খাওয়াইয়া স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে গেলেন। স্ত্রী মহাত্মা তাঁহার আশ্রমে ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন।

আশ্রমে গিয়া স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আমি পূজা করিয়া লই, পরে আমার দুইজন বন্ধু আছেন তাঁহাদের নিকট তোমাকে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া স্ত্রী মহাত্মা পূজায় বসিলেন। তাঁহার সামনে তিনটী হীরার পুতুল আসিল। স্ত্রী মহাত্মা কাঠ দিয়া পুতুল তিনটীকে পূজা করিলেন। সেই কাঠ আমাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "ঠাকুরকে নমস্কার কর।" মীডিয়ম্ পুতুল তিনটীকে নমস্কার করিতেই মীডিয়মের মাথার উপরে একটী ফুল পড়িল। স্ত্রী মহাত্মা সেই ফুলটী রাখিয়া দিলেন।

স্ত্রী মহাত্মার পূজা।

স্ত্রী মহাত্মা এক জোড়া খরম পায়ে দিলেন, মীডিয়মকেও এক জোড়া খরম পরাইয়া দিলেন। পরে স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া অন্য একজন স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গেলেন। সেই স্ত্রী মহাত্মা পাথরের একটী গোল বেড়ার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সামনে আগুন জ্বলিতেছে। আগুনের পাশে একটী ভস্মের স্তুপ আছে। তিনি উলঙ্গ। তাঁহার শরীর খুব কৃশ, তাঁহার রঙ্ খুব পরিষ্কার, তাঁহার চুল পাকে নাই, তাঁহার পায়ে এক ছড়া সোনার হার জড়ান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা।

মীডিয়মকে লইয়া প্রথম স্ত্রী মহাত্মাকে যাইতে দেখিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা বিস্মিত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি মীডিয়মকে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার আসনের উপরে বসাইলেন। ১ম স্ত্রী মহাত্মাকে একখানা আসন বসিতে দিলেন। ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমার নাম তিলকরাম।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমার বাড়ী দুমকা, জিলা সাঁওতাল পরগণা

২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমি হুনকার নাম বইতে পড়িয়াছি।" মীডিয়মের পরিচয়* লইয়া ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মের কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মাকে আমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ও ঠিকানাদি বলিল। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে ২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "সংসারও আমাকে দয়া করিল না, আমিও সংসারকে দয়া করিলাম না।" মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মার কথার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিল, "আমি আপনার এই কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমার ভার যাঁহার উপরে ছিল তিনি আমাকে দয়া করেন নাই।—আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি সংসার হইতে বাহির হইয়া আসি। তখন আমার মা ছিলেন, আমি তাঁহার মৃত্যু দেখি নাই। আমি ২৫ বৎসর যাবৎ এখানে আছি। এখন আমার বয়স ৩৯ বৎসর। বাঙ্গালী বৈষ্ণবকুলে আমার জন্ম হয়।" মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মার গায়ে গহনা না দেখিয়া আপনা হইতেই (অর্থাৎ আমার আদেশ ব্যতীতই) ২য় স্ত্রী মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার গহনা কোথায়?" ২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমি আসিবার সময়ে আমার গহনা বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি।"

২য় স্ত্রী মহাত্মা ১ম স্ত্রী মহাত্মাকে বলিলেন, "আপনি এখানে অনেক দিন যাবৎ আছেন, আপনার কোন ভয় নাই। আমি অল্প দিন যাবৎ আছি, আমাকে এই ছেলেটী দিন।" ১ম স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন "এখন

---

* মীডিয়ম্ বালকটীর নাম তিলকরাম। জাতিতে সাঁওতাল সাদেশ্বাপ। বয়স ১৪ বৎসর। জন্মস্থান ছুম্‌কা, জিলা সাঁওতাল পরগণা। মীডিয়ম্ বালকটী ভালরূপ বাঙ্‌লা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারিত।

এই ছেলেটী শরীর লইয়া আসিবে, তখন তোমাকে দিব।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন. "তুমি এখানে কবে আসিবে?" মীডিয়ম্ বলিল, "যে মহাত্মা আমাদিগকে সব দেখাইতেছেন, তিনি বলিয়াছেন,—ধবলগিরির সব বস্তু দেখিতে তিন বৎসর লাগিবে। আমরা ধবলগিরির সব বস্তু দেখিয়া সকল লোককে খবর দিয়া পরে আসিব।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "এত দিন কি করিয়া থাকিব।" মীডিয়ম্ বলিল. "আমি মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসিব।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রোজই প্রেতলোকে যাও?" মীডিয়ম্ বলিল. "আমি রোজই প্রেতলোকে যাইয়া থাকি।" ২য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমি প্রেতলোকে গিয়া আমার মায়ের আত্মাকে খুঁজিয়াছিলাম, তাঁহাকে পাওয়া গেল না।"

দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মের গায়ে হাত দিয়া একখানা কাপড় বাহির করিলেন। সেই কাপড়ের আঁচলে কি একটা জিনিস বাঁধিয়া দিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন. "সাধুকে (মহাত্মা রজনীকুমারকে) কাপড়খানা দিয়া আস।" মীডিয়ম্ কাপড়খানা লইয়া গিয়া মহাত্মা রজনী কুমারকে দিয়া ২য় স্ত্রী মহাত্মার নিকটে ফিরিয়া আসিল। ২য় স্ত্রী মহাত্মা দুঃখের সহিত মীডিয়ম্‌কে বলিলেন. "তুমি শীঘ্র শীঘ্র খবর দিয়া আসিও। রোজ আমার কাছে আসিতে চেষ্টা করিও।" এই বলিয়া ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ১ম ও ২য় স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া গেল।

মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আশ্রমে চল। গতকল্য যাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে। কিছুই নিয়া আসি নাই (অর্থাৎ জটা ত্রিশূলাদির কোন বস্তুই নিয়া যান নাই)।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে গেলেন।

আশ্রমে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র মীডিয়মের শরীরে পূর্ব্বদিনের যোগি-বেশের ন্যায় যোগীর বেশ বিকাশ পাইল। আজ আর মহাত্মার মীডিয়মকে জটা ত্রিশূলাদির এক একটী বস্তু দিয়া অনুক্রমে সাজাইতে হয় নাই। মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি করিয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিল, গতকল্য যোগেশ্বর পাথরের উপরে হিন্দিতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ বাঙ্লা ও ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্লা ভাষায় লেখা আছে—"ভারতসাগর মাঝে নাহি আর কেহই আমার।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরেজীতে কি লেখা আছে?" মহাত্মা বলিলেন, "আমি ইংরেজী জানি না, অন্য একজন সাধু ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। পরে উঁহার সঙ্গেও তোমার দেখা হইবে।"

মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "প্রণাম কর।" মীডিয়ম্ প্রণাম করিতেই যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশ্বরের কপালে কি একটা বস্তু * জ্বলিতেছে। সেই বস্তু হইতে একটা আলো বাহির হইয়া দূরে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আলোটা যে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থানটা জলের ন্যায় দেখাইতেছে। সেই বস্তুটার এত তেজঃ যে, উহার দিকে তাকাইতে মীডিয়মের কষ্ট বোধ হইতেছিল।

---

* শিবের মদনভস্ম কালের তৃতীয় নয়নের ন্যায় যোগেশ্বরের কপালের এই বস্তুটী যোগেশ্বরর তৃতীয় নয়ন। যোগ হইতে এই নয়নের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে যোগনয়ন বলে।

যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনখানা নিলেন ও মীডিয়মকে তাঁহার আসনখানা দিলেন। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনী কুমারকে তাঁহার আসনের একপাশে বসাইলেন এবং মীডিয়মকে তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে বসাইলেন। যোগেশ্বর তাঁহার হাত হইতে ত্রিশূলটী * ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিশূলটী পড়িয়া যাইতেই যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়মকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে উপর দিকে—উঠিতে লাগিলেন। যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারের স্থূলদেহ পাথরের উপরে পড়িয়া রহিল। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া দুই সেকেণ্ডের মধ্যে সাত লক্ষ মাইল উপরে উঠিয়া থামিলেন। যোগেশ্বর মীডিয়মকে নীচের দিকে তাকাইয়া আমাদের পৃথিবী দেখিতে বলিলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের শূন্যপথে গমন।

মীডিয়ম্ আমাদের পৃথিবী দেখিতে লাগিল—আমাদের পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমাদের পৃথিবীতে তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল। পৃথিবীর চারি দিকেই বড় বড় সমুদ্র। নদীগুলি বাঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। যোগেশ্বর আঙ্গুল দিয়া মীডিয়মকে ধবলগিরি ও কৈলাস পর্ব্বত দেখাইলেন। ভারতবর্ষ হইতে ধবলগিরি যাইবার রাস্তা দেখাইলেন। রাস্তাটী দার্জ্জিলিং হইয়া ধবলগিরি গিয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গের পরে আর মাটী নাই, কেবল পাহাড়। যোগেশ্বর বলিলেন, "সূর্য্যের সমস্ত কিরণ আমাদের সংসারে যায় না। সূর্য্যের নল আছে, সেই নলের ভিতর দিয়া সূর্য্যের অতি সামান্য কিরণ গিয়া আমাদের সংসারে পৌঁছে।" (যোগেশ্বর পৃথিবীকে

শূন্যপথ হইতে আমাদের পৃথিবীর দৃশ্য।

আমাদের পৃথিবীতে সূর্য্যের কিরণ।

---

* ধবলগিরির যোগীদিগের সকলেরই ত্রিশূল আছে। কোথায়ও যাইতে হইলে তাঁহারা ত্রিশূল লইয়াই যাইয়া থাকেন।

সংসার বলিতেন।) এই কথার পর, যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া শূন্যপথ হইতে ধবলগিরিতে নামিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। গতকল্য মীডিয়ম্‌ যোগেশ্বরের আশ্রমে যে ফলের বীচিটি পুঁতিয়া দিয়াছিল, আজ সেই বীচি হইতে একটী গাছ হইয়া রহিয়াছে। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে সেই গাছটী দেখাইলেন। গাছটীতে অনেক ফল ফলিয়া রহিয়াছে। ফলগুলি দেখিতে ডালিমের মত।

যোগেশ্বরের আশ্রমে মীডিয়মের জন্য ফলের গাছ।

যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে সেই গাছের একটী ফল খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্‌ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রম হইতে সরবৎ খাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া ফলটী খাইতে পারিল না। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "তুমি শরীর লইয়া আসিলেও এই গাছের ফল খাইবে। আজ যাও, কাল আসিও।" এই বলিয়া যোগেশ্বর তাঁহার ত্রিশূলটী আশ্রমের উপর রাখিয়া পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বর যে স্থান দিয়া নীচে গেলেন সেই স্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌ যোগেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া নমস্কার করিল। নমস্কার করিতেই আগুন ও ত্রিশূলটী অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্‌ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিব।

৭ই জুলাইঃ—আমার মীডিয়ম্‌ বালকটী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিত। সেই ব্রাহ্মণ অতি মূর্খ ছিল ও আমাদের এই কার্য্যের বিদ্বেষী ছিল। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের কার্য্যবন্ধ করার অভিপ্রায়ে আজ মীডিয়ম্‌ বালকটীকে মেস্‌মেরিক্‌ বৈঠকে আসিতে নিষেধ করিল। মীডিয়ম্‌ বালকটী তাহার আদেশ অমান্য করিয়া মেস্‌মেরিক্‌ বৈঠকে আসিতে পারিল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন।

পরে কয়েক জন ভদ্রলোক সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে সে মীডিয়ম্ বালকটীকে মেস্‌মেরিক্ বৈঠকে আসিতে আদেশ দিল। তাহার আদেশ পাইয়া মীডিয়ম্ বালকটী রাত্রি ১১টার সময়ে মেস্‌মেরিক্ বৈঠকে আসিল।

প্রত্যহ মীডিয়ম্‌কে রাত্রি ৯টার পরে ১০টার মধ্যে ধবলগিরিতে পাঠাইতাম। আজ রাত্রি ১১টার পরে মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরিতে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ ধবলগিরিতে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা যোগে বসিয়াছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ তোমার আসিতে দেরি হইয়াছে, কোথায়ও যাইব না।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে দেরির কারণ জানাইল। তথাপি মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া কোথায়ও গেলেন না। মহাত্মা মীডিয়মের দুই বগলে দুইটী পাখীর ডানা লাগাইয়া দিয়া মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৮ই জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে আশ্রমের উপরে বসাইয়া রাখিয়া পাথরের নীচে গেলেন। আবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উপরে উঠিয়া দুই ছড়া মালা, দুই খানা আসন ও দুইটী ত্রিশূল বাহির করিলেন। মীডিয়ম্ ও মহাত্মা মালাদির এক একটী করিয়া লইলেন। মহাত্মা মীডিয়মের মাথায় জটা লাগাইয়া দিলেন, গায়ে ভস্ম মাখিয়া দিলেন। মহাত্মা নিজের গায়েও ভস্ম মাখিলেন। পরে মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন।

মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই যোগেশ্বরের আশ্রমের গাছটী কাঁপিয়া উঠিল। গাছটাকে কাঁপিতে দেখিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "কাল সাধুর নিকটে আস নাই বলিয়া সাধুর রাগ হইয়াছে।—

যোগেশ্বরের ক্রোধ।

আবার প্রণাম কর।" মীডিয়ম্ পুনরায় প্রণাম করিল। গাছটী

আবার কাঁপিয়া উঠিল। মীডিয়ম্ আরও একবার প্রণাম করিল। গাছটী আবারও কাঁপিয়া উঠিল। মীডিয়ম্ গাছটীর নিকটে ক্ষমা চাহিল। তাহাতে গাছটী ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল। মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আশ্রমের নীচে গেলেন। মহাত্মা নীচে যাইতেই গাছটী আরও ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল। মহাত্মা উপরে উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ সাধুর সঙ্গে তোমার কিছুতেই দেখা হইবে না। যাহা হয় পরে দেখা যাইবে।" পূর্ব্বদিন যে যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনখানা নিয়াছিলেন, আজ সেই আসনখানা মহাত্মার নিকটে ফিরাইয়া দিয়াছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে চলিয়া আসিলেন।

যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে ৫ মাইল দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রম দেখাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, স্ত্রী মহাত্মা যোগনিদ্রায় আছেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই স্ত্রী মহাত্মা চম্‌কিয়া জাগিয়া উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞসা করিলেন, "কাল আস নাই কেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "কাল মহাত্মার নিকটে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমার আসিতে দেরি হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মা আমাকে কোথায়ও নিয়া যান নাই।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "সাধুকে আমার নিকটে লইয়া আস।" মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে গিয়া বলিল, "আপনাকে স্ত্রী মহাত্মা যাইতে বলিয়াছেন।" মহাত্মা বলিলেন, "আমাদের মেয়ে মানুষের নিকটে যাইবার অধিকার নাই।" মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহাত্মা বলিলেন যে, আপনাদের নিকটে তাঁহাদের আসিবার অধিকার নাই।" স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মের মুখে মহাত্মা রজনীকুমারের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ

করিয়া রহিলেন। পরে মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি তোমাকে পাঠান তিনি এখানে আসিবেন কিনা?" মীডিয়ম্ বলিল, "তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।" স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কত দিন পরে আসিবেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "তিনি যে কত দিন পরে আসিবেন তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।—গতকল্য যোগেশ্বরের নিকটে যাইতে পারি নাই বলিয়া যোগেশ্বর রাগ করিয়া আজ দেখা দেন নাই।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন. "তুমি পিছন ফিরাইয়া দাঁড়াও, আমি বলিতেছি।" মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার দিকে পিছন ফিরাইয়া দাঁড়াইল। একটু পরে স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "সাধু (যোগেশ্বর) দেখা দিবেন, মাপও করিবেন. কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় খুসী হইবেন না।" তৎপরে স্ত্রী মহাত্মা একখানা পাথরের উপরে কি লিখিয়া পাথরখানা মীডিয়মের হাতে দিয়া বলিলেন, "পাথরখানা সাধুর নিকটে লইয়া যাও, কি জবাব দেয় দেখ।" স্ত্রী মহাত্মা যে কোন্ ভাষায় লিখিলেন, মীডিয়ম্ তাহা বুঝিতে পারিল না। মীডিয়ম্ পাথরখানা লইয়া গিয়া মহাত্মা রজনীকুমারকে দিল। মহাত্মা পাথরখানার উপরে জবাব লিখিয়া মীডিয়মের হাতে পাথরখানা দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীসাধুকে দিয়া আস।" মহাত্মা যে কোন্ ভাষায় লিখিলেন. মীডিয়ম্ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ভাষায় লিখিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "আগে নিয়া দেও, পরে বলিব।" মীডিয়ম্ পাথরখানা আনিয়া স্ত্রী মহাত্মাকে দিল। স্ত্রী মহাত্মা জবাব পড়িয়া পাথরখানা রাখিয়া দিলেন। পরে স্ত্রী মহাত্মা একটী শ্বেত পাথরের গ্লাসে ফলের সরবৎ করিয়া মীডিয়মকে সরবৎ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনী কুমারের নিকটে চলিয়া গেল।

মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "আর কোথায়ও যাওয়া হউক আর নাই হউক, তোমাকে স্ত্রী সাধুর নিকটে লইয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা একটী পর্ব্বত-শিখরে তাঁহার স্থূলদেহ রাখিয়া সূক্ষ্ম-দেহে মীডিয়মকে লইয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উপরে উঠিয়া থামিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর আসিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "বেশী নয়, সাড়ে চারি লক্ষ মাইল।" মহাত্মা সেখান হইতে মীডিয়মকে সূর্য্যের একটী নল দেখাইলেন। নলটী আমাদের পৃথিবীর দিক হইতে উপর দিকে (অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে) ক্রমে মোটা হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা বলিলেন, "সূর্য্যের তিনটী নল আছে; উপরে নীচে ও মধ্যে। এইটী নীচের নল। এই নল হইতেই সূর্য্যের সামান্য আলো আসিয়া আমাদের পৃথিবীতে পড়ে।"

সূর্য্যের তিনটী নল।

(সূর্য্যলোক—সূর্য্য একটী গোলাকার অগ্নিপিণ্ড বিশেষ। সেই গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের মধ্যে একটী পৃথিবী আছে। সেই পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুও আছে। যেমন জলচর জীবের শরীরে জলের অংশ অধিক বলিয়া জলচর জীবের জলের মধ্যে বাস করিতে কোনও কষ্ট হয় না; সেইরূপ সূর্য্যলোকের জীবের শরীরে অগ্নির অংশ অধিক বলিয়া সূর্য্যলোকের জীবের সূর্য্যলোকে বাস করিতে কোনও কষ্ট হয় না।

সূর্য্য এক স্থানেই আছে। সূর্য্যের তিন দিকে তিনটী নল আছে। নল তিনটী তাম্রাদি অনেক প্রকার ধাতুতে প্রস্তুত। সূর্য্যের গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের সীমাদেশ হইতে নল তিনটী ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের কিরণের শক্তিতে নল তিনটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের

নল তিনটী তাম্রাদি ধাতুতে প্রস্তুত বলিয়া সূর্য্যের কিরণের মধ্যেও তাম্রাদি ধাতুর অংশ দেখা যায়।

সূর্য্যের আলো এই ক্রম-সূক্ষ্ম-নলের মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীগুলিকে আলোকিত করে। ক্রম-সূক্ষ্ম-নলের মধ্য দিয়া আলো আসিলেই আলো বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ক্রম-সূক্ষ্ম-নল ভিন্ন আলো বহুদূরে যাইতে পারে না। সূর্য্যের নল আছে বলিয়াই সূর্য্য হইতে আলো আসিয়া পৃথিবীগুলিকে আলোকিত করিতে সক্ষম হয়। সূর্য্যের নল না থাকিলে সূর্য্য হইতে আলো আসিয়া সুদূরস্থ পৃথিবী-গুলিকে আলোকিত করিতে পারিত না। সূর্য্যের এক একটী নলের আলো দ্বারা বহুসংখ্যক পৃথিবী আলোকিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের একটী নল হইতে অতি সামান্য আলো আসিয়া আমাদের পৃথিবীকে আলোকিত করে। আমরা প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের নল-মুখের গোলাকার আলোটাকেই আমরা সূর্য্য বলিয়া দেখিয়া থাকি। সূর্য্যের তিনটী নল হেতু একই সূর্য্যে তিনটী সূর্য্য হইয়াছে।

সূর্য্যের চারিদিক্ দিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহগণের কক্ষপথ নয় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরে না। সূর্য্যের নল-মুখের সম্মুখদেশে পৃথিব্যাদি গ্রহগণের কক্ষপথ। সূর্য্যের যে নল-মুখের সম্মুখদেশে যে গ্রহ অবস্থিত, সেই নল-মুখের সম্মুখদেশেই সেই গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। ধূমকেতুগুলির গতি গ্রহগণের গতির নিয়মের বহির্ভূত।)

সূর্য্যের নল দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া শূন্যপথ হইতে ধবলগিরিতে নামিয়া আসিলেন। ধবলগিরিতে আসিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মকে লইয়া সেই পর্ব্বত-শিখর হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

মহাত্মা আশ্রমে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে একটী উচু পাথরের উপরে বসাইয়া বলিলেন, "একটী গল্প শুনিয়া যাও।" এই বলিয়া মহাত্মা গল্প বলিতে লাগিলেন,—"আমি যখন সংসারে ছিলাম তখন আমার ন্যায় কষ্ট কেহই পায় নাই। আমি দুঃখে দুঃখে সংসার হইতে বাহির হইলাম। যখন আমি আসি তখন আমার কাছে একটী পয়সাও ছিল না। আমি ভিক্ষা করিতে করিতে এখানে আসি। তোমরা যখন আসিবে তখন কিছুই নিয়া আসিও না, কেবল পরমেশ্বরের নাম করিতে করিতে আসিও। এখানে (ধবলগিরিতে) আসিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল। হঠাৎ একজন সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হইল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ হইতে।" এই কথা বলিতেই সাধু অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ পর্য্যন্ত আর সেই সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। অন্য একজন সাধু আমার গুরু। এখন আমার ন্যায় সুখী অতি কম লোক। আমি এখান হইতে ভারতবর্ষের ও আমার বাড়ীর খবর সর্ব্বদা পাই। আজ আর গল্প বলিব না, তোমাদের বৈঠকে প্রেতাত্মার আসার কথা আছে। অন্য দিন আরও বলিব।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা প্রকাণ্ড একটী সাপ বাহির করিয়া সাপটীকে একটী পাখী তৈয়ারী করিলেন। সেই পাখীর উপরে মীডিয়ম্‌কে বসাইয়া খুব জোরে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ অতিবেগে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

মহাত্মা রজনীকুমারের গল্প কথন।

মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলে পর, মীডিয়ম্‌কে প্রেতলোকে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ প্রেতলোকে গিয়া আজ আমাদের প্রেতবৈঠকে যে প্রেতাত্মার আসিবার কথা ছিল, সেই প্রেতাত্মাকে লইয়া আসিল।

এত দিন মীডিয়ম্‌কে প্রথমতঃ প্রেতলোকে পাঠাইতাম। মীডিয়ম্ প্রেতলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিলে পর, মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরিতে পাঠাইতাম। এই তারিখ (অর্থাৎ ৮ই জুলাই) হইতে মীডিয়ম্‌কে প্রথমতঃ ধবলগিরিতে পাঠাইতে লাগিলাম। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলে পর, মীডিয়ম্‌কে প্রেতলোকে পাঠাইতাম।

৯ই জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার আসনের উপরে বসাইয়া বলিলেন, "যিনি রাগ করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে বুঝিয়া আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মের গলায় একটী সাপ জড়াইয়া দিলেন। মীডিয়মের বগলে একখানা আসন ও হাতে একটী ত্রিশূল দিলেন। মহাত্মা নিজেও গলায় একটা সাপ জড়াইলেন, এবং একখানা আসন ও একটী ত্রিশূল লইলেন। পরে মীডিয়ম্‌কে তাঁহার জানুর উপরে বসাইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে লইয়া গেলেন।

মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিল, যোগেশ্বরের গাছটীর নীচে কতকগুলি সাদা পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। আজ মীডিয়ম্ তাহার গাছটী দেখিতে পাইল। গতকল্য মীডিয়ম্ তাহার গাছটীকে দেখিতে পায় নাই। মীডিয়ম্ প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিয়া বসিলেন। আজ তাঁহার চোখ খুব লাল দেখা যাইতেছে। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে তাঁহার কাছে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে শীঘ্রই নিয়া আসিতে হইবে।— তোমার গাছে ফল ফলিয়াছে, খাইবে কি? চল, উপর হইতে আনি

পরে ফল খাইবে।" এই বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনখানা নিলেন ও মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আসনখানা দিলেন। যোগেশ্বর একটী ত্রিশূল লইলেন। মীডিয়মের পায়ে একজোড়া খরম পরাইয়া দিলেন। পরে যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমারকে তাঁহার বসিবার স্থানে বসাইয়া রাখিয়া সূক্ষ্মদেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে উপরদিকে উঠিতে লাগিলেন। যোগেশ্বরের স্থূলদেহ আশ্রমের উপরে পড়িয়া রহিল। যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া এক মিনিটের মধ্যে একটী নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের নিকটে গিয়া পৌছিলেন। আলোমণ্ডলের নিকট হইতে যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে আমাদের এই পৃথিবী দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমাদের সংসার ছোট দেখা যাইতেছে।" মীডিয়ম্ আমাদের পৃথিবী দেখিয়া বলিল, "আমাদের পৃথিবীকে একটী মার্বলের ন্যায় ছোট দেখাইতেছে।" মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইটী কোন্ তারা?" যোগেশ্বর বলিলেন, "কয়টী তারার নাম জান?" মীডিয়ম্ ধ্রুব, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি কয়েকটী তারার নাম লইল। যোগেশ্বর-বলিলেন, "প্রথমটী (অর্থাৎ ধ্রুবতারা)।" ধ্রুব-নক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের নিকট হইতে ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীকে ধুমাচ্ছন্ন দেখাইতেছে। ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীর জীবজন্তুও দেখা যাইতেছে। যোগেশ্বর তাঁহার ত্রিশূলটী আলো-মণ্ডলের আলোতে লাগাইতেই আলো-মণ্ডলের মধ্যে একটী ফাঁক্ হইয়া গেল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীতে গিয়া নামিলেন। আলো মণ্ডলের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে মীডিয়মের শরীরে (সূক্ষ্ম শরীরে)

মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের ধ্রুবলোকে গমন।

ধ্রুবলোকের আলো-মণ্ডলের নিকট হইতে ধ্রুবলোকের পৃথিবীর দৃশ্য।

অত্যন্ত তাপ লাগিতেছিল। ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীতে গিয়া মীডিয়মের আর তাপ লাগে নাই। ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীতে নামিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আমাদের সংসার হইতে ধ্রুবলোক পাঁচকোটি মাইল দূরে।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোকের একটী গ্রামের নিকটে গেলেন। মীডিয়ম্

আমাদের পৃথিবী হইতে ধ্রুবলোকের দূরত্ব।

ধ্রুবলোকের গ্রামের দৃশ্য দেখিতে লাগিল—সেখানের মানুষগুলি আমাদের হাতের সাড়ে পাঁচহাত লম্বা। তাহাদের রঙ্‌ খুব সাদা। তাহাদের সকলের পরিধানেই গেরুয়া রঙ্গের কাপড়। সেখানের গাছপালা ঘর দরজা সমস্ত বস্তুই সাদা, মাটীও সাদা। ঘরগুলি বঙ্গদেশের ধানের মোড়ার ন্যায় গোল। ঘরগুলি যে জিনিসে তৈয়ারী সেই জিনিস আমাদের দেশে (আমাদের পৃথিবীতে) হয় না। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আমরা যে উজ্জ্বল আলোটা দেখিতে পাই, এই জায়গার লোকের সেই আলোটার উপলব্ধি নাই। (অর্থাৎ আমরা ধ্রুব-নক্ষত্রের যে উজ্জ্বল আলোটা দেখিতে পাই, ধ্রুবলোকবাসীরা সেই আলোটা অনুভব করে না।) এই দেশের চন্দ্র সূর্য্য এক। এই দেশে কেবল সূর্য্যের আলোই আছে। (অর্থাৎ ধ্রুবলোকের কোনও চন্দ্র নাই। ধ্রুবলোকে একমাত্র সূর্য্যই আলো দিয়া থাকে।) সূর্য্যের আলো থাকে বলিয়াই আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। (অর্থাৎ ধ্রুবলোককে উজ্জ্বল দেখিয়া থাকি।) এই দেশেও যোগী আছেন। তাঁহারা আমাদের

ধ্রুবলোকের মানুষ ও ঘরবাড়ী।

দেশের যোগীর ন্যায় অত উন্নত নয়। এই দেশে পালী ভাষা ও পালীধর্ম্ম। এই দেশেও বড় বড় সমুদ্র আছে। বড় বড় জাহাজও আছে, রেলওয়ে নাই। ৬৫ বৎসর হইল এই দেশের লোকে আমাদের দেশ দেখিবার জন্য একটী যন্ত্র তৈয়ারী

ধ্রুবলোকের ভাষা ও ধর্ম্ম।

করিয়াছে। চন্দ্রলোকেও আমাদের দেশ দেখিবার জন্য একটী যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। চল, সেই যন্ত্র দিয়া আমাদের দেশ দেখি।" এই বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোকবাসীরা আমাদের পৃথিবী দেখিবার জন্য যে যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে সেই যন্ত্রের নিকটে গেলেন।

ধ্রুবলোকে আমাদের পৃথিবী দেখিবার যন্ত্র।

যন্ত্রটী ধাতু কাচ প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারী। যন্ত্রটীর একটী নল আছে। নলটী খুব বড়। যন্ত্রের মধ্যে একটী আলো জ্বলিতেছে। যোগেশ্বর ও মীডিয়ম্ সেই যন্ত্রের মধ্যদিয়া আমাদের পৃথিবী দেখিতে লাগিল—আমাদের পৃথিবীতে জলের অংশ বেশী। আমাদের পৃথিবীর পাহাড়গুলি ধূমাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে। আমাদের পৃথিবীর জীবজন্তুও দেখা যাইতেছে। যোগেশ্বর মীডিম্‌কে বলিলেন, "আমাদের সংসারের লোকে এখন পর্য্যন্তও এই প্রকার যন্ত্র তৈয়ারী করে নাই।" যন্ত্রের নল দেখিয়া মীডিয়মের সূর্য্যের নলের কথা মনে পড়ায় মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "সূর্য্যের নল তিনটী কি দিয়া তৈয়ারী?" যোগেশ্বর বলিলেন, "অনেক প্রকার ধাতু দিয়া তৈয়ারী। সূর্য্যের কিরণের শক্তিতে নল তিনটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্য এক জায়গায়ই আছে।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোকের সেই যন্ত্রের নিকট হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

ধ্রুবলোকের যন্ত্র দিয়া যোগেশ্বর ও মীডিয়মের আমাদের পৃথিবী দর্শন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে ফল খাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ তাহার গাছে চড়িয়া কয়েকটী ফল খাইল। মীডিয়মের গাছের ফল খুব মিষ্ট। মীডিয়মের গাছটীতে অনেকগুলি সাপ থাকে। যোগেশ্বর তাঁহার ত্রিশূলটী লইয়া পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বর নীচে যাইতেই তাঁহার গাছটী ছোট

হইয়া গেল। আজ আর যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনখানা মীডিয়ম্‌কে ফিরাইয়া দেন নাই।

মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া ৯ মাইল দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, স্ত্রী মহাত্মা পূজা করিতেছেন। স্ত্রী মহাত্মার চুল খোলা রহিয়াছে। তাঁহার কাছে আয়না চিরুণীও আছে। তাঁহার আশ্রমে অনেকগুলি পুতুল আছে। তাঁহার আশ্রমে একটী ভস্মের স্তুপ আছে। সেই স্তূপের উপরে তিনি শুইয়া থাকেন। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কাছে ডাকিয়া নিয়া বসাইলনে। তিনি মীডিয়ম্‌কে এক গ্লাস সরবৎ খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে বলিল, "আমি ফল খাইয়া আসিয়াছি, আমার পেট ভরিয়া গিয়াছে, আজ আর সরবৎ খাইব না।" স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আচ্ছা, অদ্য যাও।" মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনী-কুমারের নিকট চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "সাধু (যোগেশ্বর) খুব খুসী হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে তোমাদের অসুবিধা ও কষ্টের কথা জানাইয়াছি। তিনি বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে জানি নাই।" তিনি তোমাদিগকে মাপ করিয়াছেন।—তোমাকে দ্রুতবেগে পাঠাইয়া দিতেছি। নতুবা তোমাদের কার্য্যের (প্রেতলোক সম্বন্ধীয় কার্য্যের) ক্ষতি হইবে। এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ অতিবেগে আসিয়া স্থূল শরীরে প্রবেশ করিল।

মীডিয়ম্ মেস্মেরিক্ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াও ধবলগিরিতে যে ফল খাইয়াছিল তাহার মিষ্টত্ব অনুভব করিতেছিল।

১০ই জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। আজ মীডিয়মের যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে কোনও যোগীর নিকটে লইয়া গেলেন না। মহাত্মা তাঁহার স্থূলশরীর আশ্রমের উপরে রাখিয়া সূক্ষ্মশরীরে মীডিয়ম্‌কে লইয়া কয়েক শত মাইল শূন্যপথে উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের দিকে একটী নদী দেখাইলেন। সেই নদীর এক পাশে একটী পাহাড় আছে। নদীর মধ্যে একটী ফটক আছে। ফটকের দুইদিকে দুইটী পতাকা আছে। নদীর মধ্যে অনেকগুলি জাহাজ আছে। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এইটী বিলাত যাওয়ার রাস্তা। ইংরেজেরা অল্পদিনের মধ্যে খুব উন্নতি করিয়াছে।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া শূন্যপথ হইতে ধবলগিরিতে নামিয়া আসিয়া একটী গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা আঙ্গুল দিয়া সেই গাছটীকে স্পর্শ করিতেই গাছটীকে আর দেখা গেল না। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে সেদিন (৮ই জুলাই) পাথরের উপরে স্ত্রী মহাত্মার কথার জবাব লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কোন্ ভাষায়?" মহাত্মা বলিলেন, "উড়িয়া ভাষায়।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "আর একদিন (৬ই জুলাই) অপর স্ত্রী মহাত্মা কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া আপনাকে কি জিনিস দিয়াছিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "ধুলা পড়িয়া দিয়াছিলেন। কেহ কিছু

গণিয়া পাঠাইলে সেই ধূলা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।" এই কথার পর মহাত্মা মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১১ই জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে যাইতেছিল। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রমের কিছু দূরে থাকিতেই মহাত্মাকে একটী গাছ-তলায় বসা দেখিতে পাইল। মহাত্মাকে দেখিতে পাইয়া মীডিয়ম্ মহাত্মার নিকটে গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমের কাছে গিয়া মীডিয়মকে স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া একখানা উঁচু পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, স্ত্রী মহাত্মা কতকগুলি পশু লইয়া খেলা করিতেছেন। স্ত্রী মহাত্মাই সেই পশুগুলিকে পুষিয়া থাকেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাধুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আস।" মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে নমস্কার করিতেই স্ত্রী মহাত্মা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া গেল।

মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে মীডিয়মকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ পাথরের মধ্যে গিয়া দেখিল, যোগেশ্বরের সাম্নে আগুন জ্বলিতেছে। যোগেশ্বর ১৬ হাত পাথরের নীচে থাকেন। যে স্থানে থাকেন সেই স্থানটী একটী ছোট কোঠার মত। যোগেশ্বর মীডিয়মের গায়ে ভস্ম মাখিয়া দিলেন। ভস্ম মাখিয়া দেওয়ার পর, মীডিয়মের মাথার উপর দিয়া পাথর ফাটিয়া ফাঁক্ হইয়া গেল। যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া সেই

যোগেশ্বরের থাকিবার স্থান।

ফাঁকের মধ্য দিয়া আসিয়া আশ্রমের উপরে উঠিলেন। আশ্রমের উপরে উঠিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে ফল খাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্‌ তাহার গাছ হইতে একটী ফল ছিঁড়িয়া খাইল। ফল ছিঁড়িবার সময়ে মীডিয়মের উরুতে একটী পোকায় কাটিয়া দিল। মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে পোকায় কাটায় মীডিয়মের স্থূলদেহের উরু হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। হঠাৎ যোগেশ্বরের সাম্‌নে ধপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিতেই যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে যাইতে লাগিলেন। যোগেশ্বরের স্থূলদেহ আশ্রমের উপরে পড়িয়া রহিল। মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রমেই বসিয়া রহিলেন।

মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহে পোকায় কাটা।

যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া এক মিনিটের মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্রের আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া ধ্রুবনক্ষত্রের পৃথিবীতে গিয়া পৌছিলেন। যোগেশ্বর মীডিয়মের গায়ে ভস্ম মাখিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আজ আর আলোমণ্ডলের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে মীডিয়মের গায়ে (সূক্ষ্ম-শরীরে) তাপ লাগে নাই। ধ্রুবলোকের পৃথিবীতে পৌছিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া একটী পর্ব্বতের উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতটী একটী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এই পর্ব্বতে ধ্রুবলোকের যোগীরা বাস করেন। এই পর্ব্বতটী ধ্রুবলোকের যোগি-নিবাস পর্ব্বত *। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে সেই পর্ব্বতের উপরে

ধ্রুবলোকে ২য় দিবস।

ধ্রুবলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বত।

* সকল পৃথিবীতেই যোগীদিগের বাসের জন্য একটী করিয়া স্বতন্ত্র পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে যোগী ভিন্ন সাধারণ লোকে বাস করিতে পারে না। যোগীরা বাস করেন বলিয়া সেই পর্ব্বতকে যোগি-নিবাস-পর্ব্বত বলে। যেমন, ধবলগিরি ও কৈলাস পর্ব্বত আমাদের এই পৃথিবীর যোগি-নিবাস-পর্ব্বত।

একটী গাছ দেখাইলেন। গাছটীতে ডাল নাই, সাদা সাদা পাতা আছে। গাছটীতে তিনটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যোগেশ্বর অনেক দূরে মীডিয়মকে একটী গ্রাম দেখাইলেন। গ্রামের ঘরগুলি গোল ও সাদা। ঘরগুলি মন্দিরের

ধ্রুবলোকের গরু।

ন্যায় দেখাইতেছে। গ্রামের প্রান্তে অনেকগুলি গরু চরিতেছে। গরুগুলি ছোট ছোট ও সাদা। যোগেশ্বর মীডিয়মকে দূরে একটী পাহাড় দেখাইলেন। পাহাড়টীর মাঝখানটা

ধ্রুবলোকে জাহাজ।

সাদা আর চারিপাশ কাল। যোগেশ্বর মীডিয়মকে সেই সমুদ্র মধ্যে বড় বড় কয়েক খানা জাহাজ দেখাইলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই দেশের সমাজ ও

ধ্রুবলোকের আইন।

আইন কানুন সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না?" যোগেশ্বর বলিলেন, "আমি অতি সামান্যই জানি। এই দেশে আইন নাই; যাহার জোর বেশী তাহারই আইন। কি প্রকারে আইন হইবে, ইহারা তাহাই ভাবিতেছে ও চেষ্টা করিতেছে। এই দেশে লোক সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই দেশে একই ভাষা, ধর্ম্মও এক। এই

ধ্রুবলোকের প্রধান খাদ্য।

দেশেও চাষ হয়, ধান হয় না।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর মীডিয়মকে সরিষার ন্যায় ছোট ছোট কতকগুলি সাদা বীচি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেশে এই জিনিস হয়, ইহাই এই দেশের প্রধান খাদ্য। এই দেশটা খুব ঠাণ্ডা। আমাদের সংসার হইতে ধ্রুবলোক অনেক বড়। আমাদের সংসার হইতে চন্দ্রও বড়। এখান হইতে (ধ্রুবলোক হইতে) চন্দ্রলোক অনেক উঁচুতে।" যোগেশ্বরের এই কথা বলার পর, একজন দীর্ঘকায় পুরুষ

ধ্রুবলোকের যোগী।

আসিয়া মীডিয়মের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাথায় জটা আছে। তিনি সেই দেশের একজন যোগী। তাঁহার অতি সামান্য শক্তি। তিনি সূক্ষ্মদেহ লইয়াও আমাদের পৃথিবীতে

আসিতে পারেন না। • ধ্রুবলোকের যোগী মীডিয়মের নিকটে আমাদের পৃথিবীতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে বলিল, "ইনি আমাদের দেশে যাইতে চাহেন।" যোগেশ্বর বলিলেন, "ইঁহার নিকটে এই দেশের সব খবর লইয়া, পরে ইঁহাকে ধবলগিরিতে লইয়া যাইব।" মীডিয়ম্ বলিল, "ইঁহাকে ধবলগিরি লইয়া গেলে আমাদের নিকটেও কয়েক দিন রাখিতে হইবে।" যোগেশ্বর বলিলেন, "আগে ধবলগিরিতে নিতে দেও, পরে দেখা যাইবে।—ইঁহাকে নমস্কার কর।" মীডিয়ম্ ধ্রুবলোকের যোগীকে নমস্কার করিতে ধ্রুবলোকের যোগী মীডিয়মকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে নীচে * নিয়া চল।" মীডিয়ম্ ধ্রুবলোকের যোগীকে বলিল, "ইনি (যোগেশ্বর) বলিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে আপনাদের দেশের সব খবর লইয়া পরে আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইবেন।" মীডিয়ম্ এই কথা বলিতেই ধ্রুবলোকের যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ধ্রুবলোকের যোগীর আমাদের পৃথিবীতে আসিবার ইচ্ছা।

ধ্রুবলোকের যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন পর, যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া ধ্রুবলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিয়া একটী সরোবরের তীরে দাঁড়াইলেন। সরোবরটী খুব বড়। চারিদিক্ হইতে বরফ-গলা-জল আসিয়া সরোবরের মধ্যে পড়িতেছে। সরোবরের মধ্যে সাদা সাদা অনেক কাছিম আছে। সরোবর দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে সরোবর।

---

* ধ্রুবলোক হইতে আমাদের পৃথিবী একটু নীচের দিকে দেখাইয়া থাকিবে। এই জন্য আমাদের পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া ধ্রুবলোকের যোগী 'নীচে' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণমেরু হইতেও অনেক গ্রহনক্ষত্রকে নীচের দিকে দেখাইয়া থাকিবে।

আশ্রমে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "আমি শরীর (স্থূল-শরীর) লইয়াও ধ্রুবলোকে যাইতে পারি। ১০ মিনিটের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে পারি। শরীর লইয়া যাইতে একটু ভারি বোধ হয়। এই ভাবে (সূক্ষ্মদেহে) যাওয়াই বেশ।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর পাথরের উপরে একটী চড় মারিলেন। চড় মারিতেই ছাই উড়িয়া উঠিল। যোগেশ্বরকে আর দেখা গেল না।

মীডিয়মকে গাছের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন।

মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া নমস্কার করিল। মীডিয়ম্ নমস্কার করিতেই যোগেশ্বরের গাছটী একটু নুইয়া গিয়া মীডিয়মকে আশীর্ব্বাদ জানাইল। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। কিছুদূর আসিলে পর, মীডিয়ম্ অনেক

পাহাড়ের মধ্যে দেবতাদের প্রবেশ।

দূরে একটী পাহাড়ের মধ্যে কতকগুলি মানুষকে ঢুকিয়া যাইতে দেখিল। মানুষগুলির মুখ খুব লাল। মানুষগুলিকে ছোট ছোট দেখা গেল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল. "তাঁহারা কে?" মহাত্মা বলিলেন, "তাঁহারা দেবতা। যাঁহাদের কৃপায় আমরা এখানে আছি।" এই কথা বলিতে না বলিতেই মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহারা আসিয়া পৌছিলেন।

আশ্রমে আসিলেন পর মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "আমার উরুতে বড়ই জ্বালা করিতেছে।" মহাত্মা বলিলেন, "ফলের উপরে বড় বড় পোকা ছিল, সেই পোকায় কাটিয়াছে।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়মের উরুতে একটী ফুঁ দিয়া দিলেন। ফুঁ দিতেই মীডিয়মের জ্বালা চলিয়া গেল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বলিল, "যোগেশ্বর আজও আমাকে ধ্রুবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ধ্রুবলোকের একজন যোগী আমাদের দেশে আসিতে চাহিয়াছেন। যোগেশ্বর বলিয়াছেন,—তাঁহাকে

ধবলগিরিতে লইয়া আসিবেন।" মহাত্মা বলিলেন, "ধ্রুবলোকের মানুষ নিয়া আসিলে আমিও দেখিব তোমাদের নিকটেও পাঠাইতে চেষ্টা করিব। তোমরা সাধুকে (যোগেশ্বরকে) রাগাইয়াই খারাপ করিয়াছ, নচেৎ অনেক সুবিধা হইত।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী প্রজাপতি তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ প্রজাপতি রূপে আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

আমার মীডিয়ম্ বালকটী অপরের অধীনে থাকায় আমাদের কার্য্যে অসুবিধা হইত। এইজন্য, মীডিয়ম্ বালকটীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে মনন করিয়া ১২ই জুলাই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই মীডিয়ম্‌কে স্থানান্তরিত করিবার জন্য মহাত্মা রজনকুমারের নিকটে আদেশ লইয়াছিলাম। আমি মীডিয়ম্ বালকটীকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ২২শে জুলাই কলিকাতায় গিয়া মেস্‌মেরিক্ বৈঠকের স্থান ঠিক করি। এই কারণে, ১২ই জুলাই হইতে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য বন্ধ ছিল।

২৩শে জুলাই মীডিয়ম্‌কে ধবলগিরি পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ ধবলগিরিতে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ভাল আছ ত?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের কৃপায় আমরা ভালই আছি।" এই কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিল, আশ্রমের উপরে একটী ত্রিশূল

দাঁড়াইয়া আছে। মীডিয়ম্ ত্রিশূলটীকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ত্রিশূলের মাথায় যোগেশ্বরকে বসা দেখিতে পাইল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ কোথায়ও যাইর না— ফল খাইয়া যাইও।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর পাথরের উপরে একটী চড় মারিলেন। চড় মারিতেই ধূলা উড়িয়া উঠিল। যোগেশ্বর পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ তাহার গাছ হইতে কয়েকটী ফল খাইল। মীডিয়ম্ ফল খাইলে পর, মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মার নিকটে গেল। স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া বড়ই খুসী হইলেন। তিনি মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন আস নাই কেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা পূর্ব্বে যে স্থানে ছিলাম সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে বলিয়া এত দিন আসিতে পারি নাই।" স্ত্রীমহাত্মার সঙ্গে মীডিয়মের আরও দুই চারিটী কথা হইল *। পরে স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া আসিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী পাখী তৈয়ারী করিলেন। পাখীটি একটী ফল মুখে করিয়া আছে। মহাত্মা ফল-মুখে-পাখীটিকে হাত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। ফল-মুখে-পাখীরূপী মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

* স্ত্রী মহাত্মা ও মহাত্মাদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিষয়ে যে সমস্ত কথা হইত, তাহার অনেক কথাই উল্লেখ করা হয় নাই।

২৪শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী ত্রিশূল ও একখানা আসন দিলেন। মহাত্মা নিজেও একটী ত্রিশূল ও একখানা আসন লইলেন। পরে মীডিয়ম্‌কে কোলে বসাইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিল, যোগেশ্বর বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর মীডিয়মের আসনের সঙ্গে তাঁহার আসনখানা বদল করিয়া লইলেন। পরে যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে ধ্রুবলোকের আলোমণ্ডলের নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। আলোমণ্ডলের নিকটে গিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আগে আগে যাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ আগে আগে যাইতে লাগিল। যোগেশ্বর পদ্মাসনে বসিয়া মীডিয়মের পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন। এই ভাবে যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া ধ্রুবলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতের উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবলোকের পরিচিত যোগী মীডিয়মের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীডিয়ম্ ধ্রুবলোকের যোগীকে ধ্রুবলোকের প্রধান প্রধান জিনিস দেখাইতে অনুরোধ করিল। ধ্রুবলোকের যোগীর আজ মীডিয়ম্‌কে দেখাইতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; তথাপি তিনি মীডিয়ম্‌কে লইয়া গিয়া কয়েক খানা জাহাজ দেখাইলেন। জাহাজ দেখাইয়া তিনি মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "৫০ বৎসর হইল আমাদের দেশে জাহাজ তৈয়ারী * হইয়াছে।" তারপর মীডিয়ম্‌কে একটী

ধ্রুবলোকে ৩য় দিবস।

ধ্রুবলোকের যোগীর মীডিয়ম্‌কে ধ্রুব-লোকের দৃশ্য প্রদর্শন।

---

* ধ্রুবলোকবাসীরা আমাদের পৃথিবী দেখিবার জন্য যে যন্ত্রটী তৈয়ারী করিয়াছে, সেই যন্ত্র দিয়া আমাদের পৃথিবীর জাহাজ দেখিয়া তাহারা জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছে।

পুকুর পারে লইয়া গিয়া একটী লাল মন্দির দেখাইলেন। মন্দির দেখাইয়া ধ্রুবলোকের যোগী মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের নিকটে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্‌ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে দেশে আইন কানুনের বন্ধন নাই সেই দেশের লোকে কি প্রকারে জাহাজ তৈয়ারী করিল?" যোগেশ্বর বলিলেন, "যদিও এই দেশে আইন কানুন নাই, তথাপি ইহারা সকলে মিলিয়া জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছে।—এই দেশে অন্ধকার নাই, সর্ব্বদাই আলো (অর্থাৎ ধ্রুবলোকে রাত্রি নাই, সর্ব্বদাই সূর্য্যের আলো থাকে)।" এই কথার পর যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "তাঁহার (ধ্রুবলোকের যোগীর) দেখান শেষ হইলেই তাঁহাকে ধবলগিরিতে লইয়া আসিব। ইতিমধ্যে লোকের বিশ্বাসের জন্য তোমাদের ওখানেও কিছু করিব।" এই কথা বলার পর যোগেশ্বরের সাম্‌নে ধপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যোগেশ্বরকে আর দেখা গেলনা।

মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্‌ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, স্ত্রী মহাত্মা পূজা করিতেছেন। তাঁহার সাম্‌নে আগুন জ্বলিতেছে। আগুনের মধ্যে কতকগুলি পুতুল আছে। মীডিয়ম্‌ স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার কাছে বসাইলেন। মীডিয়ম্‌ স্ত্রী মহাত্মাকে বলিল, "যোগেশ্বর আমাদিগকে ধ্রুবলোক দেখাইতেছেন। ধ্রুবলোকের এক জন যোগী

আমাদের দেশে আসিতে চাহিয়াছেন। যোগেশ্বর বলিয়াছেন,—তাঁহাকে ধবলগিরিতে লইয়া আসিবেন।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "উঁহারা সব করিতে পারেন। ধ্রুবলোকের মানুষ নিয়া আসিলে আমরাও দেখিব।" এই কথার পর স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রম হইতে মহাত্মা রজনীকুমার যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থানে আসিয়া দেখিল, মহাত্মা সেখানে নাই, কিছুদূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মার নিকটে যাইতে লাগিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদূর গিয়া মহাত্মা দাঁড়াইলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মার নিকটে গিয়া পৌঁছিল। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন সরিয়া সরিয়া যাইতে ছিলেন?" মহাত্মা বলিলেন, "এখন হইতে মেয়ে সাধুর নিকটে তোমার নিজেরই যাইতে হইবে। তুমি একা আসিতে পার কি না তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা হাতে একটা সাপ লইয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এই সাপটী খাও।" সাপ খাইতে দিতে দেখিয়া মীডিয়ম্ আমাকে বলিল, "আমি সাপ খাইব না, আমাকে সাপ খাইতে দিতেছেন।" আমি মীডিয়ম্‌কে বলিলাম, "সাপটী ধর।" মীডিয়ম্ সাপটীকে ধরিতেই একটা ফল হইয়া গেল। মীডিয়ম্ ফলটী খাইল। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২৫শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া পাথরের

নীচে গিয়া দুই ছড়া মালা লইয়া উপরে উঠিলেন। মহাত্মা মীডিয়মের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া দিলেন আর একছড়া মালা নিজের গলায় পরিলেন। মীডিয়মের হাতে একটী ত্রিশূল দিলেন এবং নিজেও একটী ত্রিশূল লইলেন। পরে একখানা চাদর গায়ে দিয়া মহাত্মা "মীডিয়মকে লইয়া একজন যোগীর আশ্রমের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মীডিয়মকে সেই স্থানে রাখিয়া মহাত্মা সেই যোগীর নিকটে মীডিয়মকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ লইতে গেলেন। সেই যোগী মীডিয়মকে তাঁহার নিকটে-লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। মহাত্মা আসিয়া মীডিয়মকে সেই যোগীর নিকটে লইয়া গেলন। সেই যোগী পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স ১০৫ বৎসর। তাঁহার মাথায় খুব চুল আছে। তিনি বাঙ্গালী। মীডিয়ম্ তৃতীয় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। তিনি মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের নিকট হইতে নক্ষত্রলোকের খবর লইতে আসিয়াছি।" ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আচ্ছা. আগামী কল্য আসিও।" এই বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় বাঙ্গালী মহাত্মা।

২৮শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়মকে দেখিয়া পাথরের

নীচে গেলেন আবার উপরে উঠিলেন। মহাত্মা তাঁহার গলায় একছড়া মালা পরিলেন, হাতে একটী ত্রিশূল লইলেন, মীডিয়মের হাতেও একটী ত্রিশূল দিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তৃতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার কপালে সিন্দুর মাখান আছে। তাঁহার কাছে একটী ঘটী ও কাল একটী জল পাত্র আছে। মীডিয়ম্ ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ গ্রহের খবর পাইয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "ধ্রুবগ্রহের,"। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ গ্রহের খবর চাও?" মীডিয়ম্ বলিল, "মঙ্গলগ্রহের," ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আমি মঙ্গলগ্রহে যাইতে পারি না।" মীডিয়ম্ বলিল, "তবে শনিগ্রহের খবর দি'ন।" ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আজ শনিগ্রহে যাইব না, অন্য দিন যাইব।"

৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা কর্ত্তৃক শনিগ্রহের বিবরণ।

এই কথা বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা শনিগ্রহের কথা বলিতে লাগিলেন।—"শনিগ্রহে ৪০০ শত বৎসর হইল মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে শনিগ্রহ জলে পূর্ণ ছিল। শনিগ্রহের লোক আমাদের ন্যায় সাড়ে তিন হাত; তাহাদের রঙ্ লাল। শনিগ্রহে

শনিগ্রহে যোগী।

গৃহস্থ অতি কম, যোগীই বেশী। সেই দেশে আড়াই শত বৎসরের যোগী আছেন, বেশী বয়সের নাই। আমাদের দেশের ন্যায় সেই দেশ এত উন্নত নয়। সেই দেশের লোকে গাছের ফল খাইয়া থাকে। সেই দেশে চাষ হয় না। অন্য দিন আরও বলিব।" এই কথা বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি আশ্রমে যাইতেছি, তুমি স্ত্রী সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আশ্রমে চলিয়া আসিও।" এই বলিয়া মহাত্মা তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্‌ স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গেল। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্‌ স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অদ্য যাও।" মীডিয়ম্‌—মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

২৭ শে জুলাই মীডিয়ম্‌ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আসনের এক পাশে বসাইয়া তৃতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার নিকটে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্‌ ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রাণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শনিগ্রহে কবে যাইবেন ?" ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আগে শনিগ্রহের খবর দিয়া নেই, পরে তোমাকে শনিগ্রহে লইয়া যাইব।"

৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা কর্ত্তৃক শনিগ্রহের বিবরণ। (২য় দিবস)

এই কথা বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা শনিগ্রহের কথা বলিতে লাগিলেন।—"শনিগ্রহ আমাদের সংসার (পৃথিবী) হইতে অনেক ছোট। শনিগ্রহের চারি পাশেই লোক আছে। লোক সংখ্যা আমাদের এই সংসার হইতে অনেক কম। শনিগ্রহের সাধারণ লোক চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বেশী বাঁচে না। সেই দেশের চালচলন অন্য প্রকার, ভাষাও অন্যপ্রকার (অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই সেইরূপ আচার ব্যবহার নাই,

শনিগ্রহের লোকের চালচলন।

এবং সেইরূপ ভাষাও নাই)। সেই দেশে রাজা প্রজা নাই, সেই দেশের লোক লেংটা থাকে *। এখন পর্য্যন্তও কাপড় তৈয়ারী হয় নাই। তাহাদের লজ্জা সরম নাই। তাহারা সত্যবাদী। সেই দেশে গাছ পালা খুব কম। সেই দেশের লোকে মূর্ত্তিপূজা করে না।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "শনিগ্রহের লোককে কে যোগ শিখাইলেন?" ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "ধবলগিরি হইতে একজন যোগী শনিগ্রহে গিয়া যোগ শিখাইয়া আসিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "অদ্য যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

ধবলগিরির যোগীর শনিগ্রহের লোককে যোগশিক্ষা দেওয়া।

২৮শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে বসিয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। স্ত্রী মহাত্মা একজোড়া খড়ম পায়ে দিলেন, গায়ে ভস্ম মাখিলেন, একটী আলখেল্লা পরিলেন, একছড়া মালা গলায়

* শনিগ্রহের লোক লেংটা থাকিলেও তাহারা আস্তিক ও সভ্য জাতি। যে জাতির মধ্যে যোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা নাই সেই জাতি অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

দিলেন, কপালে সিন্দুরের টিপ পরিলেন, হাতে একটী চিম্‌টা লইলেন এবং মীডিয়মের হাতেও একটী চিম্‌টা দিলেন। পরে স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া একজন স্ত্রী মহাত্মার নিকটে গেলেন। সেই স্ত্রী মহাত্মার বয়স সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক।

তৃতীয় স্ত্রী মহাত্মা।

তিনি ২০০ শত বৎসর যাবৎ ধবলগিরিতে আছেন। তিনি ভারতবর্ষের লোক নহেন, ভুটান অথবা তিব্বত দেশীয় লোক হইবেন। মীডিয়ম্ তৃতীয় স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ৩য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছি।" ৩য় স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া আসিলে?" মীডিয়ম্ বলিল, "একজনে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" ৩য় স্ত্রী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে আসিয়া থাকিবে কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "আজ কাল নয়, পরে আসিয়া থাকিব।" ৩য় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আচ্ছা"। এই কথা বলিয়া ৩য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। প্রথম স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া ৩য় স্ত্রী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। মীডিয়ম্ ১ম স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া আসিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি ধ্রুবলোক দেখান তাঁহার নিকটে যাইবে কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "যদি তিনি রাগ না করেন তাহা হইলে আজ আর তাঁহার নিকটে যাইব না। আজ আমাদের বৈঠকে একজন প্রেতাত্মার আসিবার কথা আছে।" মহাত্মা বলিলেন, "তিনি রাগ করিবেন না। আচ্ছা, তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২৯শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ আমার কাজ আছে, কোথায়ও যাইব না।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিল।

৩০শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া পথারের নীচে গিয়া একটী সাপ লইয়া উপরে উঠিলেন। মহাত্মা তাঁহার মাথায় সাপটী জড়াইলেন। একখানা চামড়ার আসন লইলেন, হাতে একটী চিম্‌টা লইলেন, মীডিয়মের হাতেও একটী চিমটা দিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তৃতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, আশ্রমের একটী গাছের ডালে তিনখানা ছবি ও অনেকগুলি মালা ঝুলান রহিয়াছে। ছবি তিনখানার মধ্যে একখানা শ্রীকৃষ্ণের ছবি, একখানা গণেশের ছবি আর একখানা একজন সাধুর ছবি। মীডিয়ম্ ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা সেই মালা হইতে কয়েক ছড়া মালা লইয়া তাঁহার গলায় পরিলেন।

মহাত্মা রজনীকুমা'র ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার শনিগ্রহে গমন।

মহাত্মা রজনীকুমারকে তাঁহার ডান পাশে ও মীডিয়ম্‌কে তাঁহার বাম পাশে বসাইলেন। পরে ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে উপর দিকে উঠিতে লাগিলেন। এক মিনিটের মধ্যে শনিগ্রহের

আলোমণ্ডলের নিকটে গিয়া পৌছিলেন। শনিগ্রহের আলোমণ্ডল খুব লাল *। আলোমণ্ডলের নিকট হইতে শনিগ্রহের পৃথিবীর সমুদয় বস্তুই লাল দেখা যাইতেছে। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া আলোমণ্ডলের মধ্য দিয়া শনিগ্রহের পৃথিবীর অতি নিকটে গিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইলেন। সেই শূন্যপথ হইতে মীডিয়ম্ শনিগ্রহের পৃথিবীর দৃশ্য দেখিতে লাগিল।—শনিগ্রহের সমস্ত বস্তুই লাল। মানুষ অনেক দেখা যাইতেছে। মানুষগুলিও লাল। তাহারা সকলেই লেংটা। গরুও অনেক আছে। গরুগুলি ছোট ছোট। গরুগুলিও লাল। গ্রামের সমস্ত ঘরই গোল ও খুব উঁচু। ঘরগুলি সিন্দুরের ন্যায় লাল ও খুব পালিস। জমি সমতল নয়, উঁচু নীচু। গাছপালা বেশী নাই, খুব কম। গাছগুলিও লাল। সর্ব্বদাই তুষার পড়িতেছে। দেশটা খুব ঠাণ্ডা। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "অন্য চল, অন্য দিন পাহাড়ে (অর্থাৎ শনিগ্রহের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে) লইয়া গিয়া এই দেশের সাধুদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিব।" এই বলিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া শনিগ্রহ হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

শনিগ্রহের আলোমণ্ডল ও পৃথিবীর দৃশ্য।

শনিগ্রহের মানুষ গরু ও ঘর বাড়ী।

ধবলগিরিতে আসিয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন,

---

* শনিগ্রহের পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু রক্তবর্ণ বলিয়া শনিগ্রহের আলোমণ্ডলের আলোও রক্তাভ দেখাইয়া থাকে। চন্দ্র ধ্রুবাদি গ্রহের আলোমণ্ডল সাদা দেখাইয়া থাকে।

"অগ্র যাও।" মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া ৩য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মীডিয়মকে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৩১শে জুলাই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। তাঁহার সাম্নে বড় একখানা আয়না আছে। আয়নার মধ্যে একটী পৈরীর ছবি আছে। মীডিয়ম্ হাতজোর করিয়া মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মীডিয়ম্ প্রণাম করিতেই আয়নার মধ্যের পৈরীর ছবিটী কালীর ছবি হইয়া গেল। আবার কালীর ছবিটী একটী হল্দে সাপের ছবি হইয়া গেল। সাপের ছবিটী একটী মানুষের ছবি হইয়া গেল। মানুষের ছবিটীর জিভ্ বাহির হইয়া আছে। এইটী যে কিসের ছবি তাহা বুঝিতে পারা গেল না। একটু পরে আয়নাখানা অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে যোগেশ্বরের আশ্রমে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে পর মীডিয়ম্ দেখিল, কয়েকজন যোগী ধবলগিরি হইতে একের পর একে শূন্যপথে উঠিয়া বায়ুবেগে পশ্চিমদিকে যাইতেছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যোগীরা কোথায় যাইতেছেন?" মহাত্মা বলিলেন, "কৈলাস পর্ব্বতে সাধুদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন।" দেখিতে দেখিতে যোগীরা চোখের আড়ালে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া পৌছিলেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দাঁড়াইতেই কয়েকটী সাপ আসিয়া মীডিয়মকে জড়াইয়া ধরিল। একটী সাপ আসিয়া মীডিয়মের

ধবলগিরি হইতে কয়েকজন যোগীর কৈলাসপর্ব্বতে গমন।

মাথার উপরে উঠিল। যোগেশ্বর আশ্রমের উপরে উঠিয়া মীডিয়মের গায়ে একটী ফুঁ দিলেন। ফুঁ দিতেই সাপগুলিকে আর দেখা গেল না।

যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উল্কাবেগে ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে যাইতে লাগিলেন। এক মিনিটের মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্রের আলোমণ্ডলের একটী গহ্বরের নিকটে গিয়া পৌছিলেন। আলো-মণ্ডল-গহ্বরের নিকটে পৌছিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এই গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ কর।" মীডিয়ম্ আলো-মণ্ডল-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যোগেশ্বর মীডিয়মের পিছে আলো-মণ্ডল-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে লইয়া আলো-মণ্ডল-গহ্বরের মধ্য দিয়া ধ্রুবলোকের পৃথিবীর নিকটস্থ হইয়া, মীডিয়ম্‌কে ধ্রুবলোকের পৃথিবীর দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ধ্রুবলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতের দিকে যাইতে লাগিলেন।—ধ্রুবলোকের গাছপালা, ঘর দরজা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সাদা ও উজ্জ্বল। মাটীও সাদা। মানুষগুলি দুধের ন্যায় সাদা ও খুব লম্বা। জলাশয়গুলি নীলাকাশের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

ধ্রুবলোকে ৪র্থ দিবস।

ধ্রুবলোকের পৃথিবীর দৃশ্য।

যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে পৌছিয়া মীডিয়ম্‌কে একটী মন্দির দেখাইলেন। মন্দিরটী শ্বেতপাথরের। মন্দিরের চারিপাশ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। মন্দিরের গায়ে গোল গোল অক্ষরে কি লেখা আছে। কি যে লেখা আছে তাহা যোগেশ্বরও বুঝিতে পারিলেন না। মন্দিরের কাছে ধ্রুবলোকের দুইজন যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "সাধুদিগকে প্রণাম কর।" মীডিয়ম্ ধ্রুবলোকের যোগী দুইজনকে প্রণাম করিতেই মীডিয়মের কৃষ্ণবর্ণ

ধ্রুবলোকের যোগিনিবাস-পর্ব্বতে মন্দির।

ধ্রুবলোকের যোগীর বিভূতি প্রদর্শন।

দেহটী (সূক্ষ্মদেহটী)* সাদা হইয়া গেল। ধ্রুবলোকের যোগী দুইজনে মিলিয়া গিয়া একজন হইয়া গেলন। আবার পৃথক্ হইয়া দুইজনই হইলেন। তাঁহাদের একজন সাপ হইয়া গিয়া মীডিয়মের মাথার উপরে উঠিলেন। আর একজন একখণ্ড পাথর হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে পাথরখণ্ড ও সাপটী অদৃশ্য হইয়া গেল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অন্য এক দিন এই সাধুদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিব।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের বয়স কত?" যোগেশ্বর বলিলেন, "ইহাদের বয়স ৫০০ শত বৎসর করিয়া হইবে। এই দেশের সাধারণ লোক শত বৎসরের অধিক বাঁচে না।" এই কথার পর যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া ধ্রুবলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে ফল খাইতে বলিলেন। মীডিয়ম্ তাহার গাছ হইতে কয়েকটী ফল খাইল। যোগেশ্বর পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কিছু দেখিবে কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "দেখিব।" মীডিয়ম্ এ কথা

মায়ামন্দির।

বলিতেই অনতিদূরে সুন্দর একটী ফুলের মন্দির দেখিতে পাইল। মন্দিরের দেওয়ালগুলি সবুজ ফুলের। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি ঝুলান রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে

* স্থূলদেহের আকৃতি ও বর্ণের অনুরূপই সূক্ষ্মদেহের আকৃতি ও বর্ণ হইয়া থাকে। মীডিয়ম্ বালকটী কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহও কৃষ্ণবর্ণ ছিল।

দুইটী পক্ষিজাতীয় পৈরী নাচিতেছে। নাচিতে নাচিতে পৈরী দুইটী চারিটী পৈরী হইয়া নাচিতে লাগিল। ক্ষণপরে মন্দিরাদি অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখন যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রাণম করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল।

মীডিয়মের পথে মায়ামানুষ।

কিছুদূরে আসিয়া দেখিলে, তাহার আসিবার পথে কে একজন শূন্যে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। মীডিয়ম্ সেই মানুষটীকে ধরিতে গেল। মানুষটী সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদূর গিয়া মানুষটী অদৃশ্য হইয়া গেল। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১লা আগষ্ট মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল; কিছুদূর গেলে পর মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মীডিয়মের মাথায় কয়েকটী জটা লাগাইয়া দিলেন, হাতে একটী ত্রিশূল দিলেন, গায়ে ভস্ম মাখিয়া দিলেন। পরে মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, আশ্রমের উপরে আগুন জ্বলিতেছে। মীডিয়ম্ প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা আগুনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ কোথায়ও যাইব না। অন্য যাও।" মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গিয়া

দেখিল, স্ত্রীমহাত্মা ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন, "দুই তিন দিন হইতে মালা শুকাইয়া যাইতেছে, তুমি আস নাই, কাহাকে দিব?" এই বলিয়া স্ত্রীমহাত্মা তাঁহার হাতের মালাছড়া মীডিয়মের গলায় পরাইয়া দিলেন। মালা পরাইয়া দিয়া স্ত্রীমহাত্মা একটী লাল আল্‌খেল্লা গায়ে দিলেন, কপালে সিন্দুরের টিপ দিলেন, হাতে একটী চিম্‌টা লইলেন, মীডিয়মের হাতেও একটী চিম্‌টা দিলেন। পরে স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গেলেন। ২য় স্ত্রীমহাত্মা তাঁহার আশ্রমে নাই, অন্যত্র গিয়াছেন। ২য় স্ত্রীমহাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "তোমার মালাছড়া এখানে রাখিয়া যাও।" মীডিয়ম্ তাহার গলা হইতে মালাছড়া খুলিয়া ২য় স্ত্রীমহাত্মার আসনের উপরে রাখিয়া দিল। স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া ২য় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখন যাও।" মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

যোগী দর্শন করিতে দুইজন প্রেতাত্মার ধবলগিরি যাইতে চেষ্টা।

২রা আগষ্ট :—আমাদের পরিচিত প্রেতাত্মাদের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী প্রেতাত্মার সঙ্গে আমাদের কথা ছিল যে, তাঁহাদিগকে এক দিন মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে লইয়া যাইব। আজ সেই প্রেতাত্মা দুইজনকে মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য মীডিয়ম্ প্রেতলোকে গেল। প্রেতলোকে গিয়া মীডিয়ম্ সেই প্রেতাত্মা দুইজনকে সঙ্গে লইয়া প্রেতলোক হইতে ধবলগিরির দিকে যাইতে লাগিল। প্রেতলোকের সীমা ছাড়াইয়া কিছুদূর

গেলে পর, প্রেতাত্মা দুইজন মীডিয়ম্‌কে কিছু না বলিয়াই প্রেতলোকে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ একাকীই ধবলগিরিতে মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া গেল। মীডিয়ম্ মহাত্মার নিকটে গিয়া বলিল, "প্রেতলোক হইতে দুইজন প্রেতাত্মা আপনাকে দেখিবার জন্য আমার সঙ্গে আসিতে ছিলেন; কিছুদূর আসিয়া তাঁহারা আমাকে কিছু না বলিয়াই প্রেতলোকে ফিরিয়া গেলেন।" মহাত্মা বলিলেন, "আমার আদেশ লইয়া যাও নাই বলিয়া তাহারা আসিতে পারে নাই। আগামী কল্য প্রেত দুইজনকে লইয়া আসিও।—আজ আর কোথায়ও যাইব না, চলিয়া যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই মহাত্মা তাঁহার হাত হইতে একটী ত্রিশূল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৩রা আগষ্ট মীডিয়ম্ প্রেতলোকে গিয়া সেই প্রেতাত্মা দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আপনারা কেন ফিরিয়া আসিলেন?" প্রেতাত্মারা বলিলেন, "আমরা আর যাইতে পারিলাম না।" মীডিয়ম্ বলিল, "মহাত্মা আপনাদিগকে আজ লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" প্রেতাত্মারা বলিলেন, "তবে চল।" মীডিয়ম্ প্রেতাত্মা দুইজনকে সঙ্গে লইয়া প্রেতলোক হইতে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। প্রেতাত্মা দুইজন ও মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা প্রেতাত্মা দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় থাক?" প্রেতাত্মা দুইজন মহাত্মার সঙ্গে কথাই বলিতে পারিলেন না। মহাত্মা প্রেতাত্মা দুইজনকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সাধু দর্শন

ধবলগিরিতে গিয়া দুইজন প্রেতাত্মার যোগী দর্শন।

করিতে আসিয়াছ,—কি নিয়া আসিয়াছ?" প্রেতাত্মা দুইজন মীডিয়ম্ দ্বারা মহাত্মাকে বলিল, "আজ আমরা কিছুই নিয়া আসি নাই, অন্য দিন আপনার জন্য কিছু নিয়া আসিব!" মহাত্মা বলিলেন, "আচ্ছা।" এই বলিয়া মহাত্মা প্রেতাত্মা দুইজনকে বিদায় দিলেন। প্রেতাত্মা দুইজন মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া প্রেতলোকে চলিয়া গেল।

মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রীমহাত্মার আশ্রম দেখাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, স্ত্রীমহাত্মা শুইয়া আছেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই স্ত্রীমহাত্মা জাগিয়া উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য কি নিয়া আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমার কিছুই লইয়া আসিবার শক্তি নাই।" স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "তোমার শক্তি আছে।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমার শক্তি থাকে ত আমাকে যিনি পাঠান তাঁহাকে আমা দ্বারা কিছু পাঠাইয়া দেন।" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "তোমা দ্বারা তাহাকে ফল পাঠাইয়া দিব।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে দিবেন?" স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "পরে দিব।" এই বলিয়া স্ত্রীমহাত্মা একটী গ্লাসের মধ্যে কি একটা জিনিস ভরিয়া দিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "গ্লাসটী সাধুকে দিয়া আস।" মীডিয়ম্ গ্লাসটী লইয়া গিয়া মহাত্মা রজনীকুমারকে দিয়া স্ত্রী মহাত্মার নিকটে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মার নিকটে চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এখন যাও।" মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৪ঠা আগষ্ট মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাইতেছিল। যে কোন কারণ বশতঃই হউক, আজ মীডিয়ম্ ধবলগিরি যাওয়ার রাস্তা ভুলিয়া গেল। এমন সময়ে মহাত্মা রজনীকুমার সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মীডিয়মকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া। গেলেন। আশ্রমে গিয়া মহাত্মা স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ কোথায়ও যাইব না, চলিয়া যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৫ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া একজন যোগীর আশ্রমে গেলেন। সেই যোগী পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স ৩০০ শত বৎসর। তিনি বাঙ্গালী। মীডিয়ম্ চতুর্থ বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিয়া আসিলে?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমাকে একজনে পাঠাইয়াছেন।" ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কাল ভারতের অবস্থা কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "আজ কাল ভারতে বড়ই দুঃখ দৈন্য ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে।" ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "আর বেশী দিন নয়, সাড়ে তিন শত বৎসর পরে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনি একবার ভারতে চলুন।" ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "এখন নয়, পরে দেখা যাইবে।" এই বলিয়া ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মহাত্মা রজনীকুমার ৪র্থ বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রমে গেলেন।

চতুর্থ বাঙ্গালী মহাত্মা।

আশ্রমে যাইতেই ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিয়া বসিলেন। মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা সূক্ষ্মদেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলেন। কিছু দূর উপরে উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে দুইটী মন্দির দেখাইলেন। মন্দির দেখাইয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া একটী নক্ষত্রের নিকট দিয়া একটী অন্ধকারপূর্ণ স্থানে গেলেন। সেই স্থানে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই।

নক্ষত্রলোকে একটী অন্ধকার স্থান।

মীডিয়ম্ ২য় বাঙ্গালী মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে অন্ধকার কেন?" ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে অন্য দিন বলিব।" এই কথা বলিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া সেই অন্ধকার স্থান * হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন। ধবলগিরিতে আসিয়া ২য় বাঙ্গালী মহাত্মা স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা রজনীকুমার ২য় বাঙ্গালী মহাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূল শরীরে প্রবেশ করিল।

৬ই ও ৭ই আগষ্ট মীডিয়ম্ ধবলগিরিতে গিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের দেখা পায় নাই।

৮ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। আশ্রমে যাইতেই যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে, উঠিয়া বসিলেন।

* নক্ষত্রলোকের এই অন্ধকারময় স্থানটী একটী নূতন পৃথিবী সৃষ্টির সূত্রপাত বলিয়া অনুমান হইতেছে।

মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ চন্দ্রলোক দেখাইব।" এই বলিয়া যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমারকে তাঁহার আসনের একপাশে বসাইলেন। এবং মীডিয়ম্‌কে তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে বসাইলেন। পরে যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকের পৃথিবীর নিকটে গিয়া পৌছিলেন। চন্দ্রের পৃথিবীতে না নামিয়া পৃথিবী হইতে কিছু উপরে থাকিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে চন্দ্রের পৃথিবীর দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। যেখান হইতে দেখাইতেছেন, সেখান হইতে চন্দ্রের পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা দেখাযাইতেছে অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবীর গোলার্দ্ধের অর্দ্ধভাগ দেখা যাইতেছে। চন্দ্রের পৃথিবীর সেই অর্দ্ধেকে তখন দিনের বেলা। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে চন্দ্রলোকের একটী সহর দেখাইলেন।

মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের চন্দ্রলোকে গমন।

সহরের ঘরগুলি সবই গোল ও সাদা। ঘরগুলি খুব উচু ও বড় বড়। সহরে বড় বড় দালানও আছে। দালানগুলিও সাদা। দালানের ফ্যাসন্ আমাদের দেশের দালানের ন্যায়। দালানগুলি ইটের নয়, মাটীর। সহরের মাটীও সাদা। সহরের মধ্যে বড় বড় গাছ আছে। গাছগুলিও সাদা। একটী পাহাড় দেখাইলেন। পাহাড়ের মধ্য হইতে অনেক নদী বাহির হইয়াছে। নদীগুলি খুব বড় বড়। নদীর জল আকাশের ন্যায় নীল দেখাইতেছে। একটী মন্দির দেখাইলেন। মন্দিরের চারি ধারেই ফুলের বাগান। বাগানের গাছগুলিও সাদা, গাছের ফুল-গুলিও সাদা। মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্ত্তি নাই। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "এই দেশের লোকে এই মন্দিরে আসিয়া

চন্দ্রলোকের ঘর বাড়ী।

চন্দ্রলোকের পাহাড়।

চন্দ্রলোকের উপাসনা মন্দির।

উপাসনা করে। এই দেশের লোকে মূর্ত্তি পূজা করে না।—এই দেশেরও চন্দ্র আছে। আমাদের দেশে যে দিন পূর্ণিমা, সেই দিন এই দেশে অমাবস্যা। আমাদের দেশে যে দিন অমাবস্যা, সেই দিন এই দেশে পূর্ণিমা। এই দেশেও বহুদিনের যোগী আছেন। অস্তু চল।" এই বলিয়া যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

চন্দ্রলোকের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা রজনীকুমার, যোগেশ্বরের আসন হইতে উঠিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশ্বর একটী ফুঁ দিলেন। ফুঁ দিতেই কতকগুলি শ্বেতপাথরের পুতুল আসিয়া যোগেশ্বরের সামনে নাচিতে লাগিল। আর একটী ফুঁ দিতেই পুতুলগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর, মীডিয়ম্ দেখিল কি, যোগেশ্বর যেন মীডিয়ম্‌কে লইয়া একটী পর্ব্বত-গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে প্রকাণ্ড একটী বাঘ দেখাইলেন। বাঘটী শুইয়া আছে। ক্ষণপরে দেখিল, বাঘও নাই গুহাও নাই। মীডিয়ম্ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। যোগেশ্বরও যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই বসিয়া আছেন। যোগ-মায়ার এই অদ্ভুত খেলা দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়মের গলায় একছড়া হীরার মালা জড়াইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে বলিল, "মালাছড়া আমাকে দিন।" যোগেশ্বর বলিলেন, "তোমার শক্তি থাকে ত নিয়া নেও।" যোগেশ্বর এ কথা বলিতেই মীডিয়মের গলা হইতে মালাছড়া খসিয়া পড়িল। মীডিয়ম্ মালাছড়া ধরিতে গেল। মালাছড়া সরিয়া সরিয়া

যাইতে লাগিল। মীডিয়ম্ বারংবার চেষ্টা করিয়াও মালাছড়া ধরিতে পারিল না। যোগেশ্বর মালাছড়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই আশ্রমের উপর দিয়া ছাই উড়িয়া গেল। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে বলিলেন, "ফল খাইয়া আস।" মীডিয়ম্ তাঁহার গাছে চড়িয়া অনেকগুলি ফল খাইল। মীডিয়ম্ অনেক দিন যাবৎ ফল খায় নাই বলিয়া মীডিয়মের ফলের গাছটী ছোট হইয়া গিয়াছিল। মীডিয়ম্ ফল খাইতেই গাছটী বড় হইয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে কয়েক কোষ জল খাওয়াইলেন। পরে মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

৯ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মার আশ্রমে গেল। স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে তাঁহার কাছে নিয়া বসাইলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রী মহাত্মাকে বলিল, "আপনি যে বলিয়াছিলেন,—যিনি আমাকে পাঠান তাঁহাকে ফল পাঠাইয়া দিবেন। আজ ফল পাঠাইয়া দিবেন কি?" স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "আমার নিকটে রোজ আসিলে ফল পাঠাইয়া দিব।" এই কথার পর স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মের হাতে একমুষ্টি ভস্ম দিয়া বলিলেন, "ইহা সাধুকে দিও।" এই বলিয়া মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ভস্মমুষ্টি লইয়া আসিয়া মহাত্মা রজনীকুমারকে দিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে

বলিলেন "অস্ত যাও।", মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১০ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া কিছুদূর শূন্যে উঠিয়া মীডিয়ম্‌কে একটী পর্ব্বত-পৃষ্ঠে সুন্দর একটী মন্দির দেখাইলেন। মন্দির দেখাইয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া শূন্যপথ হইতে নামিয়া আসিয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। আশ্রমে যাইতেই যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিলেন। মহাত্মাও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর সূক্ষ্ম-দেহে মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রলোকে ২য় দিবস।

এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকের আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া * চন্দ্রলোকের পৃথিবীর নিকটে গিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইলেন। সেখান হইতে আজ পূর্ব্বদিন অপেক্ষা চন্দ্রের পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেখা যাইতেছে। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রের পৃথিবীতে নামিয়া একটী ফুলবাগানের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাগানের গাছগুলি খুব ছোট ছোট। সকল গাছেই

চন্দ্রলোকের ফুলের বাগান।

* পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যের কিরণ পড়ে সেই অংশে দিনের বেলা আর যে অংশে সূর্য্যের কিরণ পড়ে না সেই অংশে রাত্রিকাল। গ্রহ-নক্ষত্রের পৃথিবীর যে অংশে দিন থাকে সেই অংশেই আলোমণ্ডল হয় আর যে অংশে রাত্রি থাকে সেই অংশে আলোমণ্ডল হয় না। নক্ষত্র-লোকের যে পৃথিবীতে দিবারাত্রি হয় সেই পৃথিতে আলো-মণ্ডলের মধ্যদিয়াও যাওয়া যায় এবং আলো-মণ্ডল ছাড়াও যাওয়া যায়। নক্ষত্র-লোকের মধ্যে এমন পৃথিবীও আছে, যে পৃথিবীতে সর্ব্বদাই দিন থাকে। যেমন ধ্রুবনক্ষত্র।

সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলবাগান দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া একটী বাজারের মধ্যে গেলেন।

চন্দ্রলোকের বাজার।

বাজারের মধ্যে অনেক বড় বড় ঘর আছে। ঘরগুলি ধানের মোড়ার ন্যায় গোল ও খুব উঁচু। বাজারে নানাবিধ জিনিসের দোকান আছে। ফলের দোকানও অনেক আছে। বাজারের এক পাশ দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। রাস্তা দিয়া নানারঙের ছোট ছোট অনেক গাড়ি চলিতেছে। ঘোড়ার ন্যায় এক প্রকার ছোট ছোট জন্তুতে গাড়িগুলি টানিতেছে

চন্দ্রলোকের গাড়ি।

গাড়িগুলি সবই দুই চাকার। গাড়িগুলিতে দুইজনের অধিক বসিতে পারে না। রাস্তার একপাশে মুর্গীর ন্যায় কতকগুলি পাখী আছে। পাখীগুলির রঙ্‌ কাল। বাজার দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে একটী পাহাড়ের উপরে লইয়া গেলেন। সেই পাহাড়ের মাঝে মাঝে সাদা পাথর ও মাঝে মাঝে কাল পাথর। পাহাড়ের উপরে অনেকগুলি কাল পাথরের মূর্ত্তি আছে। সেইপ্রকার মূর্ত্তি মীডিয়ম্‌ আর কখনও দেখে নাই। মূর্ত্তি দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে সেই পাহাড়ের নিম্নদেশে লইয়া গিয়া একটী পুকুর দেখাইলেন। পুকুরটীর চারি পার শ্বেতপাথরের প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পুকুরের এক পারে একটী শ্বেতপাথরের বাঁধান ঘাট্‌লা আছে। পুকুর দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া একটী মাঠের মধ্যে গেলেন। মাঠের মাটীও সাদা, ঘাসও সাদা। মাঠ দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

চন্দ্রলোকে কালপাথরের মূর্ত্তি।

চন্দ্রলোকের পুকুর।

চন্দ্রলোকের মাঠ।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের নীচে চলিয়া গেলেন। নীচে যাইতেই অবিকল যোগেশ্বরের মত একটী

পাথরের মূর্ত্তি আসিয়া যোগেশ্বরের বসিবার স্থানে বসিল। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

মীডিয়মের শরীর অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া ১১ই আগষ্ট হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য বন্ধ ছিল।

১৫ই আগষ্ট মীডিয়মকে ধবলগিরি পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ ধবলগিরিতে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মীডিয়ম্ এত দিন যে মহাত্মার নিকটে কেন যায় নাই, সে সম্বন্ধে মহাত্মা মীডিয়মের নিকটে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। মহাত্মা তাঁহার আশ্রম হইতে মীডিয়মকে লইয়া গিয়া দূর হইতে প্রথম স্ত্রীমহাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া শূন্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মার নিকটে গেল। স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার নিকটে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিল। ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের নিকটে রোজ কেন আস না?" মীডিয়ম্ বলিল, "যিনি আমাকে লইয়া আসেন, তিনি নিয়া আসেন না বলিয়া আসিতে পারি না।" ২য় স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে শক্তি দিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মের মাথায় হাত বুলাইয়া তিনটী ফুঁ দিয়া বলিলেন, "এখন আর

মীডিয়মকে ২য় স্ত্রী মহাত্মার শক্তিদান।

তোমাকে কেহই আটকাইতে পারিবে না।" মীডিয়মকে ২য় স্ত্রীমহাত্মার শক্তি দানের পর ১ম স্ত্রীমহাত্মা ২য় স্ত্রীমাত্মার আশ্রম হইতে মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে কি একটা মিষ্ট জিনিস খাইতে দিলেন। মীডিয়ম্ সেই জিনিসটী খাইল। পরে স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের নিকটে চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বলিলেন, "অস্ত যাও।" মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১৬ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বর আশ্রমের উপরেই বসিয়া আছেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর পাথরের নীচে গিয়া বালার ন্যায় কি একটা লাল জিনিস লইয়া উপরে উঠিলেন। যোগেশ্বর সেই লাল বালাটী তাঁহার হাতে পরিলেন। পরে সূক্ষ্মদেহে মীডিয়মকে লইয়া উপর দিকে উঠিতে লাগিলেন। যোগেশ্বরের সূক্ষ্ম-দেহের হাতেও সেই লাল বালাটী পরা আছে *। যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া যতই উপরে উঠিতে লাগিলেন মীডিয়মের ততই ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকের দিকে যাইতে

---

* কোথাও যাইবার সময়ে যোগীরা যে সমস্ত বস্তু দিয়া সাজিয়া থাকেন, সেই সমস্ত বস্তু তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহেও থাকে।

লাগিলেন। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে পর, চন্দ্রকে একটী নক্ষত্র বলিয়া মীডিয়মের ভ্রম * হইল। মীডিয়ম্ চন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "নক্ষত্রটী অতি-দ্রুত-বেগে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রটী যেন আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছে।" চন্দ্রের আরও নিকটবর্ত্তী হইলে পর, মীডিয়ম্ চন্দ্রের আলো-মণ্ডলের আলো দেখিয়া বলিল, "নক্ষত্রের পৃথিবীটী যেন একটী গোলাকার আলো দিয়া ঘেরা। নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে আলো আসিয়া নীচের দিকে পড়িতেছে। সেই আলোটা জলের ন্যায় দেখাইতেছে।" যোগেশ্বর মীডিয়ম্কে লইয়া চন্দ্রের আলো-মণ্ডলের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোকের পৃথিবীতে গিয়া একটী পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইলেন। সেই পর্ব্বতটী চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতে চন্দ্রলোকের যোগীরা বাস করেন। যোগেশ্বর সেই পর্ব্বতের উপরে মীডিয়ম্কে একটী মন্দির দেখাইলেন। মন্দির দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্কে চন্দ্রলোকের একজন যোগীর নিকটে লইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের যোগীকে প্রণাম করিল। চন্দ্রলোকের যোগী মীডিয়ম্কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

চন্দ্রলোকে ৬ষ্ঠ দিবস।

আলোমণ্ডলের দৃশ্য।

চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বত।

চন্দ্রলোকের যোগী।

---

* নক্ষত্রের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া যেরূপ আলো-মণ্ডল হয়, চন্দ্রের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া সেইরূপই আলো-মণ্ডল হয়। এ হেতু, নক্ষত্র ও চন্দ্রের দৃশ্য মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ দেখায় না। নক্ষত্র হইতে চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর নিকটে বলিয়াই আমরা নক্ষত্র হইতে চন্দ্রকে অন্যরূপ দেখিয়া থাকি অর্থাৎ নক্ষত্রের ন্যায় দেখি না। এবং চন্দ্রের আলো-মণ্ডলের আলোদ্বারা রাত্রিকালে আমাদের পৃথিবী

"তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের দেশের সব খবর লইতে আসিয়াছি।—আপনি আমাদের দেশে যাইতে পারেন কি না?" চন্দ্রলোকের যোগী বলিলেন, "আমি বেশী উপরে * যাইতে পারিনা। আমাদের দেশেও বহু দিনের যোগী আছেন, তাঁহারা তোমাদের দেশে যাইতে পারেন। আমি তাঁহাদের খোঁজ করিয়া দেখিব। আগামী কল্যও আসিও।" মীডিয়ম্ বলিল, "যিনি আমাকে নিয়া আসিয়াছেন, তিনিও আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইতে পারেন।" মীডিয়ম্ এই কথা বলিতেই পাহাড়ের উচ্চদেশ হইতে চন্দ্রলোকের আর একজন যোগী আসিয়া মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ? কি প্রকারে আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে দেখাইয়া চন্দ্রলোকের দ্বিতীয় যোগীকে বলিল, "ইনি আমাকে লইয়া আসিয়াছেন।" তারপর, মীডিয়ম্ উপর দিকে

আলোকিত হইয়া থাকে। সমান দূর হইতে নক্ষত্রকেও যেরূপ দেখায়, চন্দ্রকেও সেরূপ দেখায়। এই জন্যই চন্দ্রকে দেখিয়া মীডিয়মের নক্ষত্র বলিয়া ভ্রম হইল।

* আমরা যেমন চন্দ্রকে আমাদের উপরে দেখি, সেইরূপ চন্দ্রলোকবাসীরাও আমাদের পৃথিবীকে তাহাদের উপরে দেখিয়া থাকে। কেননা, সকল পৃথিবীর লোকেই আপনাপন পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধ ও অধঃ নিশ্চয় করে অর্থাৎ আপন পৃথিবীকে অধঃ দিক্ ও শূন্যপথকে উর্দ্ধ দিক নিশ্চয় করিয়া থাকে। যেহেতু, আমাদের শূন্যপথে চন্দ্র স্থিত এবং চন্দ্রলোকবাসীর শূন্যপথে আমাদের পৃথিবী স্থিত। সুতরাং আমরা চন্দ্রলোককে উপরে দেখি ও চন্দ্রলোকবাসীরা আমাদের পৃথিবীকে উপরে দেখিয়া থাকে।

আঙ্গুল দিয়া আমাদের এই পৃথিবী দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে কাল স্থল ও জলের ন্যায় দেখা যাইতেছে * সেই দেশ আমাদের।" চন্দ্রলোকের ২য় যোগী মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আপনাদের দেশের সব খবর লইতে আসিয়াছি।—আপনাদের দুইজনকে আমাদের দেশে লইয়া গিয়া আমাদের দেশের লোককে দেখাইবার ইচ্ছা করি।" চন্দ্রলোকের ২য় যোগী বলিলেন, "আমি তোমাদের দেশে যাইতে পারিনা। যিনি যাইতে পারেন এমন যোগীর খোঁজ করিয়া দেখিব। আগামী কল্য আসিও।" মীডিয়ম্‌কে এই কথা বলিয়া চন্দ্রলোকের ২য় যোগী যোগেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। যোগেশ্বর ও চন্দ্রলোকের ২য় যোগীর মধ্যে যে কি কথা হইল, মীডিয়ম্ তাহা বুঝিতে পারিল না। যোগেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া চন্দ্রলোকের ২য় যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ২য় যোগীর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলোকের প্রথম যোগীও অদৃশ্য হইয়া গেলেন। চন্দ্রলোকের যোগী দুইজন অদৃশ্য

চন্দ্রলোক হইতে আমাদের পৃথিবীর দৃশ্য।

চন্দ্রলোকের যোগীকে আমাদের পৃথিবীতে আনিবার প্রস্তাব।

* গ্রহ নক্ষত্রের পৃথিবীর মৃত্তিকাদি পদার্থের ন্যায় আমাদের পৃথিবীর মৃত্তিকাদি পদার্থ স্বচ্ছ নয় বলিয়া আমাদের পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির পৃথিবীর ন্যায় আমাদের পৃথিবীর আলো-মণ্ডল হয় না। গ্রহ নক্ষত্রাদির পৃথিবীর আলোমণ্ডল হয় বলিয়া আমাদের পৃথিবী হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদির পৃথিবীকে উজ্জ্বল দেখাইয়া থাকে। আর আমাদের পৃথিবীর আলো-মণ্ডল হয় না বলিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির পৃথিবী হইতে আমাদের পৃথিবীকে কাল স্থল ও জলের ন্যায় দেখাইয়া থাকে।

হইয়া গেলেন পর, যোগেশ্বর মীডিয়মকে লইয়া সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে গেলেন। সেই স্থানে যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে কতকগুলি বড় বড় ফুলের গাছ দেখাইলেন, বড় বড় কয়েকটী প্রজাপতি দেখাইলেন, আর হল্‌দে রঙের একটী পাখী দেখাইলেন। পাখীটি বড়ই সুন্দর, পাখীটি অতি মধুর স্বরে ডাকিতেছে। পাখী দেখাইয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে আসিতে লাগিলেন। কিছুদূর আসিলেন পর মীডিয়ম্ বলিল, "এখনও আমাদের পৃথিবীকে ছোট দেখাইতেছে।" দেখিতে দেখিতে যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে লইয়া আসিয়া ধবলগিরিতে পৌঁছিলেন।

চন্দ্রলোকের প্রজাপতি ও পাখী।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের নীচে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ চন্দ্রলোক হইতে আসিয়া মহাত্মা রজনীকুমারকে যোগেশ্বরের আশ্রমে দেখিতে পাইল না। চন্দ্রলোকে যাওয়ার পূর্ব্বে মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রমেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন। মহাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া মীডিয়ম্ দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার প্রদত্ত শক্তিবলে যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে ২য় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে চলিয়া গেল। ২য় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে যাইতে আজ আর মীডিয়মের মহাত্মা রজনীকুমারের সাহায্য লইতে হয় নাই। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, ২য় স্ত্রী মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিল। ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে একটী পর্ব্বত-স্তরে গিয়া একটী মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইলেন। মন্দিরের নিকটে একটী জলাশয় আছে। জলাশয়ের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটী শ্বেতহস্তী খেলা করিতেছে। ২য় স্ত্রী মহাত্মা

ধবলগিরিতে শ্বেতহস্তী।

মীডিয়ম্‌কে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি কখন কখন এখানেও থাকি।" মন্দির দেখাইয়া ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া ২য় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে চলিয়া গেল। আশ্রমে গিয়া মীডিয়ম্ মহাত্মাকে বসা দেখিতে পাইল। মহাত্মা মীডিয়মকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "স্ত্রী সাধুর নিকটে গিয়াছিলে?" মীডিয়ম্ বলিল, "স্ত্রীমহাত্মা যে আমাকে শক্তি দিয়া দিয়াছেন তাহা কি আপনি জানিতে পারিয়াছেন?" মীডিয়মের কথায় মহাত্মা মাথা নাড়িয়া হাঁ জ্ঞাপন করিলেন। তারপর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অদ্য যাও। আগামী কল্য আমিও চন্দ্রলোকে যাইব।" মীডিয়ম বলিল, "আপনি আমাকে পাঠাইয়া দিন, তবেই যাইব; নতুবা যাইব না।" মহাত্মা বলিলেন, "তবে থাক।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমার স্থূলশরীর লইয়া আসুন তবে থাকিব।" মহাত্মা বলিলেন, "তবে বলিলে কেন, আমি থাকিব?" মীডিয়ম্ বলিল, "বলিয়া দেখিলাম, আপনি কি করেন।" এই বলিয়া মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছুদূর আসিলে পর, মহাত্মা আসিয়া মীডিয়ম্‌কে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এখানে থাক।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা ঝটিতি মীডিয়ম্‌কে (মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে) একটী কোটার মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ বা মনোময়কোষকে কৌটার মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিতেই মীডিয়মের মনোময়কোষের

মহাত্মা রজনীকুমার কর্ত্তৃক মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ কৌটায় আবদ্ধ।

বৃত্তি লোপ হইয়া গেল *। মনোময়কোষের বৃত্তির লোপ হওয়ায় মীডিয়মের বিজ্ঞানময়কোষের বৃত্তিও লোপ হইয়া গেল। মীডিয়মের বিজ্ঞানময়কোষের বৃত্তি লোপ হওয়াতে, মহাত্মা যে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে কৌটার মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। এদিকে, মীডিয়মের মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষের বৃত্তি লোপ হওয়াতে, মীডিয়মের স্থূলদেহটী মূর্চ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় ঢলিয়া পড়িল। মীডিয়মের শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে কি না চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। আমি ডাকিয়া ডাকিয়া মীডিয়মের কোনই উত্তর পাইলাম না। মীডিয়মের শরীরে ধাক্কা দিয়াও মীডিয়মের কোনরূপ সারাশব্দ পাইলাম না। মীডিয়ম্‌কে এইরূপ অচৈতন্য অবস্থায় দুই তিন মিনিট কাল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ মহাত্মা যে মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমার ভয় হইতে লাগিল। আমার ভয় হইতেই মহাত্মা কৌটার মধ্য হইতে মীডিয়ম্‌কে (মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে) ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই।" মীডিয়ম্‌কে (মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে) ছাড়িয়া দিতেই মীডিয়মের মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষের কার্য্য আরম্ভ হইল এবং মীডিয়মের স্থূলদেহও সতেজ হইয়া উঠিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "কাল সকাল করিয়া আসিও।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

---

* মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ বা মনোময়কোষ ও মনোময়কোষের বৃত্তি কোন বস্তুতেই আবদ্ধ হয় না। মহাত্মা রজনীকুমার যোগবলে মীডিয়মের মনোময়কোষকে কৌটায় মধ্যে বন্ধ করিয়া মনোময়কোষের বৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭ই আগষ্ট মীডিয়ম্ একটু সকালেই মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা আমাকে বলিলেন, "কাল ভয় করিয়াছিলে কেন? তোমরা ভয় করিও না।" আমি মহাত্মাকে বলিলাম, "আপনি যে মীডিয়ম্‌কে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমার ভয় হইয়াছিল। আমরা যখন আপনাদের আশ্রয়ে আছি, তখন আর আমাদের কিসের ভয়? আমরা কাহাকেও ভয় করি না।" মহাত্মা বলিলেন, "কাহাকেও আর ভয় করিতে হইবে না।" আমি বলিলাম, "আমরা যাহা করিতেছি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না।" মহাত্মা বলিলেন, "এ সমস্ত সকলের ধারণায় আসিতে পারে না।" এই কথার পর, মহাত্মা তাঁহার গায়ে ভস্ম মাখিলেন, কপালে সিন্দূর মাখিলেন, খরম পায়ে দিলেন। তারপর, মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, পাথরের মধ্য হইতে জল উঠিয়া আশ্রমের উপরেই জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "পরমেশ্বরের নাম কর।" মীডিয়ম্ কয়েক বার পরমেশ্বরের নাম করিতেই জলও নাই বরফও নাই। যোগেশ্বর পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিলেন। আশ্রমের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র যোগেশ্বরের সাম্‌নে ধপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যোগেশ্বর স্থূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের স্থূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন। যোগেশ্বরের আশ্রমের উপরে আগুন জ্বলিতেই রহিল। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকে গিয়া একটী নদীর তীরে দাঁড়াইলেন। নদীটী খুব বড়। নদীর তীরে

চন্দ্রলোকে ৪র্থ দিবস।

চন্দ্রলোকে শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি।

হল্‌দে রঙের একটী লম্বাপানা দালান আছে। দালানের মধ্যে অনেকগুলি শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি আছে। সেই স্থানের লোকগুলি খুব মোটাসোটা। তাহারা কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে কাপড় পরিয়া থাকে।

সেই নদীর তীর হইতে যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে গেলেন। চন্দ্রলোকের প্রথম পরিচিত যোগী পাথরেরর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী মহাত্মা রজনীকুমারকে লক্ষ্য করিয়া মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর একজন কে? ইনি ত গতকল্য আসেন নাই?" মীডিয়ম্ বলিল, "ইনিও আমাদের দেশের একজন যোগী। ইনিই আমাকে আমাদের দেশের যোগী-দিগের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়া থাকেন।" মীডিয়ম্ এই কথা বলিতেই চারিদিক্ হইতে চন্দ্রলোকের শতাধিক যোগী আসিয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মের চারিদিক্ দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই যোগীরা কোনরূপ কথাবার্ত্তা না বলিয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রলোকের যোগীদিগকে দেখিয়া মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের দেশে কত যোগী আছেন?" চন্দ্র-লোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "অনেক যোগী আছেন।" মীডিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিনের যোগী আছেন?" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "অনেক কালের যোগী আছেন।—তোমার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা ও তুমি আমাদের দেশের সাধারণ

যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে দেখিতে চন্দ্রলোকের শতাধিক যোগীর আগমন।

লোককে * দেখা দিতে পার কিনা?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমি পারি না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দেখা দিতে পারেন।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "তবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এই দেশের সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারেন কি না?" যোগেশ্বর বলিলেন, "পরশুর পর দিন দেখা দিতে পারি।" (অর্থাৎ ৪র্থ দিবসে যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলদেহ লইয়া চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রলোকের সাধারণ লোককে দেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন।) মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে বলিল, "তাঁহারা পরশুর পরদিন আপনাদের দেশের সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারেন।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "আমরা সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারি না। তথাপি যে কোন উপায়েই হউক, আমরা লোকালয়ে যাইয়া সাধারণ লোককে খবর দিয়া রাখিব।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর এই কথা বলার পরেই অনেক দূরে একটী পর্ব্বতস্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ আগুন জ্বলিতে দেখিয়া মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে আগুন জ্বলিয়া উঠিল কেন?" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "ওখানে অনেক কালের একজন সাধু থাকেন। তিনি তোমাদের দেশে যাইতে পারেন †।" একটু

চন্দ্রলোকের সাধারণ লোককে যোগেশ্বরের দেখাদিবার কথা।

চন্দ্রলোকের প্রাচীনযোগী।

---

* সাধারণ লোক বলিতে দীন ভিখারী হইতে চক্রবর্ত্তী রাজা পর্য্যন্ত বুঝায়। যোগীরা সাধারণ লোক নহেন, তাঁহারা মহাপুরুষ।

† চন্দ্রলোকের এই প্রাচীন যোগী স্থূলশরীর লইয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারেন।

পরেই সেই আগুনের মধ্য দিয়া একজন যোগী কিছুদূর শূন্যে উঠিয়া যোগীদিগকে দেখা দিয়া আবার নীচে চলিয়া গেলেন। আগুনও নিবিয়া গেল। মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা আমাদের দেশে যাইয়া আমাদের দেশের সাধারণ লোককে দেখা দিবেন কি না?" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "তোমরা দেখা দিতে পারিলে, আমরা কেন পারিব না?—পরে দিন ঠিক্ করিয়া দিব।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমাদের

চন্দ্রলোকের যোগীর আমাদের পৃথিবীর সাধারণ লোককে দেখা দিবার কথা।

চন্দ্রলোকের যোগীরা স্থূলশরীর লইয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারেন বলিয়া চন্দ্রলোক হইতে কোনও যোগীকে আমাদের পৃথিবীতে লইয়া আসিতে যোগেশ্বরের অধিকার নাই। যে গ্রহের যোগীরা স্থূলশরীর লইয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারেন না, সেই গ্রহের যোগীকেই যোগেশ্বর আমাদের পৃথিবীতে লইয়া আসিতে পারেন।

এইরূপ নিয়ম যে,—যে পৃথিবীর যোগীরা স্থূলশরীর লইয়া অপর পৃথিবীতে যাইতে পারেন সেই পৃথিবীর যোগীকে অপর পৃথিবীর যোগীরা তাঁহাদের পৃথিবীতে লইয়া যাইতে পারেন না। আর যে পৃথিবীর যোগীরা স্থূলশরীর লইয়া অপর পৃথিবীতে যাইতে পারেন না সেই পৃথিবীর যোগীকেই অপর পৃথিবীর যোগীরা তাঁহাদের পৃথিবীতে লইয়া যাইতে পারেন।

যে যোগী স্থূলশরীর লইয়া অপর পৃথিবীতে যাইতে পারেন সেই যোগীই অপর পৃথিবীর যোগীকে লইয়া আসিতে পারেন। আর যে যোগী স্থূলশরীর লইয়া অপর পৃথিবীতে যাইতে পারেন না সেই যোগী অপর পৃথিবীর যোগীকে লইয়া আসিতেও পরেন না।

দেশে সাদা কালা অনেক রকমের লোক আছে; ভাষাও অনেক প্রকার আছে।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "তোমাদের তিন জনকে ত কালই দেখিতেছি।" মীডিয়ম্ বলিল, "সাদাও আছে।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "আমাদের মত কি?" মীডিয়ম্ বলিল, "ঠিক্ আপনাদের মত নয়, একটু কম।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "তবে আর আমাদের মত সাদা নয়।" মীডিয়ম্ বলিল, "যিনি আমাকে পাঠান তিনি ও আমি সংসারেই আছি।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "সংসারে থাকিলে কিছুই হইবে না।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা দুই বৎসর পরে যোগীদিগের নিকটে চলিয়া আসিব।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী বলিলেন, "তাহাই করিও। এক্ষণে যাও।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী এই কথা বলিবামাত্র চন্দ্রলোকের যোগীরা সকলেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। চন্দ্রলোকের যোগীরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন পর, যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বত হইতে চন্দ্রলোকের একটী সহরে * গেলেন।

চন্দ্রলোকের সহর।

সেই সহরের বাড়ী ঘর গাছপালা সমস্ত বস্তুই সাদা, মাটীও সাদা। সহরের মধ্য দিয়া একটী নদী গিয়াছে। নদীর উপরে একটী লোহার পুল আছে। পুলটী খুব উচু।

চন্দ্রলোকে লোহারপুল।

সহরের পুরুষ ও মেয়েরা সকলেই মোটা কাপড় পরিয়া থাকে। মেয়েরা ঘোমটা দেয় না। মেয়েরা সুন্দর সুন্দর গহনা পরে। গহনাগুলি মুক্তার। পুরুষেরা মাথায় টুপী পরে। যোগেশ্বর, মহাত্মা

চন্দ্রলোকের পুরুষের পোষাক।

* আমাদের দেশের লণ্ডন কলিকাতা প্রভৃতি সহরের ন্যায় চন্দ্রলোকে তত বড় বড় সহর নাই।

রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া সহরের একটী বাজারের মধ্যে গেলেন।

চন্দ্রলোকের বাজারে টুপী, চিরুণী, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির দোকান।

বাজারটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। বাজারে ছেলেদের খেলিবার নানা রকমের পুতুলের দোকান আছে। টুপীর দোকান আছে। নানাপ্রকারের চিরুণী ও কাচের চুরীর দোকান আছে। নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের দোকান আছে। থালা বাসনের দোকান আছে। থালা বাসনগুলি শ্বেতপাথরের বাসনের ন্যায় দেখায়। নানা রকমের তরকারীর দোকান আছে। গোল গোল সাদা সাদা একপ্রকার তরকারী আছে। তরকারীগুলি দেখিতে আমাদের দেশের আলুর ন্যায়। তাহা সেই দেশের আলু হইবে। বাজারে মাছ মাংসের দোকান নাই। চন্দ্রলোক-বাসীরা মাছ মাংস খায় না। বাজারে গরু বিক্রয় হয়। গরু ও বাছুরগুলি খুব সুন্দর। বাজার

চন্দ্রলোকের গরু বাছুর।

দেখাইয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া নদীর সেই পুলের উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন। পুলের উপর হইতে সমস্ত সহরটী দেখা যাইতেছে। সহরের মধ্যে অনেক ফুলের বাগান আছে। ফুলের বাগানগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। পুলের উপরে গিয়া মীডিয়মের খুব শীত করিতেছিল। দেশটা বড়ই ঠাণ্ডা। যোগেশ্বর মীডিয়মকে বলিলেন, "এই সব দেশ আমিও কখন দেখি নাই। অগ্র চল।" এই বলিয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে আসিতে লাগিলেন। কিছুদূর আসিলে পর, মীডিয়মের একটু গরম বোধ হইতে লাগিল। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া ধবলগিরিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। যোগেশ্বর আজ চন্দ্রলোকে প্রায় ৮।৯ মিনিট কাল বিলম্ব করিয়াছিলেন। অন্য কোন দিনই নক্ষত্রলোকে এত বিলম্ব করেন নাই।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিলেন। স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া যোগেশ্বর একটী ফুঁ দিয়া তাঁহার আশ্রমের উপরে যে আগুন জ্বলিতেছিল সেই আগুনটা নিবাইয়া দিলেন। আগুন নিবিয়া যাইতেই আগুনের জায়গায় কতকগুলি সাপ আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। সাপগুলি খেলিতে খেলিতে আসিয়া মীডিয়মের গায়ের উপরে উঠিল। আবার নাবিয়া সাপগুলি যোগেশ্বরের কাছে গেল। যোগেশ্বর সাপগুলিকে লইয়া কত আদর করিতে লাগিলেন। সাপগুলির মুখে চুমা খাইতে লাগিলেন। সাপগুলি গিয়া যোগেশ্বরের গায়ের উপরে উঠিল। সাপগুলি যোগেশ্বরের গায়ের উপরে উঠিতেই যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার অদৃশ্য হইয়া গেলেন পর, মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গেল। ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে একটী জলাশয়ের নিকটে গেলেন। সেই জলাশয়ের তীরে সুন্দর একটী মন্দির আছে। মন্দিরের মাঝখানে একটী চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চার জলে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি জলজন্তু খেলা করিতেছে। ২য় স্ত্রীমহাত্মা নানা রকমের ছবি দিয়া মন্দিরের ভিতরটা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ছবিগুলি কাঠের ফ্রেইমে আয়নায় বাঁধান। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব ছবি কোথায় পাইলেন ?" ২য় স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "আমাদের কোথায়ও যাইতে হয় না, ইচ্ছা করিলেই আমাদের সব হইয়া যায়।" মীডিয়ম্ বলিল, "আমাকে একখানা ছবি দি'ন।" ২য় স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "নিতে পারিলে নেও।" মীডিয়ম্ একখানা ছবি ধরিতে গেল। ছবিখানা সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। মীডিয়ম্ বারবার চেষ্টা করিয়াও

ধবলগিরিতে সাজান মন্দির।

ছবিখানাকে ধরিতে পারিল না। ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিবে?" মীডিয়ম্ বলিল, "অন্য স্ত্রীমহাত্মা নিকটে যাইব। তিনি বলিয়াছেন,—আমাকে যিনি পাঠান তাঁহার জন্য ফল পাঠাইয়া দিবেন। আপনি তাঁহার জন্য কিছু পাঠাইবেন না? ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মের হাতে একটী ফল দিয়া বলিলেন, "এই ফলটী সেই স্ত্রী সাধুকে দিও; অন্য দিন দেখিব, যিনি তোমাকে পাঠান তাঁহার জন্য ফল পাঠাইতে পারি কি না।" এই বলিয়া ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ফলটী লইয়া ২য় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রম হইতে প্রথম স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গেল। আশ্রমে গিয়া দেখিল স্ত্রীমহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে ফলটী দিয়া প্রণাম করিল। স্ত্রীমহাত্মা অনেক দিন পর মীডিয়মকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসি হইলেন। মীডিয়ম্ প্রত্যহ তাঁহার নিকটে যায় না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। মীডিয়ম্ স্ত্রীমহাত্মাকে বলিল, "যিনি আমাকে পাঠান তাঁহাকে ফল পাঠাইবেন না?" স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "এই প্রকার করিলে কি করিয়া পাঠাইব? রোজ আমার নিকটে আসিবে ফল পাঠাইব।" মীডিয়ম্ বলিল, "রোজ আসিতে চেষ্টা করিব। স্ত্রীমহাত্মা বলিলেন, "অদ্য যাও। আমি আমার বড় বন্ধুর নিকট যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া ১ম স্ত্রীমহাত্মা তৃতীয় স্ত্রীমহাত্মার নিকট চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ১ম স্ত্রীমহাত্মার আশ্রম হইতে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে চলিয়া আসিল।

মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে আসিয়া মীডিয়ম্ মহাত্মাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু মহাত্মার হাসির শব্দ শুনিতে পাইল। একটু পরে মহাত্মা মীডিয়মকে দেখা দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল "চন্দ্রলোক কেমন দেখিলেন, আমাদের দেশ হইতে ভাল কি মন্দ?

মহাত্মা বলিলেন, "আমাদের দেশ হইতে অনেক অংশে ভালও দেখিলাম।"

চন্দ্রলোক সম্বন্ধে মহাত্মা রজনীকুমারের অভিমত।

মীডিয়ম্ বলিল, "চন্দ্রলোকের যোগী আমাদের দেশে আসিয়া সাধারণ লোককে দেখা দিলে আপনাদের ও আমাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" মহাত্মা বলিলেন, "আমারও এই ইচ্ছা।—তুমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, তোমাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মীডিয়ম্ অতিবেগে আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১১ই আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" একটু পরে বলিলেন, "চল, যিনি চন্দ্রলোক দেখান তাঁহার নিকটে যাই।" এই বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। মহাত্মা যোগেশ্বরকে আশ্রমের উপরে দেখিতে না পাইয়া পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটু পরেই যোগেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমের উপরে উঠিলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "ইনি আজ কোথারও যাইবেন না। তুমি স্ত্রী সাধুর নিকটে হইয়া আস।" মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মার নিকটে গেল। ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়ম্‌কে একটী ফল খওয়াইয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে চলিয়া আসিল। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে আসিয়া দেখিল, যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার কি পরামর্শ করিতেছেন। তাঁহারা যে কি পরামর্শ করিতেছেন, মীডিয়ম্ তাহা বুঝিতে

পারিল না। পরামর্শ করিয়া যোগেশ্বর পাথরের নীচে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রম হইতে চলিয়া আসিল।

মীডিয়মের ভীতি।

মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রম হইতে আসিয়া প্রেতলোকে যাইতে লাগিল। কিছুদূর যাইতেই মীডিয়মের স্থূলশরীর কাঁপিতে লাগিল। মীডিয়মের শরীর কাঁপিতে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মীডিয়ম্ ভয় পাইয়াছে। আমি মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভয় হইয়েছে কেন?" মীডিয়ম্ আমার কথায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না। মীডিয়ম্‌কে ভয়ে বিবশ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে স্থূলশরীরস্থ করিয়া মীডিয়ম্‌কে মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলাম। মীডিয়ম্ মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া তাহার বসিবার চেয়ারের নীচে কি খুঁজিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "এখানে কে ছিল? কে?—কালীমূর্ত্তি?" আমি মীডিয়ম্‌কে বলিলাম, "এখানে ত কেহই ছিল না?" মীডিয়ম্ বলিল, "কালীমূর্ত্তি খড়্গ হাতে লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে ছিল।" কিছুক্ষণ পরে মীডিয়মের ভয় চলিয়া গেল।

১৯শে আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বর বসিয়া আছেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল ভয় পাইয়াছিলে কেন?" মীডিয়ম্ বলিল, "কালীমূর্ত্তি দেখিয়া।" যোগেশ্বর বলিলেন, "ভয় পাইলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। তবে, মাঝে মাঝে এই একা।

ভয় পাইলে তখন আর উপরে (শূন্যপথে) থাকিও না। আজ আর কোথায়ও যাওয়া হইবে না।" মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে বলিলেন, "স্ত্রী সাধুর নিকটে হইয়া আস।" মীডিয়ম্ দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার নিকটে গেল। ২য় স্ত্রীমহাত্মা মীডিয়মের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিয়া মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ ২য় স্ত্রীমহাত্মাকে প্রণাম করিয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার কোনরূপ পরামর্শ করিয়া থাকিবেন। যোগেশ্বর মীডিয়মকে বলিলেন, "কাল সকাল করিয়া আসিও।" এই বলিয়া যোগেশ্বর আশ্রমের নীচে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা রজনীকুমার মীডিয়মকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মহাত্মা মীডিয়মকে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

আমার জ্বর ও কার্য্যে বিঘ্ন।

২০শে আগষ্ট আমার অত্যন্ত জ্বর হয়। তথাপি আমি মীডিয়মকে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে পাঠাইলাম। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়মকে (মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহকে) নিস্তেজ ও বিকৃতভাবাপন্ন * দেখিয়া বলিলেন "তুমি এইরূপ ভাবে কেন আসিলে?" মীডিয়ম্ বলিল, "যিনি আমাকে পাঠান তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।" মহাত্মা বলিলেন, "অদ্য উপরে (চন্দ্রলোকে) যাইতে পারিবে না, চলিয়া যাও।

* মীডিয়ম্ কিম্বা মেস্‌মেরাইজকারীর শরীর অসুস্থ হইলে, মীডিয়মের সূক্ষ্মদেহ নিস্তেজ ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। (প্রেতদর্শন দেখ।)

আমি সাধুর নিকটে যাইতেছি।" এই বলিয়া মহাত্মা যোগেশ্বরকে আমার অসুখের কথা জানাইতে গেলেন। মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্র হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

আজ যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারের চন্দ্রলোকের সাধারণে লোককে দেখা দিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার জ্বর হইয়া পড়ায় তাহা হইল না।

আমার অসুস্থতা বশতঃ ২১শে আগষ্ট হইতে ২৬শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য বন্ধ ছিল।

২৭শে আগষ্ট মীডিয়ম্‌কে মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে পাঠাইলাম মীডিয়ম্ মহাত্মার আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে জিজ্ঞা করিলেন, "তোমরা কেমন আছ?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা ভাল আছি।" এ কথার পর, মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্র গেলেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে যাইতেই যোগে পাথরের মধ্য হইতে আশ্রমের উপরে উঠিয়া বসিলেন। মহাত্মা

চন্দ্রলোকে
৩য় দিবস।

মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগে সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলে চন্দ্রলোকের আলোমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইলে পর যোগেশ্বর, মহাত্মা রজ কুমার ও মীডিয়মের ছায়া দুইটী করিয়া হইয়া গেল। ইঁহাদের তিনজ সূক্ষ্মশরীরের উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া চন্দ্রের আলোমণ্ডলে এক্টা করিয়া ছায়া পড়িল, আর চন্দ্রের আলোমণ্ডলের আলো পা

আলোমণ্ডলের বাহিরে একটী করিয়া ছায়া পড়িল। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে পৌঁছিয়া কতকগুলি মায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। আবার মূর্ত্তিগুলিকে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিলেন। মায়ামূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "একটু অসুবিধা হইতেছে।" ২০শে আগষ্ট চন্দ্রলোকের সাধারণ লোককে যোগেশ্বরের দেখা দিবার কথা ছিল। কিন্তু কথামত কার্য্য হয় নাই বলিয়া চন্দ্রলোকের যোগীরা যোগমায়া বলে কতকগুলি বিশ্রী মূর্ত্তি দেখাইয়া যোগেশ্বরকে অবজ্ঞা করিলেন।

চন্দ্রলোকের যোগীর মায়ামূর্ত্তি প্রদর্শন।

যোগেশ্বর চন্দ্রলোকে আর বিলম্ব না করিয়া তখনই মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন। ধবল-গিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২১শে আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রমে গিয়া দেখিল, যোগেশ্বর বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন। এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে গিয়া পৌঁছিলেন। যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে পৌঁছিয়া যোগেশ্বর চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর আশ্রমে গেলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে আশ্রমের উপরে

চন্দ্রলোকে ৬ষ্ঠ দিবস।

দেখিতে না পাইয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে আশ্রমের উপরে রাখিয়া চন্দ্রলোকের যোগীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আশ্রমের নীচে গেলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর সঙ্গে যোগেশ্বরের দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি আশ্রমের উপরে উঠিলেন না। তিনি মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরকে পরের দিন যাইতে বলিলেন। যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২৯শে আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গিয়া দেখিল, মহাত্মা বসিয়া আছেন। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "আজ দেরি করিয়া আসিয়াছ।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বর আশ্রমের উপরেই বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল।

মীডিয়মের ধবলগিরি যাইতে বিলম্ব ও কার্য্যে বিঘ্ন।

যোগেশ্বর মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "তোমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। আজ চন্দ্রলোকে যাওয়া হইবে না।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর আশ্রমের নীচে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বর নীচে যাইতেই মহাত্মা রজনীকুমার অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

আজ চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর নিকটে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু, আমাদের কর্ম্মদোষে আজিও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল।

৩০শে আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে গিয়া পৌছিলেন। যোগি-নিবাস পর্ব্বতে পৌছিয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে একটু দূরে রাখিয়া চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর আশ্রমে গিয়া পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটু পরে চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীকে সঙ্গে করিয়া যোগেশ্বর মীডিয়মের নিকটে আসিলেন। মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের যোগীকে প্রণাম করিল। চন্দ্রলোকের যোগী মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "তোমাদের কথার ঠিক্ থাকে না। এইরূপ হইলে আর আমাদের দেখা পাইবে না।" মীডিয়ম্ বলিল, "গতকল্য যোগীদিগের নিকটে আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া যোগীরা আমাকে লইয়া আসেন্ নাই। আর সে দিন আমাকে যিনি পাঠান তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া ছিল বলিয়া আসিতে পারি নাই।" চন্দ্রলোকের যোগী বলিলেন, "আচ্ছা আগামী কল্য আসিও।" এই কথা বলিয়া চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্‌কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

চন্দ্রলোকে ৭ম দিবস।

চন্দ্রলোকের যোগীর অসন্তোষ।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রলোকে ৮ম দিবস।

৩১শে আগষ্ট মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্কে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। যোগেশ্বর সূক্ষ্মদেহে মহাত্মা রজনীকুমারের সূক্ষ্মদেহ ও মীডিয়ম্কে লইয়া উল্কাবেগে চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন। এক মিনিটের মধ্যে চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে গিয়া পৌছিলেন। যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে পৌছিয়া চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগীর আশ্রমে গেলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী তাঁহার আশ্রমের উপরেই বসিয়া রহিয়াছিলেন। মীডিয়ম্ চন্দ্রলোকের যোগীকে প্রণাম করিল

চন্দ্রলোকের যোগীর যোগেশ্বরকে স্থূলশরীর লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে আদেশ।

চন্দ্রলোকের যোগী মীডিয়ম্কে বলিলেন, "আগামী কল্য শরীর লইয়া আসিও।" (অর্থাৎ যোগেশ্বরকে স্থূলশরীর লইয়া যাইতে বলিলেন।) এই কথা বলিয়া চন্দ্রলোকের যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বারংবার আমাদের কথার ব্যাতিক্রম হওয়ায় যোগেশ্বর স্থূলশরীর লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে পারেন কি না, এইরূপ সন্দেহ করিয়া চন্দ্রলোকের যোগী যোগেশ্বরকে স্থূলশরীর লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে বলিলেন।

চন্দ্রলোকের যোগী অদৃশ্য হইয়া গেলেন পর, যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়ম্কে লইয়া চন্দ্রলোক হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন। ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার

স্থূলশরীরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীডিয়ম্ ধবলগিরি হইতে চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

১লা সেপ্টেম্বর * একটু সকাল করিয়াই মীডিয়ম্ মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে গেল। মহাত্মা মীডিয়মকে লইয়া যোগেশ্বরের আশ্রমে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বর পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। মহাত্মা ও মীডিয়ম্ যোগেশ্বরকে প্রণাম করিল। যোগেশ্বর একটু হাসিয়া মীডিয়মকে বলিলেন, "আজ শরীর লইয়া চন্দ্রলোকে যাইব।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমারকে তাঁহার ডানপাশে ও মীডিয়মকে তাঁহার বামপাশে বসাইলেন। তারপর, যোগেশ্বর মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকে যাইতে লাগিলেন। দুই মিনিটের মধ্যে † চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বতে গিয়া পৌঁছিলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারকে স্থূলশরীর লইয়া যাইতে দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী "সকলকে ডাকিয়া নিয়া আসি" এই কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া

চন্দ্রলোকে ৯ম দিবস।

যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারের স্থূলশরীর লইয়া চন্দ্রলোকে গমন।

* অদ্য প্রাতে মীডিয়ম্ বালকটীর উপর দিয়া একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। মহাত্মা রজনীকুমারের নিষেধ থাকায় সেই ঘটনাটী এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

† যোগীদিগের সূক্ষ্মদেহের গতি হইতে স্থূলদেহের গতি একটু কম হয় বলিয়া আজ স্থূলদেহ লইয়া যোগেশ্বরের চন্দ্রলোকে যাইতে দুই মিনিট সময় লাগিল। অন্যান্য দিন যোগেশ্বরের সূক্ষ্মদেহে চন্দ্রলোকে যাইতে এক মিনিট সময় লাগিত।

গেলেন। দুই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে চন্দ্রলোকের সহস্রাধিক যোগী আসিয়া যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মের চারিদিক্ দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমারকে স্থূলশরীরে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রলোকের যোগীরা সকলেই হাসিতে লাগিলেন। মীডিয়ম্ চন্দ্র-লোকের পরিচিত যোগীকে বলিল, "আপনি বোধ হয়, আমাদের যোগীরা স্থূলশরীর লইয়া আপনাদের দেশে আসিতে পারেন কি না, সন্দেহ করিয়াছিলেন?" চন্দ্রলোকের যোগী বলিলেন, "তোমরা কি করিয়া বুঝিলে?" মীডিয়ম্ বলিল, "আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" চন্দ্রলোকের যোগী বলিলেন, "আমরা সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারি না। তথাপি যে কোন প্রকারেই হউক, একটা জায়গা ঠিক্ করিয়া সাধারণ লোককে খবর দিয়া রাখিব। অদ্য যাও, আগামী কল্য আসিও—সাধারণ লোককে দেখা দিবার দিন ঠিক্ করিয়া দিব।" চন্দ্রলোকের পরিচিত যোগী এই কথা বলিতেই চন্দ্রলোকের যোগীরা সকলেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে লইয়া চন্দ্রলোকের যোগি-নিবাস-পর্ব্বত হইতে ধবলগিরিতে চলিয়া আসিলেন।

যোগেশ্বর, মহাত্মা রজনীকুমার ও মীডিয়মকে দেখিতে চন্দ্রলোকের সহস্রাধিক যোগীর আগমন।

ধবলগিরিতে আসিয়া যোগেশ্বর মীডিয়মকে বলিলেন, "কার্য্যটা হইলেও হইতে পারে *।" এই কথা বলিয়া যোগেশ্বর পাথরের নীচে

---

* বর্ত্তমান যুগে যোগি-নিবাস-পর্ব্বতের যোগীরা সাধারণ লোককে দেখা দিতে পারেন না। কাজেই যোগি-নিবাস-পর্ব্বতের যোগীদিগের পক্ষে সাধারণ লোককে দেখা দেওয়া অতি গুরুতর কার্য্য। এ কারণে যোগেশ্বর বলিলেন, "কার্য্যটা (অর্থাৎ চন্দ্রলোকের সাধারণ লোককে দেখা দেওয়া) হইলেও হইতে পারে।"

চলিয়া গেলেন। মহাত্মা রজনীকুমার যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে তাঁহারা আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মীডিয়ম্ যোগেশ্বরের আশ্রম হইতে দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গেল *। গিয়া দেখিল, দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা বসিয়া আছেন। মীডিয়ম্ দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ যোগেশ্বর ও মহাত্মা রজনীকুমার স্থূলশরীর লইয়া চন্দ্রলোকে গিয়াছিলেন। চন্দ্রলোকের যোগীরা বলিয়াছেন যে, যদি যোগেশ্বর চন্দ্রলোকের সাধারণ লোককে দেখা দেন; তাহা হইলে চন্দ্রলোকের যোগীরাও আমাদের দেশে আসিয়া সাধারণ লোককে দেখা দেবেন।" দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা বলিলেন, "চন্দ্রলোকের যোগীরা আসিলে আমরাও দেখিব।" এই কথার পর দ্বিতীয় স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ দ্বিতীয় স্ত্রীমহাত্মার আশ্রম হইতে প্রথম স্ত্রীমহাত্মার আশ্রমে গেল। প্রথম স্ত্রী মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। মীডিয়ম্ প্রথম স্ত্রী মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া মহাত্মা রজনীকুমারের আশ্রমে চলিয়া গেল। মহাত্মা মীডিয়ম্‌কে বলিলেন, "অদ্য যাও"। মীডিয়ম্ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়া স্থূলশরীরে প্রবেশ করিল।

২রা সেপ্টেম্বর:—অদ্য আমাদের মেস্‌মেরিক্ বৈঠকের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রাত্রি ৮ টার সময়ে যোগীরা অলৌকিক উপায়ে আমার মীডিয়ম্

---

* মীডিয়মকে প্রত্যহই স্ত্রীমহাত্মাদের নিকটে যাইতে হইত। কিন্তু স্ত্রীমহাত্মাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা না থাকায় ১৯শে আগষ্টের পর আর স্ত্রীমহাত্মাদের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

বালকটীকে ধবলগিরিতে লইয়া গেলেন। কি জানি কি কর্ম্মদোষে মীডিয়ম্ বালকটী আমার হাতছাড়া হইয়া গেল, তাহা কে বলিবে? মীডিয়ম্ বালকটী আমার হাতছাড়া হইতেই আমি আনন্দরূপজাহাজ হইতে বিষাদরূপসমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। হায়! যোগীরাও নিয়তি চক্রের গতিকে উল্টাদিকে ফিরাইতে পারিলেন না।

মীডিয়ম্ বালকটীর অন্তর্ধান ও আমার বিষাদ।

বিষাদ-সাগরের মনস্তাপরূপ জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আশারূপ-তটে আসিয়া উঠিলাম। আশাতটে উঠিয়া বিচাররূপ-মিত্রকে সঙ্গে করিয়া দৈবের পথ ধরিয়াই যাইতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম,—অহো! যোগীদিগের কি অচিন্ত্য-অদ্ভুত-ক্ষমতা। যোগীরাই পরমেশ্বরের অদ্ভুত বিভূতি। যোগীরাই এ সংসারের আশ্চর্য্য বস্তু। যোগী হওয়াই মানব জীবনের চরমোৎকর্ষ। আমি যোগী হইতে পারিব না কি? কেনই বা পারিব না? যোগীরাও মানুষ, আমিও মানুষ। তবে কেন আমি যোগী হইতে পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। আমার মীডিয়মরূপ-নেত্রদ্বয় অন্তর্হিত হইলেও যোগীরা আমার মনোনেত্রের অদৃশ্য হইতে পারিলেন কৈ? তাঁহারা কখনই আমার মনোনেত্রের অদৃশ্য হইতে পারিবেন না। এই প্রকার যোগীদিগের কথা ও আমার ভাবী জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ অবিচার-শত্রু আসিয়া অবিবেক-অস্ত্র দ্বারা আমার বিচার-মিত্রকে নাশ করিয়া আমাকে ভোগরূপ-জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। রিপুরাজ কাম আসিয়া আমার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। স্ত্রী আদি ভোগই রিপুরাজের শাসননীতি। যোগীদিগের কৃপায় আমার বিষয় ভোগের বাসনা শিথিল হইয়া গেলেও বিষয়ই যেন আমাকে ভোগ করিতে লাগিল। রোগরূপ-

উপসংহার।

যমদূত গুলিও আমাকে সন্তাপ দিতে ত্রুটী করিত না। ভোগে ও রোগে সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। দৈবদেবের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া পুরুষকারদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। পুরুষকারদেব আমাকে বিবেকরূপঅস্ত্র প্রদান করিলেন। বিবেক-অস্ত্রে অবিচার-শত্রুকে নাশ করিয়া বৈরাগ্যরূপমৃত-সঞ্জীবনী দ্বারা বিচার-মিত্রকে সজীব করিয়া তুলিলাম। বিচার-মিত্র সজীব হইয়াই আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই! বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়। বৈরাগ্যবান্ পুরুষই ধবলগিরিতে যাইবার অধিকারী। বৈরাগ্যবান্ পুরুষই যোগী হইতে পারে। বৈরাগ্যহীন পুরুষের যোগী হইতে আশা করা দুরাশা মাত্র। বৈরাগ্যকেই আশ্রয় কর। বৈরাগ্যকুঠারে বাসনা বৃক্ষকে ছেদন করিয়া যোগীদের চরণকমলে স্থান পাইবার আশায় দার্জ্জিলিং হইয়া ধবলগিরির অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে সিকিম ও নেপালরাজ্য অতিক্রম করিয়া কাবেলী গঙ্গার উৎপত্তিস্থান কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দৈবই আমার মহদুদ্দেশ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। দৈবের আজ্ঞাবহ প্রারব্ধ নামা দূতের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, হায়! পুনরায় আমাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

মীডিয়ম্ বালকটী বর্ত্তমানে ধবলগিরিতে আছে। যোগীদিগের কৃপায় মীডিয়ম বালকটী একজন যোগবিৎ-তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ।

ইতি